
শাস্ত্রপৃষ্ঠা
(সনাতন ধর্মীয় পিডিএফ গ্রন্থের সমাহার)

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

সৌপ্তিকপর্ব্ব

৩০

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণীপ্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০৯

নিবেদন

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের করুণায় মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্ব্বে অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মহাভারতের টীকা বা অন্য প্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুসন্ধান চলিতেছিল বলিয়া, তাহার কোন আলোচনা করা হয় নাই। এ যাবৎ যে সকল সটীক মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকাই দেখিতে পাওয়া যায় এবং নীলকণ্ঠের টীকায়ও অনেক স্থানে 'ইতি প্রাঞ্চঃ' 'ইতি প্রাচীনাঃ' এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদ্বারা নীলকণ্ঠ কি তদানীন্তন প্রাচীন ব্যক্তিবিশেষগণকে বা প্রাচীন টীকাকারদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। কেহ কেহ বলেন—দেববোধ, বিমলবোধ ও বিষমপদভঞ্জিকাপ্রভৃতি নামে মহাভারতের অনেকগুলি টীকা আছে। অর্জ্জুনমিশ্রকৃত মহাভারতের টীকাও প্রসিদ্ধ। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারাও সেই সকল গ্রন্থ দেখাইতে পারেন না, এমন কি সেই টীকাগুলি সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃত তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতে পারেন না। আমরা কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কেবল নীলকণ্ঠের টীকাই সম্পূর্ণ পাইয়াছি এবং আদিপর্ব ও উদ্‌যোগপর্বের কিয়দংশের এবং সম্পূর্ণ বিরাটপর্ব্বের অর্জ্জুনমিশ্রকৃত টীকা দেখিয়াছি; কিন্তু দেববোধ, বিমলবোধ ও বিষমপদভঞ্জিকাপ্রভৃতি টীকার কোন অংশই দেখিতে পাই নাই। তা'র পর বহুকাল পূর্বে কাশীধামে ও লাহোরে যে সটীক মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও কেবল নীলকণ্ঠের টীকাই সংযোজিত ছিল দেখিতে পাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেববোধ ও বিমলবোধপ্রভৃতি টীকা রচিত হইয়া থাকিলেও, তাহা কাললুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা সেই সময়েও তাহার সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। তা'র পর বিষম-পদভঞ্জিকা এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, উক্ত টীকাকার মহাভারতের যে যে শব্দ কঠিন মনে করিতেন, সেই সেই শব্দেরই তিনি ব্যাখ্যা মাত্র করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সে টীকাও যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূল কথা এই যে, পূর্ব্বে মহাভারতের বিস্তৃত টীকা রচিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, নীলকণ্ঠ মহাভারতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি কোন কোন দার্শনিক স্থলে অত্যন্ত বিস্তৃত টীকা করিয়া থাকিলেও, সম্পূর্ণ মহাভারতের এক দশমাংশের অধিক স্থলে লেখনী বিন্যাস করেন নাই। তাঁহার পরিত্যক্ত স্থলে যে ব্যাখ্যেয় বিষয় নাই, তাহাও বলা চলে না। আমি এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমার টীকায় সমস্ত শ্লোকই ধরিতেছি এবং দুরূহ শ্লোকগুলির অন্বয়-মুখে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছি। তদ্ভিন্ন বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ, নানা বিষয়ের উপপত্তি ও বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনাপ্রভৃতিও লিখিতেছি। এইভাবে এই টীকা শেষ করিতে পারিলে, সম্ভবতঃ ইহাই মহাভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত টীকা হইবে।

পাঠান্তরে লিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির বিবরণ।

পি—আমার পিতামহ ৺কাশীচন্দ্রবাচস্পতিলিখিত পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় পুস্তক।

বঙ্গ—বঙ্গবাসীসংবাদপত্রকার্য্যালয়মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় পুস্তক।

বৰ্দ্ধ—বৰ্দ্ধমানরাজপ্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক।

বা—বাপুদেবশাস্ত্রিসংশোধিত কাশীপ্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক।

সো—কলিকাতা সোসাইটীমুদ্রিত পুস্তক।

নি—নির্ণয়সাগরযন্ত্রমুদ্রিত কুম্ভঘোণদেশীয় পুস্তক।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকও প্রয়োজন অনুসারে দেখা হইয়া থাকে। ইতি-

পাঠক্রমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র।

—:০:—

সৌপ্তিকপর্ব্ব

—:০:—

পাঠক্রমে সৌপ্তিকপর্ব্বের বৃহৎ সূচীপত্র।

পাঠক্রমে সৌপ্তিকপর্ব্বের বৃহৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥০॥

সৌপ্তিকপর্ব্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা।

মহর্ষি মহাভারতের আদিপর্ব্ব-দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণনা করিয়াছেন—

"এতদ্বৈ দশমং পর্ব্ব সৌপ্তিকং সমুদাহৃতম্।
অষ্টাদশাস্মিন্নধ্যায়াঃ পর্ব্বণ্যুক্তা মহাত্মনা ॥৩১০॥
শ্লোকানাং কথিতান্যত্র শতান্যষ্টৌ প্রসংখ্যয়া।
শ্লোকাশ্চ সপ্ততিঃ প্রোক্তা মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥৩১১॥"

অর্থাৎ এই সৌপ্তিকপর্ব্বে ১৮টী অধ্যায় এবং ৮৭০টী শ্লোক আছে। নিম্নলিখিত তালিকাটী দেখিলেই ইহার সম্পূর্ণ মিল বুঝা যাইবে।

অধ্যায়সংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা
১	...	৪৩	৭	...	৩৪	১৩	...	৬১
২	...	৪৩	৮	...	৬৭	১৪	...	১৬
৩	...	৬৭	৯	...	১৫২	১৫	...	৩৪
৪	...	৩৪	১০	...	৬২	১৬	...	৩৭
৫	...	৬৮	১১	...	৩১	১৭	...	২৬
৬	..	৪০	১২	...	৩১	১৮	...	২৪
		২৯৫			৩৭৭			১৯৮

একুন = ২৯৫ + ৩৭৭ + ১৯৮ = ৮৭০

সৌপ্তিকপর্ব্বের উপপর্ব্ব

পৃষ্ঠাঙ্ক

মহাভারতম্



সৌপ্তিকপর্ব্ব

(১। সুপ্তবধপর্ব্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। *

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধিষ্ঠিতঃ পদা মূর্দ্ধ্নি ভগ্নসক্থো মহীং গতঃ।
শৌটীর্য্যমানী পুত্ত্রো মে কিমভাষত সঞ্জয়! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

প্রভুরসি ভুবনানাং ভাসি বামাপদার্ধঃ
বসসি নিখিলভূতে মাদৃশৈর্নাঙ্কভূতঃ।
সৃজসি জগদশেষং নিষ্ক্রিয়ঃ পাসি হংসি
স্মরহর! তব ভাবং নৈব জানাতি কোঽপি ॥
সমাধিমাদধানায় নাগরাজেন রাজতে।
ভবায় ভবপারায় যোগিনে ভোগিনে নমঃ ॥

অথ পূর্ব্বপর্ব্বান্তিমাধ্যায়ে "সমাশ্বাস্য চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ মাধবঃ। দ্রৌণিসঙ্কল্পির্জ্জং ভাবমন্ববুধ্যত কেশবঃ ॥" ইত্যনেন প্রাক্সূচিতং সৌপ্তিকপর্ব্বারম্ভতে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

* অয়ং প্রথমাধ্যায়ো দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ বহুষেব পুস্তকেষু শল্যপর্ব্বশেষে সন্নিবেশিতৌ দৃশ্যেতে; তচ্চাতীবাসঙ্গতম্। আর্ষপ্রমাণমুপন্যস্যৈব তদস্মাভিঃ শল্যপর্ব্বান্তিমভাগে সপ্রমাণীকৃতং দ্রষ্টব্যম্।

অত্যর্থং কোপনো রাজা জাতবৈরশ্চ পাণ্ডুষু।
ব্যসনং পরমং প্রাপ্তঃ কিমাহ পরমাহবে ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তং নরাধিপ!।
রাজ্ঞা যদুক্তং ভগ্নেন তস্মিন্ ব্যসন আগতে ॥৩॥
ভগ্নসক্‌থো নৃপো রাজন্! পাংশুনা সোঽবগুণ্ঠিতঃ।
যময়ন্ মূর্দ্ধজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ ॥৪॥
কেশান্ নিয়ম্য যত্নেন নিশ্বসন্নুরগো যথা।
সংরম্ভাশ্রুপরীতাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিবীক্ষ্য মাম্।
বাহূ ধরণ্যাং নিষ্পিষ্য মুহুর্মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥৫॥
প্রকীর্ণান্ মূর্দ্ধজান্ ধুন্বন্ দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্।
গর্হয়ন্ পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং নিশ্বস্যেদমথাব্রবীৎ ॥৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অধীতি। হে সঞ্জয়! ভগ্নে সক্থিনী উরূ যস্য সঃ, অতএব মহীং গতো ভূপতিতঃ, শৌটীর্য্য-মানী আত্মনঃ সর্ব্বপ্রধানবীরত্বাভিমানী, মে মম পুত্রো দুর্য্যোধনঃ, মূর্দ্ধ্নি মস্তকে, পদা পাদেন অধিষ্ঠিতো ভীমেনারূঢ়ঃ স্পৃষ্টঃ সন্নিত্যর্থঃ, কিম্ অভাষত ॥১॥

অত্যর্থমিতি। পাণ্ডুষু পাণ্ডবেষু। ব্যসনং বিপদম্ ॥২॥

শৃণ্বিতি। বৃত্তং জাতম্। ভগ্নেন ভগ্নোরুণা ॥৩॥

ভগ্নেতি। পাংশুনা ধূল্যা, অবগুণ্ঠিত আবৃতগাত্রঃ। যময়ন্ সমীকুর্ব্বন্, মূর্দ্ধজান্ কেশান্। নিয়ম্য যথাস্থানে সংস্থাপ্য। সংরম্ভাশ্রুণা ক্রোধাগতনয়নজলেন পরীতাভ্যাং

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! ভীম বামচরণদ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিলে, ভগ্নোরু, ভূপতিত ও সর্ব্বপ্রধানত্বাভিমানী আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি বলিলেন ॥১॥

অত্যন্তকোপনস্বভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি চিরবৈরযুক্ত ও রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে গুরুতর বিপদাপন্ন হইয়া তৎপরে কি করিলেন?' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'নরনাথ রাজা! ভগ্নোরু দুর্য্যোধন সেই বিপদের সময় যাহা বলিয়াছিলেন এবং যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আপনার নিকট বলিব, আপনি শ্রবণ করুন ॥৩॥

রাজা! ভগ্নোরু ও ধূলিধূসরদেহ রাজা দুর্য্যোধন দশ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশগুলিকে সমীকরণপূর্ব্বক যথাস্থানে রাখিয়া, সর্পের ন্যায়

(৩)…তস্মিন্ ব্যসনসাগরে—নি।

ভীষ্মে শান্তনবে নাথে কর্ণে চাস্ত্রভৃতাং বরে।
গৌতমে শকুনৌ চাপি দ্রোণে চাস্ত্রভৃতাং বরে ॥৭॥
অশ্বত্থাম্নি তথা শল্যে শূরে চ কৃতবর্ম্মণি।
ইমামবস্থাং প্রাপ্তোঽস্মি কালো বৈ দুরতিক্রমঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
একাদশচমূভর্ত্তা সোঽহমেতাং দশাং গতঃ।
কালং প্রাপ্য মহাবাহো! ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে ॥৯॥
আখ্যাতব্যং মদীয়ানাং যেঽস্মিন্ জীবন্তি সংযুগে।
যথাহং ভীমসেনেন ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ ॥১০॥
বহূনি সুনৃশংসানি কৃতানি খলু পাণ্ডবৈঃ।
ভূরিশ্রবসি কর্ণে চ ভীষ্মে দ্রোণে চ শ্রীমতি ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাখ্যাভ্যাম্। মাং সঞ্জয়ম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। প্রকীর্ণান্ বিক্ষিপ্তান্, ধুন্বন্ কম্পয়ন্, উপস্পৃশন্ ঘর্ষয়ন্ ॥৪—৬॥

ভীষ্ম ইতি। শান্তনোরপত্যমিতি শান্তনবস্তস্মিন্, নাথে মহাবীরতয়া অস্মাকং রক্ষকে সতি। অস্ত সর্বত্রান্বয়ঃ। গৌতমে কৃপে। কালো বিরোধীত্যাশয়ঃ ॥৭—৮॥

একেতি। একাদশচমূভর্ত্তা একাদশাক্ষৌহিণীসৈন্যপতিঃ। অতিবর্ত্ততে অতিক্রমিতু-মর্হতি ॥৯॥

আখ্যেতি। আখ্যাতব্যং বক্তব্যম্। ব্যুৎক্রম্য অতিক্রম্য, সময়ং গদাযুদ্ধনিয়মম্ ॥১০॥

নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মত্তহস্তীর তুল্য ভূতলে হস্ত সঞ্চালন, কেশ কম্পন ও দন্তে দন্তঘর্ষণ করতঃ, ক্রোধাশ্রুপ্লাবিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া, যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে করিতে নিশ্বাস ত্যাগের সহিত এই কথা বলিলেন—॥৪—৬॥

'শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, কৃপ, বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা—এই সকল বীর আমার রক্ষক ছিলেন; তথাপি আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। হায়, কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর ॥৭—৮॥

মহাবাহু সঞ্জয়! একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি সেই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। অতএব আমি মনে করি, কোন্ লোকই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥৯॥

সঞ্জয়! এই যুদ্ধে যাঁহারা জীবিত আছেন; তুমি তাঁহাদের নিকটে বলিবে যে, ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, আমাকে নিহত করিয়াছে ॥১০॥

পাণ্ডবেরা মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবার বিষয়ে অতিনিষ্ঠুর বহুতর কার্য্য করিয়াছে ॥১১॥

ইদঞ্চাকীর্ত্তিজং কর্ম্ম নৃশংসৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতম্।
যেন তে সৎসু নির্ব্বেদং গমিষ্যন্তীতি মে মতিঃ ॥১২॥
কা প্রীতিঃ সত্ত্বযুক্তস্য কৃত্বোপধিকৃতং জয়ম্।
কো বা সময়ভেত্তারং বুধঃ সংমন্তুমর্হতি ॥১৩॥
অধর্ম্মেণ জয়ং লব্ধ্বা কো নু হৃষ্যেত পণ্ডিতঃ।
যথা সংহৃষ্যতে পাপঃ পাণ্ডুপুত্রো বৃকোদরঃ ॥১৪॥
কিন্নু চিত্রমতস্ত্বদ্য ভগ্নসক্থস্য যন্মম।
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন পাদেন মৃদিতং শিরঃ ॥১৫॥
প্রতপন্তং শ্রিয়া জুষ্টং বর্ত্তমানঞ্চ বন্ধুষু।
এবং কুর্য্যান্নরো যো বৈ স হি সঞ্জয়! পূজিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

বহূনীতি। সুনৃশংসানি অতিনিষ্ঠুরকর্ম্মাণি। শ্রীমতি শৌর্য্যশোভাসম্পন্নে ॥১১॥

ইদমিতি। যেন কর্ম্মণা, তে পাণ্ডবাঃ, সৎসু সজ্জনমধ্যে, নির্ব্বেদমাত্মগ্লানিম্ ॥১২॥

নির্ব্বেদপ্রাপ্তৌ হেতুমাহ কেতি। সত্ত্বযুক্তস্য বলবতঃ, উপধিকৃতং ছলসম্পাদিতম্। সময়ভেত্তারমাচারলঙ্ঘয়িতারম্, সংমন্তুং বীরাদিরূপতয়া অভিমন্তুম্ ॥১৩॥

অধর্ম্মেণেতি। অয়ং জয়ো হর্ষশ্চ দ্বয়মেব গ্লানিকরমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

কিমিতি। অতো বীরগ্লানিকরকার্য্যপ্রবৃত্তেঃ। ভগ্নসক্থস্য ভগ্নোরোঃ ॥১৫॥

প্রেতি। শ্রিয়া সম্পদা, জুষ্টং সেবিতম্। কুর্য্যাৎ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ॥১৬॥

সঞ্জয়! আমার ধারণা হয়, নৃশংস পাণ্ডবেরা এমন নিন্দাজনক এই কার্য্য করিয়াছে, যাহাতে তাহারা সমাজে আত্মধিক্কার প্রাপ্ত হইবে ॥১২॥

ছলক্রমে জয় করিয়া বলবানের কি প্রীতি হইতে পারে। কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক নিয়মলঙ্ঘনকারী লোককে আচারপালক বলিয়া মনে করিতে পারেন ॥১৩॥

পাপাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমটা যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। শিক্ষিত কোন্ লোক অধর্ম্ম অনুসারে জয় লাভ করিয়া, এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন? ॥১৪॥

অতএব আজ ভগ্নোরু অবস্থায় আমার মস্তকে ক্রুদ্ধ ভীম যে পদাঘাত করিয়াছে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য আছে কি? ॥১৫॥

সঞ্জয়! প্রতাপশালী, সম্পদ্যুক্ত ও বন্ধুগণের মধ্যে বিদ্যমান লোকের উপরে এইরূপ ব্যবহার যে লোক করিতে পারে, সেই লোকই বীরসমাজে সম্মানিত হয় ॥১৬॥

(১২) ইদঞ্চ গর্হিতং কর্ম্ম···নি। (১৩)···কৃত্বোপাধিকৃতং জয়ম্· ·বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

অভিজ্ঞৌ যুদ্ধধর্ম্মস্য মম মাতা পিতা চ মে।
তৌ হি সঞ্জয়! দুঃখার্ত্তৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাম্মম ॥১৭॥
ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সম্যগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা।
মূর্দ্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয়! ॥১৮॥
দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাঞ্চ প্রিয়ং কৃতম্।
অমিত্রা বাধিতাঃ সর্ব্বে কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥১৯॥
যাতানি পররাষ্ট্রাণি নৃপা ভুক্তাশ্চ দাসবৎ।
প্রিয়েভ্যঃ প্রকৃতং সাধু কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥২০॥
মানিতা বান্ধবাঃ সর্ব্বে বশ্যঃ সংপূজিতো জনঃ।
ত্রিতয়ং সেবিতং সর্ব্বং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উপদিশতি অভিজ্ঞাবিতি। বিজ্ঞাপ্যৌ ত্বয়েতি শেষঃ ॥১৭॥

ইষ্টমিতি। ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ, ভৃতা অন্নদানাদিনা পুষ্টাঃ ॥১৮॥

দত্তা ইতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি। বাধিতাঃ পীড়িতাঃ। সুষ্ঠু সম্যক্ অন্ততরঃ সদৃশতরঃ, অপি তু কোঽপি নেত্যর্থঃ। "অন্তঃ স্বরূপে নাশে না" ইত্যমরঃ ॥১৯॥

যাতানীতি। যাতানি আক্রান্তানি, ভুক্তাঃ পালিতাঃ। সাধু সৎকারঃ ॥২০॥

সঞ্জয়! আমার পিতা ও মাতা যুদ্ধধর্ম্মে অভিজ্ঞই বটেন; তথাপি তাঁহারা এখন দুঃখার্ত্তই আছেন; সুতরাং তুমি আমার আদেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে জানাইবে—॥১৭॥

সঞ্জয়! আমি যজ্ঞ করিয়াছি, পোষ্যবর্গের সম্যক্ ভরণপোষণ করিয়াছি, সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছি এবং জীবিত শত্রুগণেরই মাথার উপরে রহিয়াছি ॥১৮॥

শক্তি অনুসারে দান করিয়াছি, বন্ধুগণের প্রীতিবিধান করিয়াছি এবং সমস্ত শত্রুকেই দমন করিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥১৯॥

শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছি, রাজগণকে ভৃত্যের ন্যায় শাসন করিয়াছি এবং বন্ধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২০॥

সমস্ত বন্ধুজনের সম্মান করিয়াছি, বশীভূত লোককেও সম্মানের সহিত পালন করিয়াছি এবং যথানিয়মে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২১॥

আজ্ঞপ্তং নৃপমুখ্যেষু মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ।
আজানেয়ৈস্তথা যাতং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥২২॥
অধীতং বিধিবদ্দত্তং প্রাপ্তমায়ুর্নিরাময়ম্।
স্বধর্ম্মেণ জিতা লোকাঃ কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥২৩॥
দিষ্ট্যা নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাশ্রিতঃ।
দিষ্ট্যা মে বিপুলা লক্ষ্মীর্মৃতে ত্বন্যং গতা বিভো। ॥২৪॥
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্।
নিধনং তন্ময়া প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥২৫॥
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো বৈরাৎ প্রাকৃতবর্জ্জিতঃ।
দিষ্ট্যা নাবিমতিং কাঞ্চিদ্ভজিত্বা তু পরাজিতঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

মানিতা ইতি। সংপূজিতঃ সম্মানেন পালিতঃ। ত্রিতয়ং ধর্ম্মার্থকামত্রয়ম্ ॥২১॥

আজ্ঞপ্তমিতি। আজ্ঞপ্তমাদেশঃ কৃতঃ। আজানেয়ৈরুত্তমাশ্বৈঃ ॥২২॥

অধীতমিতি। নিরাময়ং নীরোগম্। লোকাঃ শত্রুজনাঃ ॥২৩॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, সংখ্যে যুদ্ধে, প্রেষ্যবদ্দাসবৎ। মৃতে ময়ি ॥২৪॥

যদিতি। ক্ষত্রাণি চ তে বন্ধবশ্চেতি তেষাম্। নিধনং যুদ্ধে মরণম্ ॥২৫॥

দিষ্ট্যেতি। পরাবৃত্তঃ প্রতিনিবৃত্তঃ, প্রাকৃতবৎ সাধারণলোকবৎ। অবিমতিং সম্মুখযুদ্ধপ্রতিকূলবুদ্ধিম্, ভজিত্বা কৃত্বা ॥২৬॥

প্রধান প্রধান রাজার উপরে আদেশ চালাইয়াছি। অতিদুর্লভ সম্মান পাইয়াছি এবং উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিয়াছি; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২২॥

যথাবিধানে অধ্যয়ন ও দান করিয়াছি, নিরাময় আয়ু লাভ করিয়াছি এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে শত্রুগণকে জয় করিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২৩॥

রাজা! আমি ভাগ্যবশতঃ ভৃত্যের ন্যায় অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া কিংবা যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া বিজিত হই নাই এবং ভাগ্যবশতই আমার মৃত্যুর পরেই আমার বিশাল রাজলক্ষ্মী অন্যের উপরে গেল ॥২৪॥

স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয়বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত হইলাম। অতএব সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২৫॥

আমি ভাগ্যবশতঃ সাধারণ লোকের ন্যায় পরাঙ্মুখ হইয়া, বিজিত হই নাই কিংবা কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধি করিয়া পরাজিত হই নাই ॥২৬॥

সুপ্তং বাথ প্রমত্তং বা যথা হন্যাদ্বিষেণ বা।
এবং ব্যুৎক্রান্তধর্ম্মেণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ ॥২৭॥
অশ্বত্থামা মহাভাগঃ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
কৃপঃ শারদ্বতশ্চৈব বক্তব্যা বচনান্মম ॥২৮॥
অধর্ম্মেণ প্রবৃত্তানাং পাণ্ডবানামনেকশঃ।
বিশ্বাসং সময়ঘ্নানাং যূয়ং ন গন্তুমর্হথ ॥২৯॥
বাতিকাংশ্চাব্রবীদ্রাজা পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ।
অধর্ম্মাদ্ভীমসেনেন নিহতোঽহং যথা রণে ॥৩০॥
সোঽহং দ্রোণং স্বর্গগতং কর্ণশল্যাবুভৌ তথা।
বৃষসেনং মহাবীর্য্যং শকুনিঞ্চাপি সৌবলম্ ॥৩১॥
জলসন্ধং মহাবীর্য্যং ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্।
সৌমদত্তিং মহেষ্বাসং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্তমিতি। প্রমত্তমসাবধানম্। ব্যুৎক্রান্তধর্ম্মেণ অতিক্রান্তধর্ম্মেণ ভীমেন ॥২৭॥
অশ্বেতি। সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ ॥২৮॥
অধর্ম্মেণেতি। প্রবৃত্তানাং কার্য্যেষু। সময়ঘ্নানামাচারাতিক্রমকারিণাম্ ॥২৯॥
বাতিকানিতি। বাতিকান্ স্তুতিপাঠকবিশেষান্, তে তব ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ ॥৩০॥
স ইতি। বৃষসেনং কর্ণপুত্রম্। সৌমদত্তিং ভূরিশ্রবসম্, মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্।

মানুষ যেমন নিদ্রিত ও অসাবধান লোককে হত্যা করে কিংবা বিষদ্বারা গোপনে বিনাশ করে; তেমন ভীম ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাকে নিহত করিয়াছে ॥২৭॥

সঞ্জয়! তুমি আমার আদেশ অনুসারে মহাত্মা অশ্বত্থামা, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা এবং শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্যকে বলিবে—॥২৮॥

পাণ্ডবেরা অধর্ম্মক্রমে কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং অনেক বার সদাচার লঙ্ঘন করিয়াছে। অতএব আপনারা তাহাদের উপরে আর বিশ্বাস করিতে পারেন না ॥২৯॥

মহারাজ! তাহার পর আপনার পুত্র যথার্থবিক্রমশালী রাজা দুর্য্যোধন স্তুতিপাঠকদিগকে বলিলেন—ভীম অধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধে আমাকে নিহত করিয়াছে ॥৩০॥

দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বৃষসেন, সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল জলসন্ধ, রাজা

(৩২)···সোমদত্তং মহেষ্বাসং···বঙ্গ সো নি।

দুঃশাসনপুরোগাংশ্চ ভ্রাতৄন্ নাত্মসমাংস্তথা।
দৌঃশাসনিঞ্চ বিক্রান্তং লক্ষ্মণঞ্চাত্মজাবুভৌ ॥৩৩॥
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ মদীয়াংশ্চ সহস্রশঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সার্থহীন ইবাধ্বগঃ ॥৩৪॥ (কলাপকম্)
কথং ভ্রাতৄন্ হতান্ শ্রুত্বা ভর্ত্তারঞ্চ স্বসা মম।
রোরূয়মাণা দুঃখার্ত্তা দুঃশলা সা ভবিষ্যতি ॥৩৫॥
স্নুষাভিঃ প্রস্নুষাভিশ্চ বৃদ্ধো রাজা পিতা মম।
গান্ধারীসহিতশ্চৈব কাং গতিং প্রতিপৎস্যতে ॥৩৬॥
নূনং লক্ষ্মণমাতাপি হতপুত্রা হতেশ্বরা।
বিনাশং যাস্যতি ক্ষিপ্রং কল্যাণী পৃথুলোচনা ॥৩৭॥
যদি জানাতি চার্ব্বাকঃ পরিব্রাড্ বাগ্ বিশারদঃ।
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোঽপচিতিং মম ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

সৈন্ধবং সিন্ধুরাজম্। দৌঃশাসনিং দুঃশাসনপুত্রম্। সমানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স সার্থঃ সহচরস্তেন হীনঃ। অধ্বগঃ পথিকঃ ॥৩১—৩৪॥

কথমিতি। কথং কীদৃশী, ভর্ত্তারং জয়দ্রথম্, স্বসা ভগিনী। রোরূয়মাণা ভৃশং রুদতী ॥৩৫॥

স্নুষাভিরিতি। স্নুষাভিঃ পুত্রবধূভিঃ, প্রস্নুষাভিঃ পৌত্রবধূভিঃ। গতিমবস্থাম্ ॥৩৬॥

নূনমিতি। লক্ষ্মণমাতা মম ভার্য্যা, হতেশ্বরা হতভর্ত্তৃকা ॥৩৭॥

যদীতি। জানাতি মমান্যায়বধম্, চার্ব্বাকো নাম কশ্চিদ্ধূর্ত্তঃ। অপচিতিং নিষ্ক্রয়ম্ ॥৩৮॥

ভগদত্ত, মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, প্রাণের তুল্য দুঃশাসনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, বিক্রমশালী দুঃশাসনের পুত্র ও লক্ষ্মণ এই পুত্রদ্বয়, ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুতর মৎপক্ষীয় যোদ্ধা ও সহস্র সহস্র বীর স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এখন আমি একাকী সঙ্গিবিহীন পথিকের ন্যায় তাঁহাদের পিছনে গমন করিব ॥৩১—৩৪॥

হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণকে ও ভর্ত্তাকে নিহত শুনিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া, গুরুতর রোদন করিতে থাকিয়া, কিরূপ হইয়া পড়িবেন ॥৩৫॥

বিশেষতঃ আমার বৃদ্ধ পিতা, গান্ধারীদেবী, পুত্রবধূগণ ও পৌত্রবধূগণের সহিত কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ॥৩৬॥

শুভলক্ষণা ও বিশালনয়না আমার ভার্য্যা—পুত্র ও ভর্ত্তা নিহত হওয়ায় নিশ্চয়ই সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন ॥৩৭॥

---

(৩৫) কথং ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা…পি।

সমন্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতে।
অহং নিধনমাসাদ্য লোকান্ প্রাপ্স্যামি শাশ্বতান্ ॥৩৯॥
ততো জনসহস্রাণি বাষ্পপূর্ণানি মারিষ!।
প্রলাপং নৃপতেঃ শ্রুত্বা ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ ॥৪০॥
সসাগরবনা ঘোরা পৃথিবী সচরাচরা।
চচালাথ সনির্হ্রাদা দিশশ্চৈবাবিলাভবন্ ॥৪১॥
তে দ্রোণপুত্রমাসাদ্য যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন্।
ব্যবহারং গদাযুদ্ধে পার্থিবস্য চ পাতনম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

সমন্তেতি। লোকান্ স্বর্গান্, শাশ্বতান্ চিরস্থায়িনঃ ॥৩৯॥

তত ইতি। নৃপতের্দুর্য্যোধনস্য, ব্যদ্রবন্ত দ্রুতমপাসরন্ ॥৪০॥

সেতি। সচরাচরা জঙ্গমস্থাবরসহিতা। সনির্হ্রাদা সশব্দা, আবিলাভবন্নিতি বিসর্গ-লোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৪১॥

ত ইতি। তে জনাঃ। ব্যবহারং ভীমস্যান্যায্যাচরণম্, পার্থিবস্য দুর্য্যোধনস্য ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠিত ইতি। শৌটীরঃ শূরঃ স এব শৌটীর্য্যমাত্মানং মন্যতে শৌটীর্য্যমানী ॥১—১৮॥ ময়া মত্তঃ ॥১৯—২৯॥ বার্ত্তিকান্ বার্ত্তাহারিণঃ ॥৩০—৩৭॥ চার্ব্বাকো ব্রাহ্মণবেষধারী রাক্ষসঃ। অপচিতিং প্রতীকারম্ ॥৩৮—৪৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

আমার সুহৃদ্, পরিব্রাজক ও বাক্যবিশারদ, মহাত্মা চার্ব্বাক যদি আমার এই অন্যায়বধবৃত্তান্ত জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন ॥৩৮॥

ত্রিভুবনবিখ্যাত এই পবিত্র সমন্তপঞ্চকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, নিশ্চয়ই আমি চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভ করিব ॥৩৯॥

মাননীয় রাজা! তাহার পর সহস্র সহস্র লোক দুর্য্যোধনের বিলাপ শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া, দশ দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল ॥৪০॥

তাহার পর সমুদ্র, বন, স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত সমগ্র পৃথিবী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তখন দারুণ শব্দ হইল এবং দিক্ সকল মলিন হইয়া পড়িল ॥৪১॥

(৪২) তে তু দ্রৌণিং সমাসাদ্য...পি।

তদাধ্যায় ততঃ সর্ব্বে দ্রোণপুত্রস্য ভারত।
ধ্যাত্বা চ সুচিরং কালং জগ্মুরার্ত্তা যথাগতম্ ॥৪৩॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং সৌপ্তিক-
পর্ব্বণি সুপ্তবধে দুর্য্যোধনবিলাপে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:০*০:——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

সঞ্জয় উবাচ।

বাতিকানাং সকাশাত্তু শ্রুত্বা দুর্য্যোধনং হতম্।
হতশিষ্টাস্ততো রাজন্! কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥১॥
বিনির্ভিন্নাঃ শিতৈর্বাণৈর্গদাতোমরশক্তিভিঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ধ্যাত্বা যুদ্ধস্য পূর্ব্বাপরাবস্থাং বিচিন্ত্য, আর্ত্তাঃ শোকপীড়িতাঃ ॥৪৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

বাতিকানামিতি। বাতিকানাং প্রাগুক্তজনানাম্। হতেভ্যঃ শিষ্টা অবশিষ্টাঃ। বিনির্ভিন্না বিদীর্ণশরীরাঃ, শিতৈঃ সুধারৈঃ। সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ। জবনৈর্বেগবদ্ভিঃ। আয়োধনং গদাযুদ্ধ-

সেই লোকেরা অশ্বত্থামার নিকটে যাইয়া, ভীমের গদাযুদ্ধে অন্যায় ব্যবহার এবং দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা অশ্বত্থামাকে যথাযথভাবে জানাইল ॥৪২॥

ভরতনন্দন! তাহারা সকলে অশ্বত্থামার নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিয়া, বহুকাল চিন্তা করিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল' ॥৪৩॥

——:০:——

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! তাহার পর সুধার বাণ, গদা, তোমর ও শক্তির

* '··শল্যপর্ব্বণি চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ, ' শল্যপর্ব্বণি পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

ত্বরিতা জবনৈরশ্বৈরায়োধনমুপাগমন্।
তত্রাপশ্যন্মহাত্মানং ধার্ত্তরাষ্ট্রং নিপাতিতম্ ॥৩॥
প্রভগ্নং বায়ুবেগেন মহাশালং যথা বনে।
ভূমৌ বিচেষ্টমানং তং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥৪॥
মহাগজমিবারণ্যে ব্যাধেন বিনিপাতিতম্।
বিবর্ত্তমানং বহুশো রুধিরৌঘপরিপ্লুতম্ ॥৫॥
যদৃচ্ছয়া নিপতিতং চক্রমাদিত্যগোচরম্।
মহাবাতসমুত্থেন সংশুষ্কমিব সাগরম্ ॥৬॥
পূর্ণচন্দ্রমিব ব্যোম্নি তুষারাবৃতমণ্ডলম্।
রেণুধ্বস্তং দীর্ঘভুজং মাতঙ্গসমবিক্রমম্ ॥৭॥
বৃতং ভূতগণৈর্ঘোরৈঃ ক্রব্যাদৈশ্চ সমন্ততঃ।
যথা ধনং লিপ্সমানৈর্ভৃত্যৈর্নৃপতিসত্তমম্ ॥৮॥
ভ্রুকুটীকৃতবক্ত্রান্তং ক্রোধাদুদ্‌বৃত্তচক্ষুষম্।
সা· ষ ·ং নরব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রং নিপতিতং যথা ॥৯॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

স্থ ন· ধার্ত্তরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনম্। বিচেষ্টমানং বেদনয়া সঞ্চালিতাঙ্গম্। বিবর্ত্তমানং পার্শ্বদ্বয়ে পরিবর্ত্তমানম্ যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, আদিত্যগোচরং চক্রং সূর্য্যমণ্ডলমিব। মহাবাতসমুত্থেন

আঘাতে ক্ষত বিক্ষতদেহ, কৌরবপক্ষের মহারথ, হতাবশিষ্ট কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা সেই লোকগুলির নিকটে দুর্য্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত শুনিয়া, বেগবান্ অশ্বগণের গুণে সত্বর রণস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহারা সেখানে আসিয়া দেখিলেন—বনমধ্যে বায়ুবেগে ভগ্ন বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায়, ব্যাধকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাহস্তীর তুল্য, ঈশ্বরেচ্ছায় ভূতলে নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের সদৃশ, মহাবায়ুবেগে সংশোষিত সমুদ্রের সমান, আকাশে নীহারাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য এবং নিপতিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, মহাবাহু, মহাবল, হস্তীর তুল্য বিক্রমশালী ও নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন ভূতলে নিপাতিত রহিয়াছেন; তিনি তখন রক্তাক্ত দেহে দারুণ বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং বার বার এপাশ ওপাশ করিতেছেন; ধূলিতে তাঁহার দেহ আবৃত হইয়া গিয়াছে; ধনলোভী লোকেরা যেমন রাজাকে সকল দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ মাংসভোজী প্রাণীরা তাঁহাকে সকল দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;

(৫) চন্দ্রমাদিত্যগোচরাৎ—নি। (৬) যুগান্তমারুতেনেব শোষিতং মকরালয়ম্…নি।

তে তং দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসা ভূতলে পতিতং নৃপম্।
মোহমভ্যাগমন্ সর্ব্বে কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥১০॥
অবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ প্রাদ্রবন্ রাজসন্নিধৌ।
দুর্য্যোধনঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য সর্ব্বে ভূমাবুপাবিশন্ ॥১১॥
ততো দ্রৌণির্মহারাজ! বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥১২॥
ন নূনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিঞ্চিদেব হি।
যত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র! শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥১৩॥
ভূত্বা হি নৃপতিঃ পূর্বং সমাজ্ঞাপ্য চ মেদিনীম্।
কথমেকোঽদ্য রাজেন্দ্র! তিষ্ঠসে নির্জ্জনে বনে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বেগেনেতি শেষঃ। রেণুধ্বস্তং ধূলিভিরদৃশ্যাঙ্গম্। ভূতগণৈঃ প্রাণিসমূহৈঃ, ক্রব্যাদৈর্মাংসভোজিভিঃ। সামর্ষমসহিষ্ণুম্ ॥১—৯॥

ত ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ। রথা রথারোহিণঃ ॥১০॥

অবেতি। প্রাদ্রবন্ দ্রুতমগচ্ছন্ ॥১১॥

তত ইতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা। সর্বেষাং লোকেশ্বরাণাং রাজ্ঞামীশ্বরমধিপতিম্ ॥১২॥

নেতি। সত্যং সত্যতয়া স্থায়ি। শেষে স্বপিষি, পাংশুষু ধূলিষু ॥১৩॥

ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডলে ভীষণ ভ্রুকুটী প্রকাশ পাইতেছে, নয়নযুগল উপরে উঠিয়াছে এবং তিনি আর বেদনা, দুঃখ ও আক্ষেপ সহিতে পারিতেছেন না ॥১—৯॥

মহাধনুর্দ্ধর সেই কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি রথীরা—রাজা দুর্য্যোধনকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, প্রথমে যেন মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥

তাহার পর তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া দুর্য্যোধনকে দেখিয়া, বেগে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং ভূতলেই উপবেশন করিলেন ॥১১॥

মহারাজ! তদনন্তর অশ্বত্থামা অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত রাজার অধীশ্বর দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন— ॥১২॥

'নরশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। যেহেতু আপনি ধূলিধূসর দেহে ধূলির উপরেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি পূর্ব্বে রাজা হইয়া, সমগ্র পৃথিবীর উপরে আদেশ চালাইয়া, আজ কেন একাকী নির্জ্জন বনের ন্যায় এই রণস্থলে অবস্থান করিতেছেন ॥১৪॥

দুঃশাসনং ন পশ্যামি নাপি কর্ণং মহারথম্।
নাপি তান্ সুহৃদঃ সর্বান্ কিমিদং পুরুষর্ষভ! ॥১৫॥
দুঃখং নূনং কৃতান্তস্য গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেতে পাংশুষু রূষিতঃ ॥১৬॥
এষ মূর্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে গত্বা পরন্তপঃ।
স ভূশং গ্রসতে পাংশুং পশ্য কালবিপর্য্যয়ম্ ॥১৭॥
ক্ব তে তদমলং ছত্রং ব্যজনং ক্ব চ পার্থিব!।
সা চ তে মহতী সেনা ক্ব গতা পার্থিবোত্তম! ॥১৮॥
দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্নূনং কার্য্যাণাং কারণান্তরে।
যদ্বৈ লোকগুরুর্ভূত্বা ভবানেতাং দশাং গতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ভুম্বেতি। মেদিনীং মেদিনীস্থান্ সর্বান্ লোকান্। নির্জ্জনে বন ইব ॥১৪॥
দুঃশাসনমিতি। সুহৃদো ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্ ॥১৫॥
দুঃখমিতি। কৃতান্তস্য দৈবস্য। লোকানাঞ্চ গতিমিতি সম্বন্ধঃ ॥১৬॥
উপস্থিতানুদ্দিশ্য ব্রবীতি এষ ইতি। মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং রাজ্ঞাম্। পাংশুং ধূলিম্ ॥১৭॥
ক্বেতি। কালবিপর্য্যয়াদেব তবৈতৎ সর্বং বিনষ্টমিতি ভাবঃ ॥১৮॥
দুরিতি। কারণান্তরে বিভিন্নহেতাবুপস্থিতে সতি। লোকগুরুর্লোকশ্রেষ্ঠঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বার্ত্তিকানামিতি ॥১—৫॥ চক্রমাদিত্যগোচরং সূর্য্যমণ্ডলমিবেতি লুপ্তোপমা ॥৬—১৮॥ কারণান্তরে অদৃষ্টরূপে সতি, তেন দৃষ্টসামগ্রীবৈয়র্থ্যং জায়ত ইতি ভাবঃ ॥১৯—৪৩॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুঃশাসন, মহারথ কর্ণ এবং সেই সকল বন্ধুদিগকে দেখিতেছি না; এটা কি ব্যাপার। ॥১৫॥

দৈবের কোন গতি ও মানুষের অবস্থা জানা নিশ্চয়ই দুষ্কর। যেহেতু আপনি ধূলিধূসর দেহে ধূলির উপরেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৬॥

ইনি রাজগণের অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া, শত্রু দমন করিতেন; আর আজ ধূলি ভক্ষণ করিতেছেন। কালের পরিবর্ত্তনটা দেখ ॥১৭॥

রাজা! আপনার সেই নির্ম্মল ছত্র কোথায়, চামর কোথায় গেল এবং রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার সেই বিশাল সৈন্যই বা কোথায় গিয়াছে ॥১৮॥

বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হইলে কার্য্যও যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে থাকে, পূর্ব্বে

(১৬)…লোকনাথো ভবান্ যত্র শেষে…নি।

অধ্রুবা সর্ব্বমর্ত্ত্যেষু ধ্রুবং শ্রীরুপলক্ষ্যতে।
ভবতো ব্যসনং দৃষ্ট্বা শক্রবিস্পর্দ্ধিনো ভৃশম্ ॥২০॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দুঃখিতস্য বিশেষতঃ।
উবাচ রাজন্! পুত্রস্তে প্রাপ্তকালামদং বচঃ ॥২১॥
বিমৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং শোকজং বাষ্পমুৎসৃজন্।
কৃপাদীন্ স তদা বীরান্ সর্ব্বানেব নরাধিপঃ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
ঈদৃশো মর্ত্ত্যধর্ম্মোঽয়ং ধাত্রা নির্দ্দিষ্ট উচ্যতে।
বিনাশঃ সর্ব্বভূতানাং কালপর্য্যায়কারিতঃ ॥২৩॥
সোঽয়ং মাং সমনুপ্রাপ্তঃ প্রত্যক্ষং ভবতাং হি যঃ।
পৃথিবীং পালয়িত্বাঽহমেতাং নিষ্ঠামুপাগতঃ ॥২৪॥
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো যুদ্ধে কস্যাঞ্চিদাপদি।
দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাপৈশ্ছলেনৈব বিশেষতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অধ্রুবেতি। অধ্রুবা অচিরস্থায়িনী, শ্রীঃ সম্পৎ। ব্যসনং বিপদম্ ॥২০॥
তস্যেতি। বিশেষত আধিক্যেন। প্রাপ্তকালং তৎকালোচিতম্। বাষ্পমশ্রু ॥২১—২২॥
ঈদৃশ ইতি। কালস্য পর্য্যায়েণ পরিবর্ত্তনেন কারিতঃ ॥২৩॥
স ইতি। নিষ্ঠাং নিষ্পত্তিং পরিণামমিতি যাবৎ ॥২৪॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, পরাবৃত্তঃ পরাঙ্মুখীভূতঃ। ছলেন নাভেরধঃপ্রহারাৎ ॥২৫॥

সেগুলির অবস্থা জানা দুষ্কর। যেহেতু আপনি লোকশ্রেষ্ঠ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥১৯॥

আপনি ইন্দ্রেরও স্পর্দ্ধা করিতেন; অথচ বর্ত্তমান সময়ে আপনার এই বিপদ দেখিয়া ইহাই স্থির বুঝিতেছি যে, মানুষের সম্পদ চিরস্থায়ী নহে' ॥২০॥

রাজা! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্তদুঃখিত অশ্বত্থামার সেই কথা শুনিয়া হস্তযুগলদ্বারা নয়ন মার্জ্জনা করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিয়া, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি বীরগণকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন—॥২১—২২॥

'কালের পরিবর্ত্তনবশতঃ সমস্ত পদার্থই যে ধ্বংস হয়, ইহা বিধাতারই নির্দ্দিষ্ট প্রাণিজগতের ধর্ম্ম ॥২৩॥

সেই অবস্থাই আমার উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমি পৃথিবী পালন করিয়া শেষে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ॥২৪॥

(২৩)…কালপর্য্যায়মাগতঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (২৫) দিষ্ট্যা নাহং পরাভূতো যুদ্ধে…পি।

উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্ট্যা যুযুৎসতা।
দিষ্ট্যা চাস্মি হতো যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥২৬॥
দিষ্ট্যা চ বোঽহং পশ্যামি মুক্তানস্মাজ্জনক্ষয়াৎ।
স্বস্তিযুক্তাংশ্চ কল্যাংশ্চ তন্মে প্রিয়মনুত্তমম্ ॥২৭॥
মা ভবন্তোঽনুতপ্যন্তাং সৌহৃদান্নিধনেন মে।
যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ ॥২৮॥
মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ॥২৯॥
স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি শোচ্যঃ কথঞ্চন।
কৃতং ভবদ্ভিঃ সদৃশমনুরূপমিবাত্মনঃ।
যতিতং বিজয়ে নিত্যং দৈবন্তু দুরতিক্রমম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

উৎসাহ ইতি। যুযুৎসতা যোদ্ধুমিচ্ছতা। নিহতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাশ্চ যস্য সঃ ॥২৬॥
দিষ্ট্যেতি। স্বস্তিযুক্তান্ কুশলিনঃ, কল্যান্ নিরাময়ান্। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তৎ ॥২৭॥
মেতি। বেদা "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে" ইত্যাদ্যুক্তমূলশ্রুতয়ঃ ॥২৮॥
মন্যেতি। চ্যাবিতঃ পরাঙ্মুখত্ববিধানাদিনা ন ভ্রংশিতঃ ॥২৯॥
স ইতি। স ক্ষত্রধর্ম্মঃ। সদৃশং যোগ্যং কর্ম্ম। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

ভাগ্যবশতঃ আমি যুদ্ধে কোন সঙ্কটের সময়েই পরাঙ্মুখ হই নাই এবং ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মারা বিশেষ ছলপূর্ব্বকই আমাকে নিহত করিয়াছে ॥২৫॥

আমি ভাগ্যবশতই যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যবশতই আমি জ্ঞাতিগণ ও বন্ধুগণ নিহত হওয়ার পরেই নিহত হইয়াছি ॥২৬॥

ভাগ্যবশতই আমি আপনাদিগকে কুশলে ও অক্ষতদেহে এই লোকক্ষয় হইতে মুক্ত দেখিতেছি। তাহা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছে ॥২৭॥

আপনারা আমার মৃত্যুতে সৌহার্দ্দবশতঃ অনুতপ্ত হইবেন না। কারণ, বেদবাক্য যদি প্রমাণ বলিয়া আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি অক্ষয় স্বর্গ জয় করিয়াছি ॥২৮॥

অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব আমি জানি; কিন্তু তথাপি তিনি আমাকে সম্যক্ অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই ॥২৯॥

আমি সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যথাযথভাবে রক্ষা করিয়াছি। অতএব আপনারা

---

(২৭)…স্বস্তিযুক্তাংশ্চ কল্যাণান্…নি। (২৯)…জানমানঃ প্রভাবঞ্চ…নি।

এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।
তূষ্ণীং বভূব রাজেন্দ্র! রুজাসৌ বিহ্বলো ভৃশম্ ॥৩১॥
তথা তু দৃষ্ট্বা রাজানং বাষ্পশোকসমন্বিতম্।
দ্রৌণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহ্নির্জগৎক্ষয়ে ॥৩২॥
স তু ক্রোধসমাবিষ্টঃ পাণৌ পাণিং প্রপীড্য হ।
বাষ্পবিহ্বলয়া বাচা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৩৩॥
পিতা মে নিহতঃ ক্ষুদ্রৈঃ সুনৃশংসেন কর্ম্মণা।
ন তথা তেন তপ্যামি যথা রাজন্! ত্বয়াদ্য বৈ ॥৩৪॥
শৃণু চেদং বচো মহ্যং সত্যেন বদতঃ প্রভো!।
ইষ্টাপূর্ত্তেন দানেন ধর্ম্মেণ সুকৃতেন চ ॥৩৫॥
অদ্যাহং সর্ব্বপাঞ্চালান্ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
সর্ব্বোপায়ৈর্হি নেষ্যামি প্রেতরাজনিবেশনম্।
অনুজ্ঞাস্তু মহারাজ! ভবান্মে দাতুমর্হতি ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতাবদিতি। তূষ্ণীং নীরবঃ, রুজা উরুভঙ্গবেদনয়া ॥৩১॥
তথেতি। রাজানং দুর্য্যোধনম্। দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥৩২॥
স ইতি। স দ্রৌণিঃ। প্রপীড্য নিষ্পিষ্য। রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৩৩॥
পিতেতি। পিতা দ্রোণঃ। ত্বয়া ছলান্নিহতেনেতি ভাবঃ ॥৩৪॥

কোনপ্রকারেই আমার জন্য শোক করিতে পারেন না। আবার আপনারাও নিজেদের অনুরূপ উপযুক্ত কার্য্য সকল করিয়াছেন। তা'র পর আপনারা সর্ব্বদাই জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা দুষ্কর বলিয়া সে জয় হইল না' ॥৩০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধন এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেদনায় বিহ্বল হইয়া, বাষ্পাকুল-নয়নে নীরব হইলেন ॥৩১॥

অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে সেইরূপ শোক ও বাষ্পযুক্ত দেখিয়া, প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥৩২॥

অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, বাষ্পগদ্গদ বাক্যে দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিলেন—॥৩৩॥

'রাজা! ক্ষুদ্র পাঞ্চালেরা অতিনৃশংসভাবে আমার পিতা'কে নিহত করিয়াছে। তাহাতেও আমি সেইরূপ দুঃখিত হই নাই, আজ আপনাকে ছলপূর্ব্বক নিহত করায় যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি ॥৩৪॥

ইতি শ্রুত্বা তু বচনং দ্রোণপুত্রস্য কৌরবঃ।
মনসঃ প্রীতিজননং কৃপং বচনমব্রবীৎ।
আচার্য্য! শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয় ॥৩৭॥
স তদ্বচনমাজ্ঞায় রাজ্ঞো ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
কলসং পূর্ণমাদায় রাজ্ঞোঽন্তিকমুপাগমৎ ॥৩৮॥
তমব্রবীন্মহারাজ! পুত্রস্তব বিশাংপতে!।
মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দ্রোণপুত্রোঽভিষিচ্যতাম্।
সৈনাপত্যেন ভদ্রং তে মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

শৃণ্বিতি। মহ্যং মম। ইষ্টমগ্নিহোত্রাদিকরণম্, পূর্ত্তং জলাশয়াদিনির্ম্মাণঞ্চ তেন। সমাহারদ্বন্দ্বে হ্রস্বস্য দীর্ঘতা। অনয়োঃ প্রমাণন্তু পূর্ব্বমেবোক্তম্। সুকৃতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন। প্রেতরাজ-নিবেশনং যমালয়ম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫—৩৬॥

ইতীতি। কৌরবো দুর্য্যোধনঃ। অয়মপি ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

স ইতি। স কৃপঃ, আজ্ঞায় শ্রুত্বা। পূর্ণং জলেন ॥৩৮॥

তমিতি। সৈনাপত্যেন ইদানীন্তনসেনাপতিভাবেন, ভদ্রং মঙ্গলম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥

প্রভু! অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ, জলাশয় নির্ম্মাণ, দান এবং সমীচীনভাবে সম্পাদিত অন্যান্য ধর্ম্মদ্বারা আমি সত্য শপথ করিতেছি; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। আজ আমি সর্ব্বপ্রকার উপায়ে কৃষ্ণের সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অতএব মহারাজ! আপনি আমাকে সে বিষয়ে অনুমতি দান করুন' ॥৩৫—৩৬॥

কুরুরাজ দুর্য্যোধন মনের প্রীতিজনক অশ্বত্থামার এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৃপাচার্য্যকে বলিলেন—'আচার্য্য! আপনি সত্বর জলপূর্ণ একটী কলস আনয়ন করুন' ॥৩৭॥

তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া, একটী জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া দুর্য্যোধনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৩৮॥

মহারাজ নরনাথ! পরে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কৃপাচার্য্যকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমার আদেশক্রমে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। আপনার মঙ্গল হউক' ॥৩৯॥

(৩৭) তচ্ছ্রুত্বা বচনং দ্রৌণের্ধৃতরাষ্ট্র! তবাত্মজঃ...নি।

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা কৃপঃ শারদ্বতস্ততঃ।
দ্রৌণিং রাজ্ঞো নিয়োগেন সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৪০॥
সোঽভিষিক্তো মহারাজ! পরিষ্বজ্য নৃপোত্তমম্।
প্রযযৌ সিংহনাদেন দিশঃ সর্ব্বা নিনাদয়ন্ ॥৪১॥
দুর্য্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র! শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
তাং নিশাং প্রতিপেদেঽথ সর্ব্বভূতভয়াবহাম্ ॥৪২॥
অপক্রম্য তু তে তূর্ণং তস্মাদায়োধনান্নৃপ!।
শোকসংবিগ্নমনসশ্চিন্তামাপেদিরে ভৃশম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে দ্বিতীয়োঽধ্যায় ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

রাজ্ঞ ইতি। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ। দ্রৌণিমশ্বত্থামানম্ ॥৪০॥

স ইতি। পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য, নৃপোত্তমং দুর্য্যোধনম্ ॥৪১॥

দুর্য্যোধন ইতি। প্রতিপেদে প্রাপ, সর্ব্বভূতভয়াবহাং মহামারীহেতুত্বাৎ ॥৪২॥

অপেতি। অপক্রম্য অপসৃত্য, আয়োধনাদ্রণস্থলাৎ। শোকেন সংবিগ্নানি অস্থিরাণি মনাংসি যেষাং তে, চিন্তামুদ্দেশ্যসাধনোপায়ানাম্ ॥৪৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তাহার পর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনের আদেশ অনুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥৪০॥

মহারাজ! তখন অশ্বত্থামা সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া, রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সিংহনাদে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এদিকে রক্তাক্তদেহ দুর্য্যোধনও সমস্ত প্রাণীর ভয়জনক সেই রাত্রিকাল অতিক্রম করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

রাজা! ক্রমে শোকাকুলচিত্ত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে গুরুতর চিন্তান্বিত হইলেন ॥৪৩॥

(৩৯) ইতঃ পরং 'রাজ্ঞো নিয়োগাদ্যোদ্ধব্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ। বর্ত্ততা ক্ষত্রধর্ম্মেণ হ্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥' শ্লোকোঽয়মধিকঃ বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

(৪৩)...চিন্তাধ্যানপরাভবন্—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

* 'শল্যপর্ব্বণি...পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। শল্যপর্ব্বণি ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ, নি।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে সহিতা বীরাঃ প্রয়াতা দক্ষিণামুখাঃ।
সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং শিবিরাভ্যাসমাগতাঃ ॥১॥
বিমুচ্য বাহাংস্ত্বরিতা ভীতাঃ সমভবংস্তদা।
গহনং দেশমাসাদ্য প্রচ্ছন্না ন্যবিশন্ত তে ॥২॥
সেনানিবেশমভিতো নাতিদূরমবস্থিতাঃ।
নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সমন্তাৎ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য পাণ্ডবানন্বচিন্তয়ন্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং সূর্য্যস্যাস্তগমনসময়ে, শিবিরস্য অভ্যাসং সমীপম্ ॥১॥
বিমুচ্যেতি। বাহান্ রথান্। গহনং তরুলতাদিভির্নিবিড়ম্ ॥২॥
সেনেতি। অভিত আভিমুখ্যেন। নিকৃত্তাঃ কেষুচিদঙ্গেষু কিঞ্চিচ্ছিন্নাঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

* শ্রীগণেশায় নমঃ। পূর্ব্বস্মিন্ পর্ব্বণ্যর্থার্থী কুটুম্বনাশমনু স্বয়মপি নশ্যতীত্যুক্তম্, ইদানীং পরমধর্ম্মানুগো ব্রাহ্মণস্তদ্ধর্ম্মেষ্বপি নিন্দ্যতমং কর্ম্ম করোতীত্যুচ্যতে—ততস্তে সহিতা বীরা ইত্যাদিনা সৌপ্তিকপর্ব্বণি। ততঃ দুর্য্যোধনেন সৈন্যাপতেঽশ্বত্থাম্নোঽভিষেকানন্তরম্, তে অশ্বত্থামকৃপাচার্য্যকৃতবর্ম্মাণঃ, শিবিরাভ্যাসং শিবিরনিকটস্থং দেশম্ আসাদ্য বাহান্ বিমুচ্য

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর সূর্য্যাস্তের সময়ে সেই বীরেরা সম্মিলিত হইয়া, দক্ষিণমুখে যাইতে থাকিয়া, শিবিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

পরে তাঁহারা ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর চলিতে লাগিলেন। ক্রমে এক নিবিড় বনের নিকটে আসিয়া, সেখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন ॥২॥

পরে তাঁহারা শিবিরের অভিমুখে অনতিদূরে একটু দাঁড়াইলেন; তৎকালে তাঁহাদের কোন কোন অঙ্গ সুধার অস্ত্রে একটু একটু ছিন্ন এবং সমস্ত অঙ্গই ক্ষত-বিক্ষত ছিল। এইভাবে তাঁহারা সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, পাণ্ডবগণেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

(১)···উপাস্তমনবেলায়াং···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

* নীলকণ্ঠেন পর্বসংগ্রহাধ্যায়োক্তং বিরোধমনালোচ্য কেবলাদর্শপুস্তকপাঠানুসারেণ প্রাগুক্তমধ্যায়দ্বয়ং শল্যপর্ব্বীয়ং মত্বাষাম ঔদৃশং ব্যাচষ্টে শেতি জ্ঞেয়ম্।

শ্রুত্বা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ।
অনুসারভয়াদ্ভীতাঃ প্রাঙ্‌মুখাঃ প্রাদ্রবন্ পুনঃ ॥৪॥
তে মুহূর্ত্তং ততো গত্বা শ্রান্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ ।
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ ক্রোধামর্ষবশংগতাঃ ।
রাজ্ঞো বধেন সন্তপ্তা মুহূর্ত্তং সমবস্থিতাঃ ॥৫॥
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
অশ্রদ্ধেয়মিদং কর্ম্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয় ! ।
যৎ স নাগাযুতপ্রাণঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥৬॥
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বজ্রসংহননো যুবা ।
পাণ্ডবৈঃ সমরে পুত্রো নিহতো মম সঞ্জয় ! ॥৭॥
ন দিষ্টমভ্যতিক্রান্তং শক্যং গাবল্গণে ! নরৈঃ ।
যৎ সমেত্য রণে পার্থৈঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি । অনুসারভয়াৎ স্বানুগমনাশঙ্কাতঃ । প্রাদ্রবন্ দ্রুতমগচ্ছন্ ॥৪॥

ত ইতি । গত্বা পুনরপি রথারোহণেন, শ্রান্তা বাহা অশ্বা যেষাং তে । নামৃষ্যন্ত নাক্ষমন্ত । ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

অশ্রদ্ধেয়মিতি । অশ্রদ্ধেয়মবিশ্বাস্যম্ । নাগাযুতপ্রাণো দশসহস্রহস্তিতুল্যবলঃ ॥৬॥

অবধ্য ইতি । বজ্রসংহননো বজ্রবদ্দৃঢশরীরঃ, যুবেত্যন্তোপপত্তিঃ পূর্ব্বমুক্তা ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্তবিশস্বেতি যোজনা ॥১—৩॥ অনুসারঃ পৃষ্ঠগমনম্, প্রাদ্রবন্নিতি পুনর্ব্বাহান্ যোজয়িত্বেতি

তদনন্তর তাঁহারা জয়াভিলাষী পাণ্ডবপক্ষের ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিয়া, অনুসরণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্বমুখে চলিতে থাকিলেন ॥৪॥

ক্রমে তাঁহারা তথা হইতে একটুকাল গমন করিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহাদের অশ্বগুলিও পরিশ্রান্ত হইল। তৎকালে সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতার বশবর্ত্তী হইয়া আর ক্ষমা করিবার অভিপ্রায় করিলেন না। দুর্য্যোধনের বধে সন্তপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই কিছুকাল দাঁড়াইলেন' ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয় ! ভীম যে এই কার্য্যটা করিল ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ছিল। তাঁহাকেই সে নিপাতিত করিল ! ॥৬॥

সঞ্জয় ! বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর ও যুবক আমার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত প্রাণীরই অবধ্য ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবেরা যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করিল ! ॥৭॥

অদ্রিসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় ।।
হতং পুত্রশতং শ্রুত্বা যন্ন দীর্ণং সহস্রধা ॥৯॥
কথং হি বৃদ্ধমিথুনং হতপুত্রং ভবিষ্যতি ।
ন হ্যহং পাণ্ডবেয়স্য বিষয়ে বস্তুমুৎসহে ॥১০॥
কথং রাজ্ঞঃ পিতা ভূত্বা স্বয়ং রাজা চ সঞ্জয় ।।
প্রেষ্যভূতঃ প্রবর্ত্তেয়ং পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ ॥১১॥
আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং সর্ব্বাং স্থিত্বা মূর্দ্ধনি সঞ্জয় ।।
কথমদ্য ভবিষ্যামি প্রেষ্যভূতো দুরন্তকৃৎ ॥১২॥
কথং ভীমস্য বাক্যানি শ্রোতুং শক্ষ্যামি সঞ্জয় ।।
যেন পুত্রশতং পূর্ণমেকেন নিহতং মম ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। দিষ্টং দৈবম্। হে গাবল্গণে! গবল্গণপুত্র! সঞ্জয়! ॥৮॥
অদ্রীতি। অদ্রিসারময়ং লৌহময়ম্। নূনং নিশ্চিতম্ ॥৯॥
কথমিতি। কথং কীদৃশম্, বৃদ্ধয়োরাবয়োর্মিথুনং দ্বয়ম্। বিষয়ে দেশে ॥১০॥
কথমিতি। প্রেষ্যভূতো দাসস্বরূপঃ। শাসনাদাদেশাৎ ॥১১॥
আজ্ঞাপ্যেতি। মূর্দ্ধনি রাজ্ঞাং শিরসি। দুরন্তকৃৎ দুষ্করকার্য্যকারী ॥১২॥
অত্যন্তমসহ্যং বিষয়মাহ কথমিতি। পূর্ণম্, ন ন্যূনমিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

সঞ্জয়! মানুষ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেনা। যেহেতু পাণ্ডবেরা যাইয়া আমার সেই পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছে ॥৮॥

সঞ্জয়! আমার হৃদয়টা নিশ্চয়ই লৌহময়। যেহেতু একশত পুত্রকে নিহত শুনিয়াও সে হৃদয় সহস্রভাগে বিদীর্ণ হয় নাই ॥৯॥

এই হতপুত্র বৃদ্ধদম্পতির কি অবস্থা হইবে? আমি ত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে বাস করিতে পারিব না ॥১০॥

সঞ্জয়! আমি রাজার পিতা এবং নিজেও রাজা হইয়া কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের আদেশে দাসের ন্যায় কার্য্য করিব ॥১১॥

সঞ্জয়! সমগ্র পৃথিবীর উপরে আদেশ চালাইয়া এবং সমস্ত রাজার মস্তকের উপরে থাকিয়া, এখন কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের দাসের ন্যায় হইয়া চলিব ॥১২॥

হায়, সঞ্জয়! যে ভীম একক আমার পূর্ণ একশত পুত্রকে নিহত করিয়াছে; আমি কি প্রকারে সেই ভীমের বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হইব ॥১৩॥

(১২) প্রভুজ্য পৃথিবীং⋯নি।

কৃতং সত্যং বচস্তস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
অকুর্ব্বতা বচস্তেন মম পুত্রেণ সঞ্জয়! ॥১৪॥
অধর্ম্মেণ হতে তাত! পুত্রে দুর্য্যোধনে মম।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়! ॥১৫॥

সঞ্জয় উবাচ।

গত্বা তু তাবকা রাজন্! নাতিদূরমবস্থিতাঃ।
অপশ্যন্ত বনং ঘোরং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥১৬॥
তে মুহূর্ত্তন্তু বিশ্রম্য লব্ধতোয়ৈর্হয়োত্তমৈঃ।
সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং সমাসেদুর্মহদ্বনম্ ॥১৭॥
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং নানাপক্ষিগণাবৃতম্।
নানাদ্রুমলতাচ্ছন্নং নানাব্যালনিষেবিতম্ ॥১৮॥
নানাতোয়ৈঃ সমাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্।
পদ্মিনীশতসংছন্নং নীলোৎপলসমাযুতম্ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি। অকুর্ব্বতা অরক্ষতা, বচো বিদুরস্য, তেন দুর্য্যোধনেন ॥১৪॥
অধর্ম্মেণেতি। অধর্ম্মেণ নাভেরধো গদাঘাতনিষেধাতিক্রমেণ। দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥১৫॥
গত্বেতি। তাবকাস্ত্বৎপক্ষীয়াঃ কৃপ-কৃতবর্ম্মাশ্বত্থামানঃ ॥১৬॥
ত ইতি। সমাসেদুর্জগ্মুঃ। মৃগাণাং পশূনাং গণৈঃ, জুষ্টং সেবিতম্। নানাব্যালৈঃ সর্পৈর্নিষেবিতম। পদ্মিনীনাং পদ্মসরসানাং শতেন সংছন্নং ব্যাপ্তম্ ॥১৭—১৯॥

সঞ্জয়! আমার পুত্র সেই দুর্য্যোধন বিদুরের বাক্য রক্ষা না করিয়া, সেই মহাত্মা বিদুরের বাক্যগুলিকে সত্য করিয়াছে ॥১৪॥

বৎস সঞ্জয়! ভীম আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে অন্যায়ভাবে নিহত করিলে, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন'? ॥১৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! আপনার পক্ষের সেই তিন মহাবীর অনতিদূরে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও লতায় আবৃত ভয়ঙ্কর একটী বন দেখিলেন ॥১৬॥

তাঁহারা সেইস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, উত্তম অশ্বগুলি জলপানে সুস্থ হইলে, গমন করিতে থাকিয়া, সন্ধ্যাকালে বহু পুষ্পশোভিত সেই বিশাল বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বনে নানাবিধ পশু ও পক্ষী বিচরণ করিতেছিল; নানাবিধ বৃক্ষলতা অবস্থিত ছিল; বহুবিধ সর্প অবস্থান করিতেছিল এবং বহুতর জলাশয় ছিল। সেগুলিতে আবার অনেক পদ্ম ও নীলোৎপল প্রকাশ পাইতেছিল ॥১৭—১৯॥

প্রবিশ্য তদ্বনং ঘোরং বীক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
শাখাসহস্রসংছন্নং ন্যগ্রোধং দদৃশুস্ততঃ ॥২০॥
উপেত্য তু তদা রাজন্! ন্যগ্রোধং তে মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠং তং বৈ বনস্পতিম্ ॥২১॥
তেঽবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ বিপ্রমুচ্য চ বাজিনঃ।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং সন্ধ্যামন্বাসত প্রভো! ॥২২॥
ততোঽস্তং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমনুপ্রাপ্তে দিবাকরে।
সর্বস্য জগতো ধাত্রী শর্বরী সমপদ্যত ॥২৩॥
গ্রহনক্ষত্রতারাভিঃ প্রকীর্ণাভিরলঙ্কৃতম্।
নভোঽংশুকমিবাভাতি প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রবিশ্যেতি। সমন্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু। ন্যগ্রোধং বটবৃক্ষম্ ॥২০॥
উপেত্যেতি। দ্বিপদাং মানুষাণাম্। বনস্পতিং বৃক্ষম্ ॥২১॥
ত ইতি। উপস্পৃশ্য আচম্য, অন্বাসত উপাসত ॥২২॥
তত ইতি। ধাত্রী বিশ্রামকালতয়া রক্ষিত্রী, শর্ব্বরী রাত্রিঃ, সমপদ্যত সমজায়ত ॥২৩॥
গ্রহেতি। গ্রহা মঙ্গলাদয়ঃ নক্ষত্রাণি ধ্রুবাদীনি তারাস্তদিতরাণি ক্ষুদ্রাকারাণি জ্যোতীংষি তাভিঃ, প্রকীর্ণাভিরিতস্ততো বিক্ষিপ্তাভিঃ। অংশুকং বিচিত্রং নীলবস্ত্রম্ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গম্যতে ॥৪॥ নামৃষ্যন্ত ন পরামৃষ্টবন্তঃ, রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য ॥৫—২১॥ অন্বাসত উপাসিতবন্তঃ ॥২২—২৩॥

তাহার পর কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশপূর্ব্বক সকলদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, বহুশাখাসমাবৃত এক বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥২০॥

রাজা! মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই মহারথেরা তখন সেই বটবৃক্ষের নিকটে যাইয়া, সেই বৃক্ষেরই অবস্থা কিয়ৎকাল দর্শন করিলেন ॥২১॥

রাজা! তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া, ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, আচমন করিয়া যথানিয়মে সন্ধ্যোপাসনা করিলেন ॥২২॥

তাহার পর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে, সমস্ত জগতের রক্ষক রাত্রিকাল উপস্থিত হইল ॥২৩॥

ক্রমে নানাস্থানে বিকীর্ণ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণে সুশোভিত গগনমণ্ডল সুন্দর সুন্দর সূত্রপুষ্পখচিত নীলবস্ত্রের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৪॥

---

(১৯) নানাতোয়সমাকীর্ণৈস্তটাকৈরুপশোভিতম্…নি।

ইচ্ছয়া তে প্রবল্গন্তি যে সত্ত্বা রাত্রিচারিণঃ।
দিবাচরাশ্চ যে সত্ত্বাস্তে নিদ্রাবশমাগতাঃ ॥২৫॥
রাত্রিঞ্চরাণাং সত্ত্বানাং নির্ঘোষোঽভূৎ সুদারুণঃ।
ক্রব্যাদাশ্চ প্রমুদিতা ঘোরাঃ প্রাপ্তা চ শর্ব্বরী ॥২৬॥
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিরুপোপবিবিশুঃ সমম্ ॥২৭॥
তত্রোপবিষ্টাঃ শোচন্তো ন্যগ্রোধস্য সমীপতঃ।
তমেবার্থমতিক্রান্তং কুরুপাণ্ডবয়োঃ ক্ষয়ম্ ॥২৮॥
নিদ্রয়া চ পরীতাঙ্গা নিষেদুর্ধরণীতলে।
শ্রমেণ সুদৃঢ় যুক্তা বিক্ষতা বিবিধৈঃ শরৈঃ ॥২৯॥
ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপভোজৌ মহারথৌ।
সুখোচিতাবদুঃখার্হৌ নিষণ্ণৌ ধরণীতলে ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ইচ্ছয়েতি। প্রবল্গন্তি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তি, সত্ত্বাঃ পেচকাদয়ঃ প্রাণিনঃ ॥২৫॥
রাত্রিমিতি। ক্রব্যাদা মাংসভোজিনঃ প্রাণিনঃ, প্রাপ্তা উপস্থিতা ॥২৬॥
তস্মিন্নিতি। রাত্রিমুখে প্রদোষকালে। উপোপবিবিশুঃ নিকটে উপবিষ্টবন্তঃ ॥২৭॥
তত্রেতি। উপবিষ্টা আসন্নিতি শেষঃ। অর্থং বিষয়ম্ ॥২৮॥
নিদ্রয়েতি। পরীতাঙ্গা ব্যাপ্ততয়া অলসগাত্রাঃ; নিষেদুরবতস্থিরে ॥২৯॥
তত ইতি। কৃপশ্চ ভোজো ভোজবংশীয়ঃ কৃতবর্ম্মা চ তৌ। নিষণ্ণৌ শয়িতৌ ॥৩০॥

যে সকল প্রাণী রাত্রিতে বিচরণ করে, তাহারা ইচ্ছা অনুসারে নানাবিধ কার্য্য করিতে থাকিল; আর দিবসচারী প্রাণীরা নিদ্রিত হইয়া পড়িল ॥২৫॥

ক্রমশঃ গভীর রাত্রিকাল উপস্থিত হইল; তখন রাত্রিচারী প্রাণিগণের অতিদারুণ কোলাহল হইতে লাগিল এবং মাংসভোজী প্রাণীরা আনন্দিত হইল ॥২৬॥

সেই ভয়ঙ্কর প্রদোষকালে দুঃখে ও শোকে আকুল কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা সমানভাবে নিকটে নিকটে উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

তাঁহারা বটবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করিয়া অতীত কৌরব ও পাণ্ডবগণের ক্ষয়বিষয়ে শোক করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

নানাবিধ বাণে ক্ষতবিক্ষত দেহ, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং নিদ্রাগমনিবন্ধন অলসগাত্র সেই বীরেরা কিয়ৎকাল ভূতলে অবস্থান করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর সুখভোগে অভ্যস্ত এবং দুঃখভোগের অযোগ্য মহারথ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

তৌ তু সুপ্তৌ মহারাজ! শ্রমশোকসমন্বিতৌ।
মহার্হশয়নোপেতৌ ভূমাবেব হ্যনাথবৎ ॥৩১॥
ক্রোধামর্ষবশং প্রাপ্তো দ্রোণপুত্রস্তু ভারত!।
নৈব স্ম স জগামাথ নিদ্রাং সর্প ইব শ্বসন্ ॥৩২॥
ন লেভে স তু নিদ্রাং বৈ দহ্যমানো হি মন্যুনা।
বীক্ষাঞ্চক্রে মহাবাহুস্তদ্বনং ঘোরদর্শনম্ ॥৩৩॥
বীক্ষমাণো বনোদ্দেশং নানাসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্।
অপশ্যত মহাবাহুর্ন্যগ্রোধং বায়সৈর্বৃতম্ ॥৩৪॥
তত্র কাকসহস্রাণি তাং নিশাং পর্য্যণায়য়ন্।
সুখং স্বপন্তি কৌরব্য! পৃথক্ পৃথগপাশ্রয়াঃ ॥৩৫॥
সুপ্তেষু তেষু কাকেষু বিশ্রব্ধেষু সমন্ততঃ।
সোঽপশ্যৎ সহসায়ান্তমুলূকং ঘোরদর্শনম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। মহার্হশয়নোপেতৌ পূর্ব্বং প্রাপ্তমহামূল্যশয্যৌ ॥৩১॥
ক্রোধেতি। ক্রোধশ্চ অমর্ষঃ অসহিষ্ণুতা চ তয়োর্বশমধীনতাম্ ॥৩২॥
নেতি। মন্যুনা ক্রোধানলেন। বীক্ষাঞ্চক্রে দদর্শ ॥৩৩॥
বীক্ষেতি। নানাসত্ত্বৈর্বিবিধপ্রাণিভিঃ। ন্যগ্রোধং তমেব বটবৃক্ষম্ ॥৩৪॥
তত্রেতি। পর্য্যণায়য়ন্ অত্যক্রামন্। অপাশ্রয়া অবস্থিতাঃ ॥৩৫॥

মহারাজ! যাঁহারা পূর্ব্বে মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সেই কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাই শ্রান্ত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া, অনাথের ন্যায় ভূতলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥৩১॥

কিন্তু ভরতনন্দন! ক্রোধে ও অসহিষ্ণুতায় অধীরচিত্ত অশ্বত্থামা সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলেন না ॥৩২॥

মহাবাহু অশ্বত্থামা ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তদনন্তর মহাবাহু অশ্বত্থামা নানাপ্রাণিগণে পরিপূর্ণ সেই বনপ্রদেশ দর্শন করিতে থাকিয়া, ক্রমে কাকপরিবৃত বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

কৌরবনন্দন! সহস্র সহস্র কাক সেই বটবৃক্ষে থাকিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিত এবং সেই বটবৃক্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া সুখে নিদ্রা যাইত ॥৩৫॥

---

(৩৫)...তাং নিশাং পর্য্যণাময়ন্...পি নি।...সুখং স্বপন্তঃ কৌরব্য!...নি।

মহাস্বনং মহাকায়ং হর্য্যক্ষং বভ্রুপিঙ্গলম্ ।
সুদীর্ঘঘোণানখরং সুপর্ণমিব বেগিতম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
সোঽথ শব্দং মৃদুং কৃত্বা লীয়মান ইবাণ্ডজঃ ।
ন্যগ্রোধস্য ততঃ শাখাং প্রার্থয়ামাস ভারত ! ॥৩৮॥
সন্নিপত্য তু শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিহঙ্গমঃ ।
সুপ্তান্ জঘান সুবহূন্ বায়সান্ বায়সান্তকঃ ॥৩৯॥
কেষাঞ্চিদচ্ছিনৎ পক্ষান্ শিরাংসি চ চকর্ত্ত হ ।
চরণাংশ্চৈব কেষাঞ্চিদ্বভঞ্জ চরণায়ুধঃ ।
ক্ষণেনাহত্য বলবান্ যেঽস্য দৃষ্টিপথে স্থিতাঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্তেম্বিতি। বিশ্রব্ধেষু বিশ্বস্তেষু। উলূকং পেচকম্। হর্য্যক্ষং পিঙ্গলনেত্রম্, বভ্রুপিঙ্গলং কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণম্। সুদীর্ঘা ঘোণা নাসিকা নখরাশ্চ যস্য তম্ ॥৩৬—৩৭॥

স ইতি। লীয়মানো লুক্কায়িত ইব। অণ্ডজঃ পক্ষী পেচকঃ ॥ শাখাং গন্তুম্ ॥৩৮॥

সন্নিতি। বিহঙ্গমঃ পক্ষী পেচকঃ। বায়সান্ কাকান্ ॥৩৯॥

কেষাঞ্চিদিতি। চকর্ত্ত চিচ্ছেদ। চরণায়ুধঃ পেচকঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

অলঙ্কৃতং রজতবিন্দুচিত্রিতম্ অংশুকং বস্ত্রম্ ॥২৪—৩০॥ শয়নোপেতৌ প্রাগিতি শেষঃ ॥৩১—৩৪॥ পর্য্যণাময়ন্ পরিণীতবন্ত আসন্ ॥৩৫—৩৬॥ হর্য্যক্ষং হরিন্মণিনিভলোচনং,

---

অশ্বত্থামা দেখিলেন—বিশ্বস্তচিত্ত সেই কাকগণ সকলদিকে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, ভীষণমূর্ত্তি ও গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ একটা পেচক হঠাৎ সেইস্থানে আগমন করিতে লাগিল; তাহার কণ্ঠস্বর বৃহৎ, শরীর বিশাল, নয়নযুগল পিঙ্গলবর্ণ, শরীরটাও কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ এবং নাসিকা ও নখগুলি অতিদীর্ঘ ছিল ॥৩৬—৩৭॥

ভরতনন্দন! তাহার পর সেই পেচক যেন লুক্কায়িত থাকিয়া মৃদু মৃদু রব করিয়া বটবৃক্ষের শাখাগুলিতে পড়িবার ইচ্ছা করিল ॥৩৮॥

ক্রমে সেই কাকহন্তা পেচক বটবৃক্ষের শাখায় পতিত হইয়া বহুতর নিদ্রিত কাক বিনাশ করিল ॥৩৯॥

বলবান্ সেই পেচকের দৃষ্টিপথে যতগুলি কাক পতিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কতকগুলির পক্ষ ছেদন করিল; কতকগুলির মাথা কাটিয়া ফেলিল এবং কতকগুলির চরণ ভগ্ন করিল ॥৪০॥

---

(৩৭)…সুতীক্ষ্ণঘোণানখরং…নি। (৩৮)…পাতয়ামাস ভারত!—নি। (৪০)…ক্ষণেনায়ৎ স বলবান্…নি।

তেষাং শরীরাবয়বৈঃ শরীরৈশ্চ বিশাংপতে!।
ন্যগ্রোধমণ্ডলং সর্ব্বং সংছন্নং সর্ব্বতোঽভবৎ ॥৪১॥
তাংস্তু হত্বা ততঃ কাকান্ কৌশিকো মুদিতোঽভবৎ।
প্রতিকৃত্য যথাকামং শত্রূণাং শত্রুসূদনঃ ॥৪২॥
তদ্দৃষ্ট্বা সোপধং কর্ম্ম কৌশিকেন কৃতং নিশি।
তদ্ভাবে কৃতসঙ্কল্পো দ্রৌণিরেকোঽম্বচিন্তয়ৎ ॥৪৩॥
উপদেশঃ কৃতোঽনেন পক্ষিণা মম সংযুগে।
শত্রূণাং ক্ষয়ণে যুক্তঃ প্রাপ্তকালশ্চ মে মতঃ ॥৪৪॥
নাদ্য শক্যা ময়া হন্তুং পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
বলবন্তঃ কৃতোৎসাহা লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। ন্যগ্রোধস্য বটবৃক্ষস্য মণ্ডলং গোলাকারঃ অধোদেশঃ ॥৪১॥

তানিতি। কৌশিকঃ পেচকঃ। প্রতিকৃত্য প্রতীকারং বিধায় ॥৪২॥

তদিতি। সোপধং ছলপ্রযুক্তম্, কৌশিকেন পেচকেন। তদ্ভাবে তৎপ্রকারেণ শত্রুসংহারে, কৃতসঙ্কল্পঃ কৌশিকব্যাপারস্য তদ্ভাবকত্বাৎ ॥৪৩॥

উপেতি। ক্ষয়ণে ক্ষয়করণে, যুক্তো যোগ্যঃ, প্রাপ্তকাল এতৎকালোচিতঃ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘোণা নাসা, নখরন্তীক্ষ্ণনখঃ ॥৩৭—৪২॥ সোপধং সকপটম্ ॥৪৩॥ তদ্ভাবে কপটভাবে। উপদেশ ইতি। দুর্জ্জনাচরিতং মার্গং প্রমাণং কুর্ব্বতে খলাঃ। বিশ্বস্তান্ হিংসিতুং দ্রৌণিকলুকমকরোদ্গুরুম্ ॥৪৪—৬৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭॥

নরনাথ! সেই কাকগুলির শরীর ও অঙ্গসকল পতিত হওয়ায় বটবৃক্ষের তলদেশ আবৃত হইয়া গেল ॥৪১॥

শত্রুহন্তা পেচক সেই কাকগণকে বিনাশপূর্ব্বক ইচ্ছা অনুসারে শত্রুপক্ষের প্রতীকার করিয়া আনন্দ লাভ করিল ॥৪২॥

পেচক ছলকৌশলে সেই কার্য্য করিল দেখিয়া, সেই প্রকারেই শত্রুসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, একাকী অশ্বত্থামা চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥৪৩॥

এই পক্ষীটা শত্রুসংহারবিষয়ে উপযুক্ত উপদেশই আমাকে দিয়াছে এবং আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, এই উপদেশ এই সময়ের যোগ্যও বটে ॥৪৪॥

(৪৪)··· শত্রূণাং ক্ষপণং যুক্তং প্রাপ্তঃ কালশ্চ···নি।

রাজ্ঞঃ সকাশে তেষাঞ্চ প্রতিজ্ঞাতো বধো ময়া।
পতঙ্গাগ্নিসমাং বৃত্তিমাস্থায়াত্মবিনাশিনীম্ ॥৪৬॥
ন্যায়তো যুধ্যমানস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ।
ছদ্মনা তু ভবেৎ সিদ্ধিঃ শত্রূণাঞ্চ ক্ষয়ো মহান্ ॥৪৭॥
তত্র সংশয়িতাদর্থাদ্‌যোঽর্থো নিঃসংশয়ো ভবেৎ।
তং জনা বহু মন্যন্তে যে চ শাস্ত্রবিশারদাঃ ॥৪৮॥
যচ্চাপ্যত্র ভবেদ্‌বাচ্যং গর্হিতং লোকনিন্দিতম্।
কর্ত্তব্যং তন্মনুষ্যেণ ক্ষত্রধর্ম্মেণ বর্ত্ততা ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ন শক্যা ন্যায়যুদ্ধেন, জিতকাশিনো বিজয়শোভিনঃ ॥৪৫॥

রাজ্ঞ ইতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য। পতঙ্গাগ্নিসমামগ্নিবিনাশে পতঙ্গেন কৃতা প্রতিজ্ঞা যথা তদ্বিনাশিনী ভবেৎ তথেত্যর্থঃ ॥৪৬॥

ন্যায়ত ইতি। যুধ্যমানস্য মম, প্রাণত্যাগঃ, তেষাং প্রবলত্বাদ্বাহুল্যাচ্চেতি ভাবঃ ॥৪৭॥

তত্রেতি। অর্থাদ্বিষয়াৎ, অর্থো বিষয়ঃ। বহু মন্যন্তে আদ্রিয়ন্তে ॥৪৮॥

উক্তার্থে লোকনিন্দামাশঙ্ক্যাহ যদিতি। বর্ত্ততা বর্ত্তমানেন ॥৪৯॥

বর্ত্তমান সময়ে পাণ্ডবেরা বলবান, উৎসাহী ও বিজয়শোভী বলিয়া লক্ষ্য পাইলেই প্রহার করিতে থাকিবে; সুতরাং আমি ন্যায়যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইব না ॥৪৫॥

অথচ আমি রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু অগ্নিবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিলে, পতঙ্গের (ফড়িংএর) যেমন আত্মবিনাশেরই সম্ভাবনা হয়, তেমন ঐ প্রতিজ্ঞায় আমার আত্মবিনাশেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে ॥৪৬॥

অতএব ন্যায়ভাবে যুদ্ধ করিলে, আমাকে যে প্রাণত্যাগই করিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর ছলক্রমে যুদ্ধ করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কেননা তাহাতে শত্রুপক্ষের গুরুতর ক্ষয় হইবে ॥৪৭॥

সুতরাং সন্দিগ্ধবিষয় ও নিশ্চিতবিষয় এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা নিশ্চিত বিষয়ই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৪৮॥

এই জগতে যে কার্য্য বাস্তবিক গর্হিত বলিয়া লোকসমাজে নিন্দাই হয়, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাহাও কর্ত্তব্য ॥৪৯॥

(৪৬) রাজ্ঞঃ সকাশাত্তেষাঞ্চ··· পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

নিন্দিতানি চ সর্ব্বাণি কুৎসিতানি পদে পদে।
সোপধানি কৃতান্যেব পাণ্ডবৈরকৃতাত্মভিঃ ॥৫০॥
অস্মিন্নর্থে পুরা গীতা শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মচিন্তকৈঃ।
শ্লোকা ন্যায়মবেক্ষদ্ভিস্তত্ত্বার্থাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥৫১॥
পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে বা ভুঞ্জানে বাপি শত্রুভিঃ।
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রহর্ত্তব্যং রিপোর্ব্বলম্ ॥৫২॥
নিদ্রার্ত্তমর্দ্ধরাত্রে চ তথা নষ্টপ্রণায়কম্।
ভিন্নযোধং বলং যচ্চ দ্বিধাযুক্তঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥৫৩॥
ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে সুপ্তানাং নিশি মারণে।
পাণ্ডূনাং সহ পাঞ্চালৈর্দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানামপি তৎকরণমাহ নিন্দিতানীতি। সোপধানি সচ্ছলানি, অকৃতাত্মভিরশিক্ষিতবুদ্ধিভিঃ ॥৫০॥

অস্মিন্নর্থে প্রাচীনসংবাদমাহ অস্মিন্নিতি। অবেক্ষদ্ভিঃ পশ্যদ্ভিঃ, তত্ত্বার্থা যথার্থার্থাঃ ॥৫১॥

তান্ শ্লোকানাহ পরীতি। বিদীর্ণে ভগ্নসন্ধে। প্রস্থানে পলায়নে, প্রবেশে গুহাদৌ ॥৫২॥

নিদ্রেতি। নষ্টাঃ প্রণায়কাঃ প্রধানবীরা যস্য তৎ। ভিন্নাঃ সঙ্ঘচ্যুতা যোধা যস্য তৎ, দ্বিধাযুক্তং যুদ্ধমিদানীং কর্ত্তব্যং নবেতি সন্দিগ্ধম্, তদপি প্রহর্ত্তব্যমিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫৩॥

ইতীতি। পাণ্ডূনাং পাণ্ডবানাম্ ॥৫৪॥

অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি পাণ্ডবেরাও ত ছল করিয়াই পদে পদে ঘৃণিত ও নিন্দিত কার্য্যসকল করিয়াছে ॥৫০॥

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মচিন্তাকারী, ন্যায়দর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ লোকেরাও এই বিষয়েই কতকগুলি শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন; তাহা আমরা শুনিয়া থাকি—॥৫১॥

শত্রুসৈন্য—পরিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনপ্রবৃত্ত, পলায়মান ও কোন অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, বিপক্ষেরা তাহাদের উপরে প্রহার করিবে ॥৫২॥

এবং শত্রুসৈন্য অর্দ্ধরাত্রকালে নিদ্রিত হইলে কিংবা প্রধান যোদ্ধারা নিহত বা নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে, অথবা যোদ্ধারা সঙ্ঘচ্যুত হইয়া পড়িলে কিংবা 'এখন যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না' এইরূপ সংশয়াপন্ন হইলে, তখনও তাহাদের উপরে প্রহার করিবে' ॥৫৩॥

প্রতাপশালী অশ্বত্থামা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, পাঞ্চালগণের সহিত পাণ্ডবগণের সেই রাত্রিকালে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করিলেন ॥৫৪॥

(৫১)···শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মবিত্তমৈঃ···নি।

স ক্রূরাং মতিমাস্থায় বিনিশ্চিত্য মুহুর্মুহুঃ।
সুপ্তৌ প্রাবোধয়ন্তৌ তু মাতুলং ভোজমেব চ ॥৫৫॥
তৌ প্রবুদ্ধৌ মহাত্মানৌ কৃপভোজৌ মহাবলৌ।
নোত্তরং প্রত্যপদ্যেতাং তত্র যুক্তং হ্রিয়াবৃতৌ ॥৫৬॥
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পবিহ্বলমব্রবীৎ।
হতো দুর্য্যোধনো রাজা একবীরো মহাবলঃ।
যস্যার্থে বৈরমস্মাভিরাসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥৫৭॥
একাকী বহুভিঃ ক্ষুদ্রৈরাহবে শুদ্ধবিক্রমঃ।
পাতিতো ভীমসেনেন একাদশচমূপতিঃ ॥৫৮॥
বৃকোদরেণ ক্ষুদ্রেণ সুনৃশংসমিদং কৃতম্।
মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ পাদেন পরিমৃদ্নতা ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সুপ্তৌ নিদ্রিতৌ, মাতুলং কৃপম্, ভোজং কৃতবর্ম্মাণম্ ॥৫৫॥
তাবিতি। প্রবুদ্ধৌ জাগরিতৌ। প্রত্যপদ্যেতামকুরুতাম্, হ্রিয়া লজ্জয়া ॥৫৬॥
স ইতি। সঃ অশ্বত্থামা। একবীরঃ অদ্বিতীয়বীরঃ। আসক্তং প্রবর্ত্তিতম্। ষট্‌পাদঃ ॥৫৭॥
একাকীতি। একাকী নিঃসহায়ঃ। একাদশচমূপতিরেকাদশাক্ষৌহিণীসৈন্যপতিঃ ॥৫৮॥
বৃকোদরেণেতি। সুনৃশংসমতীবনিষ্ঠুরম্। যথাবিধি মূর্দ্ধনি অভিষিক্তস্য রাজ্ঞঃ ॥৫৯॥

অশ্বত্থামা এইরূপ হিংস্রবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বার বার ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া, নিদ্রিত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন ॥৫৫॥

তখন মহাত্মা ও মহাবল কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা জাগরিত হইয়া সেই বিষয় শুনিয়া, লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না ॥৫৬॥

অশ্বত্থামা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, বাষ্পগদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন—'আমরা যাঁহার জন্য পাণ্ডবগণের সহিত শক্রতা ঘটাইয়াছি; সেই অদ্বিতীয় বীর ও মহাবল রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন ॥৫৭॥

যথার্থ বিক্রমশালী একাকী রাজা দুর্য্যোধন বহুতর নীচাশয়কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন; পরে সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি দুর্য্যোধনকে ভীমসেন নিপাতিত করিয়াছে ॥৫৮॥

নীচাশয় ভীমসেন চরণদ্বারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক মর্দ্দন করিয়া অতিনৃশংসের কার্য্য করিয়াছে ॥৫৯॥

(৫৬)…নোত্তরং প্রতিপদ্যেতাং…বঙ্গ বর্দ্ধ নি। (৫৭)…তাবুভৌ বাক্যমব্রবীৎ নি (৫৯)… পাদেন পরিমর্দ্দতা…পি।

বিনর্দ্দন্তি চ পাঞ্চালাঃ ক্ষ্বেড়ন্তি চ হসন্তি চ।
ধমন্তি শঙ্খান্ শতশো হৃষ্টা ঘ্নন্তি চ দুন্দুভীন্ ॥৬০॥
বাদিত্রঘোষস্তুমুলো বিমিশ্রঃ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
অনিলেনেরিতো ঘোরো দিশঃ পূরয়তীব হ ॥৬১॥
অশ্বানাং হেষমাণানাং গজানাঞ্চৈব বৃংহতাম্।
সিংহনাদশ্চ শূরাণাং শ্রূয়তে সুমহানয়ম্ ॥৬২॥
দিশং প্রাচীং সমাশ্রিত্য হৃষ্টানাং গচ্ছতাং ভৃশম্।
রথনেমিস্বনাশ্চৈব শ্রূয়ন্তে লোমহর্ষণাঃ ॥৬৩॥
পাণ্ডবৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যদিদং কদনং কৃতম্।
বয়মেব ত্রয়ঃ শিষ্টা অস্মিন্মহতি বৈশসে ॥৬৪॥
কেচিন্নাগশতপ্রাণাঃ কেচিৎ সর্ব্বাস্ত্রকোবিদাঃ।
নিহতাঃ পাণ্ডবেয়ৈস্তে মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

বিনর্দ্দন্তীতি। ক্ষ্বেড়ন্তি সিংহনাদং কুর্ব্বন্তি। ধমন্তি বাদয়ন্তি। ঘ্নন্তি তাড়য়ন্তি ॥৬০॥
বাদিত্রেতি। অনিলেন বায়ুনা, ঈরিতঃ সঞ্চালিতঃ ॥৬১॥
অশ্বানামিতি। হেষমাণানাং হেষারবং কুর্ব্বতাম্, বৃংহতাং বৃংহিতধ্বনিং কুর্ব্বতাম্ ॥৬২॥
দিশমিতি। রথানাং নেমিস্বনাশ্চক্রপ্রান্তশব্দাঃ ॥৬৩॥
পাণ্ডবৈরিতি। কদনং মহামারী। শিষ্টা অবশেষাঃ স্মঃ, বৈশসে হিংসায়াম্ ॥৬৪॥
কেচিদিতি। নাগশতপ্রাণাঃ শতহস্তিবলতুল্যবলাঃ। পর্য্যয়ং পরিবর্ত্তনম্ ॥৬৫॥

তাহাতে পাঞ্চালেরা আনন্দিত হইয়া গর্জন করিতেছে, সিংহনাদ করিতেছে এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইতেছে ॥৬০॥

শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত সেই তুমুল বাদ্যধ্বনি বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া, সমস্তদিকই যেন পূর্ণ করিতেছে ॥৬১॥

অশ্বগণের বিশাল হেষারব, হস্তিগণের বৃহৎ বৃংহিতধ্বনি এবং বীরগণের গুরুতর সিংহনাদ এই শুনা যাইতেছে ॥৬২॥

পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে; তাহাতে তাহাদের রথচক্রের লোমহর্ষণ শব্দ শুনা যাইতেছে ॥৬৩॥

পাণ্ডবেরা কৌরবপক্ষের এই যে মহামারী ঘটাইয়াছে; সেই মহামারী ব্যাপারে এখন আমরাই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৬৪॥

(৬০)…ক্ষ্বেলন্তি চ হসন্তি চ…নি।

এবমেতেন ভাব্যং হি নূনং কার্য্যেণ তত্ত্বতঃ।
যথা হ্যস্যেদৃশী নিষ্ঠা কৃতে কার্য্যেঽপি দুষ্করে ॥৬৬॥
ভবতোস্তু যদি প্রজ্ঞা ন মোহাদপনীয়তে।
ব্যসনেঽস্মিন্মহত্যর্থে যন্নঃ শ্রেয়স্তদুচ্যতাম্ ॥৬৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং তৃতীয়োঽধ্যায় ॥০॥ *

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

কৃপ উবাচ।
শ্রুতন্তে বচনং সর্ব্বং যদ্‌যদুক্তং ত্বয়া বিভো!।
মমাপি তু বচঃ কিঞ্চিচ্ছৃণুষ্বাদ্য মহাভুজ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। এতেন মৎসঙ্কল্পিতেন, কার্য্যেণ পাণ্ডবপক্ষাণাং গুপ্তহত্যাকর্ম্মণা। ভাব্যং দৈবাদেব ভবিতব্যম্। অস্য যুদ্ধস্য, নিষ্ঠা পরিসমাপ্তির্ভবিষ্যতীতি শেষঃ। দুষ্করে কার্য্যে ইয়ন্তং কালং যাবৎ জয়কর্ম্মণি পাণ্ডবৈঃ কৃতেঽপি ॥৬৬॥

ভবতোরিতি। প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ, অপচীয়তে ক্ষীয়তে। ব্যসনে বিপদি ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥০॥

আমাদের মধ্যে কতকগুলি বীর প্রত্যেকে শত হস্তীর তুল্য বলবান্ ছিলেন, আবার অনেকে সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করিতে জানিতেন; তথাপি পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, ইহাতে আমি মনে করি—এটা কাল পরিবর্ত্তনেরই ফল ॥৬৫॥

পাণ্ডবেরা এইরূপ দুষ্কর কার্য্য করিয়া থাকিলেও নিশ্চয়ই আমার সঙ্কল্পিত এই ব্যাপার এইভাবে ঘটিবে এবং এই ব্যাপারেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইবে ॥৬৬॥

আপনাদের বুদ্ধি মোহবশতঃ যদি ক্ষীণ না হইয়া থাকে, তবে এই মহাবিপদের সময়ে আমাদের পক্ষে যাহা ভাল হয় তাহা আপনারা বলুন' ॥৬৭॥

(৬৬)…কৃতে যত্নেঽপি দুষ্করে—নি। (৬৭)…ন মোহাদপনীয়তে…ব্যপনেঽস্মিন্…পি বঙ্গ বর্দ্ধ। * '…প্রথমোঽধ্যায়ঃ…পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

আবন্ধান্মানুষাঃ সর্ব্বে নিবদ্ধাঃ কর্ম্মণোর্দ্বয়োঃ।
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে ॥২॥
ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণ্যেকেন সত্তম!।
ন চাপি কর্ম্মণৈকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধিস্তু যোগতঃ ॥৩॥
তাভ্যামুভাভ্যাং সর্ব্বার্থা নিবদ্ধা হ্যধমোত্তমাঃ।
প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সর্বশঃ ॥৪॥
পর্জ্জন্যঃ পর্ব্বতে বর্ষন্ কিন্নু সাধয়তে ফলম্।
কৃষ্টে ক্ষেত্রে তথা বর্ষন্ কিং ন সাধয়তে ফলম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতমিতি। হে বিভো! মহাবীরত্বাৎ সম্প্রত্যাবয়োর্নায়কত্বাচ্চ প্রভাবান্বিত! ॥১॥

আবন্ধাদিতি। আবন্ধাৎ জন্মগ্রহণাদারভ্য, দ্বয়োঃ কর্ম্মণোঃ প্রাক্তনশুভাশুভকর্ম্মভ্যামিত্যর্থঃ। নিবদ্ধাঃ সংসৃষ্টা ভবন্তি। তেষাঞ্চ দৈবে পুরুষকারে চ সতি কর্ম্মসিদ্ধির্ভবতীতি শেষঃ। তাভ্যাং দৈবপুরুষকারাভ্যাম্, পরমন্যৎ, কর্ম্মসিদ্ধিকারণং ন বিদ্যতে ॥২॥

নেতি। কর্ম্মণা পুরুষকারেণ, যোগতস্তয়োঃ সম্মেলনেন ॥৩॥

তাভ্যামিতি। সর্ব্বে অর্থা বিষয়াঃ, নিবদ্ধা নিয়মিতাঃ। প্রবৃত্তাঃ সম্পন্নাঃ, নিবৃত্তা ব্যাহতাঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতং ত ইতি ॥১॥ দৈবে আ সমন্তাৎ বদ্ধাঃ, পুরুষকারে নিহীনতয়া বদ্ধাঃ, তেন দৈবং প্রধানং পুরুষকার উপসর্জ্জনমিত্যুক্তং ভবতি ॥২—৪॥ বর্ষন্ কিং ফলং ন সাধয়তে অপি তু সাধয়ত্যেব, কৃষিং বিনাপি বনেচরাঃ কেবলং পর্জ্জন্যেন জীবন্তি ন তু কৃষীবলাঃ কেবলয়া কৃষ্যা

কৃপাচার্য্য বলিলেন—'মহাবাহু বীর! তুমি যে যে কথা বলিয়াছ সে সমস্তই আমি শুনিয়াছি। এখন আমারও কিছু কথা তুমি শোন ॥১॥

সমস্ত মানুষই জন্মাবধি শুভাদৃষ্ট ও অশুভাদৃষ্টদ্বারা নিয়মিত হইয়া চলিতে থাকে; তা'র পর দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলে তাহাদের কার্য্য সিদ্ধি হয়। কেননা দৈব ও পুরুষকারব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির অন্য কোন কারণ নাই ॥২॥

বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! একমাত্র দৈবদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না, আবার একমাত্র পুরুষকারদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না; কিন্তু দৈব ও পুরুষকার উভয় মিলিত হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥৩॥

কারণ, ভাল মন্দ সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার উভয়দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলে সফল হয়, আর উহার একটা না থাকিলেই কার্য্য নিষ্ফল হইয়া যায় ॥৪॥

(২) আবদ্ধা মানুষাঃ সর্ব্বে···বঙ্গ বর্দ্ধ।

উত্থানঞ্চাপ্যদৈবস্য হ্যনুত্থানঞ্চ দৈবতম্।
ব্যর্থং ভবতি সর্ব্বত্র পূর্বকস্তত্র নিশ্চয়ঃ ॥৬॥
সুবৃষ্টে তু যথা দৈবে সম্যক্ ক্ষেত্রে চ কর্ষিতে।
বীজং মহাগুণং ভূয়াত্তথা সিদ্ধির্হি মানুষী ॥৭॥
তয়োর্দ্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং নৈব প্রবর্ত্ততে।
প্রাজ্ঞাঃ পুরুষকারে তু বর্ত্তন্তে দাক্ষ্যমাস্থিতাঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

পর্জ্জন্য ইতি। পর্জ্জন্যো মেঘঃ। ক্ষেত্রানুসারেণৈব ফলং ভবতীতি ভাবঃ ॥৫॥

উত্থানমিতি। অদৈবস্য শুভাদৃষ্টশূন্যস্য জনস্য, উত্থানং কার্য্যোদ্যমশ্চ, দৈবতং দৈবপ্রযুক্তং শুভাদৃষ্টপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ, অনুত্থানং কার্য্যানুদ্যমশ্চ, তত্র পূর্ব্বকো নিশ্চয়ঃ শ্রেয়ানিতি শেষঃ, তথা চ অসতি শুভাদৃষ্টে কার্য্যোদ্যমঃ ফলং ন সাধয়তি। সতি শুভাদৃষ্টে তু কার্য্যোদ্যমাভাবেঽপি ফলং ভবতীতি শুভাদৃষ্টসত্ত্বা পূর্ব্বং নির্ণেতব্যেতি ভাবঃ ॥৬॥

সুবৃষ্ট ইতি। দৈবে দৈবপ্রযুক্তে, সুবৃষ্টে প্রচুরবর্ষণে সতি, বীজমুপ্তং সৎ, মহাগুণমধিকফলজনকম্। তথা দৈবে পুরুষকারে সতীত্যর্থঃ ॥৭॥

তয়োরিতি। তয়োর্দ্দৈবপুরুষকারয়োর্ম্মধ্যে, দৈবং কর্ত্তৃ, স্বয়ং পুরুষকারনৈরপেক্ষ্যেণ

ভারতভাবদীপঃ

জীবন্তি, এবং পুরুষকারো দৈবমপেক্ষতে দৈবন্তু নাতীব পুরুষকারাপেক্ষমিতি ভাবঃ ॥৫॥ এতদেবাহ উত্থানমিতি। দৈবস্য প্রধানস্যোত্থানম্, পুরুষকারো ব্যর্থং ভবতি তথা অনুত্থানমুত্থানহীনং দৈবমপি ব্যর্থমিতি পক্ষদ্বয়ং সর্ব্বত্র ব্যবস্থতি, তত্র পূর্ব্ব এব পক্ষঃ শ্রেয়ান্ ইত্যর্থঃ ॥৬॥ দ্বয়োরানুকূল্যং শ্রেষ্ঠতরমিত্যাহ সুবৃষ্ট ইতি ॥৭॥ দৈবং বলবদিতি শেষঃ। যতঃ স্বয়মপি পুরুষকারং বিনাপি প্রবর্ত্ততে ফলং দাতুমিতি শেষঃ। তর্হি কিং পুরুষকারে-

মেঘ পর্ব্বতের উপরে বর্ষণ করিয়া কি ফল জন্মাইয়া থাকে? আবার কৃষ্টক্ষেত্রে (কর্ষণ করা ভূমিতে) বর্ষণ করিয়া কোন্ ফল না উৎপাদন করে? ॥৫॥

শুভাদৃষ্টবিহীন লোকের কার্য্য করার উদ্যম এবং শুভাদৃষ্টযুক্ত লোকের কার্য্য করার অনুদ্যম এই উভয়ই সর্ব্বত্র ব্যর্থ হয়। অতএব প্রথমে শুভাদৃষ্ট আছে কি না এই বিষয় নিরূপণ করিতে হইবে ॥৬॥

মেঘ প্রচুর বর্ষণ করিলে এবং ভূমিও ভাল কর্ষণ করা থাকিলে, তাহাতে রোপিত বীজ যেমন প্রচুর ফল উৎপাদন করে, মানুষের সিদ্ধিও সেইরূপ (অর্থাৎ দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলেই মানুষের কার্য্য সিদ্ধি হয়) ॥৭॥

(৬) উত্থানং চাপি দৈবস্য…পূর্ব্বস্তত্র বিনিশ্চয়ঃ—নি।
(৮) তয়োর্দ্দৈবং তু নিশ্চিত্যং স্ববশেনৈব বর্ত্ততে…দৈবমাস্থিতাঃ—নি।

তাভ্যাং সর্ব্বে হি কার্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্ষভ।।
বিচেষ্টন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাস্ত তথৈব চ ॥৯॥
কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোঽপি দৈবেন সিধ্যতি।
তথাস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুরভিনির্ব্বর্ত্ততে ফলম্ ॥১০॥
উত্থানন্তু মনুষ্যাণাং দক্ষাণাং দৈববর্জ্জিতম্।
অফলং দৃশ্যতে লোকে সম্যগপ্যুপপাদিতম্ ॥১১॥
তত্রালসা মনুষ্যাণাং যে ভবন্ত্যমনস্বিনঃ।
উত্থানন্তে বিগর্হন্তি প্রাজ্ঞানাং তন্ন রোচতে ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নৈব প্রবর্ত্ততে কার্য্যং সাধয়িতুং ন স্বয়ারভতে, অপি তু পুরুষকারমপেক্ষ্যৈব প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, ইতি বিনিশ্চিত্য, প্রাজ্ঞা জনাঃ, দাক্ষ্যং কৌশলম্, আস্থিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ, পুরুষকারে বর্ত্তন্তে পুরুষকারং কর্ত্তুমারভন্ত ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥৮॥

তাভ্যামিতি। কার্য্যার্থাঃ কর্ত্তব্যবিষয়াঃ। বিচেষ্টন্তঃ প্রবর্ত্তমানাঃ ॥৯॥

কৃত ইতি। তথা দৈবে সতি, কর্ত্তুঃ পুরুষস্য, কর্ম্মণঃ ফলম্, অভিনির্বর্ত্ততে নিষ্পদ্যতে ॥১০॥

ইদানীং নিষ্কর্ষমাহ উত্থানমিতি। উত্থানং কার্য্যোদ্যমঃ। সম্যক্ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণং যথা স্যাত্তথা উপপাদিতং সম্পাদিতমপি উত্থানমিতি সম্বন্ধঃ ॥১১॥

তর্হি পুরুষকারো নিষ্ফল এবেত্যলসমতমুপন্যস্য নিরস্যতি তত্রেতি। অলসাঃ কার্য্যোদ্যম-হীনাঃ ॥১২॥

সেই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈব নিজে কোন কার্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয় না (হইতে পারে না)। ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকেরা কৌশল অবলম্বন করিয়া পুরুষকার প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥৮॥

নরশ্রেষ্ঠ! মানুষের সমস্ত কর্ত্তব্যবিষয়ই সেই দৈব ও পুরুষকার অনুসরণ করিয়া প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই দুয়ের অভাবে ব্যাহত হইয়া যায় ॥৯॥

সেই পুরুষকারও আবার দৈবের সাহায্যেই কার্য্য সাধন করে, তাহাতেই মানুষের কর্ম্মের ফল নিষ্পন্ন হয় ॥১০॥

মানুষ কার্য্যনিপুণ হইলেও এবং তাহার কার্য্যোদ্যম সমীচীনভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও যদি দৈব না থাকে তবে সেই কার্য্যোদ্যমকে জগতে নিষ্ফল হইতে দেখা যায় ॥১১॥

যাহারা মানুষের মধ্যে অলস ও অমনস্বী তাহারা সমস্ত কার্য্যোদ্যমকেই নিন্দা করিয়া থাকে; কিন্তু বিচক্ষণ লোকদিগের তাহা অভিপ্রেত নহে ॥১২॥

প্রায়শো হি কৃতং কর্ম্ম নাফলং দৃশ্যতে ভুবি।
অকৃত্বা চ পুনর্দ্দুঃখং কর্ম্ম পশ্যেন্মহাফলম্ ॥১৩॥
চেষ্টামকুর্ব্বন্ লভতে যদি কিঞ্চিদ্যদৃচ্ছয়া।
যো বা ন লভতে কৃত্বা দুর্দ্দশৌ তাবুভাবপি ॥১৪॥
শক্লোতি জীবিতুং দক্ষো নালসঃ সুখমেধতে।
দৃশ্যন্তে জীবলোকেঽস্মিন্ দক্ষাঃ প্রায়ো হিতৈষিণঃ ॥১৫॥
যদি দক্ষঃ সমারম্ভাৎ কর্ম্মণো নাশ্নুতে ফলম্।
নাস্য বাচ্যং ভবেৎ কিঞ্চিল্লব্ধব্যং বাধিগচ্ছতি ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

উক্তার্থে যুক্তিমাহ প্রায়শ ইতি। কর্ম্ম অকৃত্বা দুঃখং পশ্যেদনুভবেৎ ফলালাভাৎ। কর্ম্ম কৃত্বা তু কদাচিন্মহাফলং পশ্যেৎ দৈবানুকূল্যাৎ ॥১৩॥

চেষ্টামিতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া। কৃত্বা চেষ্টামিতি শেষঃ, দুর্দ্দশৌ দুরবস্থৌ, আদ্যস্য আলস্যাপবাদাৎ দ্বিতীয়স্য তু কর্ম্মনৈষ্ফল্যাবসাদাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

শক্লোতীতি। জীবিতুং কার্য্যসাধনাৎ সুখেনেত্যর্থঃ, এধতে বর্দ্ধতে। হিতৈষিণঃ প্রবলোদ্যমেনাত্মহিতসাধকাঃ, অত আলস্যং বিহায় উদ্যমঃ কার্য্য এবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

যদীতি। নাশ্নুতে ন লভতে। বাচ্যং নিন্দা, লব্ধব্যং ফলম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাজ্ঞা ইতি। পুরুষাপরাধনিবৃত্তিমাত্রং তৎফলমিত্যর্থঃ ॥৮॥ বিচেষ্টৈস্তঃ প্রবৃত্তা দৃশ্যন্তে লোকদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ ॥৯—১২॥ কর্ম্মাকৃত্বা দুঃখং পশ্যেদিত্যপি প্রায়শোঽস্তি ॥১৩॥ দুর্দ্দশৌ দুর্লভৌ, চেষ্টাবান্ লভতে নিশ্চেষ্টো নালভত ইত্যুৎসর্গমাত্রমিত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥

জগতে বহু কার্য্যকেই নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া এবং তাহার ফল না পাইয়া দুঃখ অনুভব করে, আবার কর্ম্ম করিয়া কখনও বিশেষ ফলই পাইয়া থাকে ॥১৩॥

যে মানুষ কোন চেষ্টা না করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু ফল লাভ করে এবং যে লোক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল লাভ করে না, সেই দুই প্রকার লোকেরই দুরবস্থা হইয়া থাকে ॥১৪॥

কর্ম্মনিপুণ লোক সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, আর অলস লোক সুখে জীবন যাপন করিতে পারে না। এই জীবলোকে প্রায়ই দেখা যায় যে, কর্ম্মনিপুণ লোকেরা প্রবল উদ্যমের গুণে আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে ॥১৫॥

কর্ম্মনিপুণ লোক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া যদি তাহার ফল নাও পায় তথাপি তাহার কোন নিন্দা হয় না; পক্ষান্তরে সে কর্ম্মের ফল পাইয়াও থাকে ॥১৬॥

অকৃত্বা কর্ম্ম যো লোকে ফলং বিন্দতি বিষ্ঠিতঃ।
স তু বক্তব্যতাং যাতি দ্বেষ্যো ভবতি প্রায়শঃ ॥১৭॥
এবমেতদনাদৃত্য বর্ত্ততে যস্ত্বতোঽন্যথা।
স করোত্যাত্মনোঽনর্থানেষ বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥১৮॥
হীনং পুরুষকারেণ যদি দৈবেন বা পুনঃ।
কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুত্থানমফলং ভবেৎ।
হীনং পুরুষকারেণ কর্ম্ম ত্বিহ ন সিধ্যতি॥১৯॥
দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য যস্ত্বর্থান্ সম্যগীহতে।
দক্ষো দাক্ষিণ্যসম্পন্নো ন স মোঘং বিহন্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অকৃত্বেতি। বিন্দতি দৈবাল্লভতে, বিষ্ঠিতঃ অলস এব স্থিতঃ। বক্তব্যতাম্ আলস্যাদেব নিন্দাম্, দ্বেষ্যো ভবতি আলস্যেনাকর্ম্মণ্যত্বাৎ ॥১৭॥

এবমিতি। এতদস্মদুক্তং হিতবাক্যম্। নয়ো নীতিঃ ॥১৮॥

হীনমিতি। এতাভ্যামুভাভ্যামেব বা হীনমিতি সম্বন্ধঃ। উত্থানং কার্য্যোদ্যমঃ। ন সিধ্যতি দৈবে সত্যপীত্যর্থঃ, অতঃ পুরুষকারঃ কর্ত্তব্য এব দৈবস্তু সচ্চেদাগচ্ছেদিত্যাশয়ঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

যদিতি। দক্ষো নিন্দ্যতাং ন যাতীতি ভাবঃ ॥১৬॥ অদক্ষস্তু পরপ্রযত্নার্জ্জিতেন জীবন্নপি ভোক্তুমেবায়ং সমর্থো নার্জয়িতুমিতি নিন্দ্যত ইত্যাহ অকৃত্বেতি ॥১৭॥ এতদ্দৈবদাক্ষ্যয়োঃ সাহিত্যম্ অন্যথা তয়োরন্যতরাবলম্বনেন ॥১৮॥ এতদেব স্পষ্টয়তি হীনমিতি। পুরুষকারেণ হীনং দৈবোত্থানমফলমেব দৈবহীনং পুরুষকারস্যোত্থানমপি, তস্মাদ্দ্বাভ্যামপ্যুত্থাতব্যমিত্যর্থঃ

আর যে লোক আলস্যবশতঃ কর্ম্ম না করিয়া দৈবের গুণে ফল লাভ করে, সে লোক নিন্দনীয় হয় এবং বহুলোকের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে ॥১৭॥

এইরূপ এই সকল বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যে লোক অন্যভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে নিজেরই অনর্থ সাধন করে। কারণ, ইহাই বুদ্ধিমানদিগের নীতি ॥১৮॥

দৈব কিংবা পুরুষকার অথবা সেই উভয়ই যদি না থাকে তবে উদ্যম নিষ্ফলই হইয়া যায়। কিন্তু পুরুষকার না থাকিলে এই জগতে কার্য্যসিদ্ধ হয়ই না ॥১৯॥

যে কর্ম্মনিপুণ ও উদারস্বভাব লোক দেবগণকে নমস্কার করিয়া কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করে, সে লোক ব্যর্থকাম হইয়া কার্য্যচ্যুত হয় না ॥২০॥

---

(১৭)···ফলং বিন্দতি বিষ্ঠিতঃ···বঙ্গ বর্দ্ধ,· ·বিন্দতি কর্হিচিৎ···নি।

সম্যগীহা পুনরিয়ং যো বৃদ্ধানুপসেবতে।
আপৃচ্ছতি চ যঃ শ্রেয়ঃ করোতি চ হিতং বচঃ ॥২১॥
উত্থায়োত্থায় হি সদা প্রষ্টব্যা বৃদ্ধসম্মতাঃ।
তে স্ম যোগে পরং মূলং তন্মূলা সিদ্ধিরুচ্যতে ॥২২॥
বৃদ্ধানাং বচনং শ্রুত্বা যোঽভ্যুত্থানং প্রযোজয়েৎ।
উত্থানস্থ ফলং সম্যক্ তদা স লভতেঽচিরাৎ ॥২৩॥
রাগাৎ ক্রোধাদ্ভয়াল্লোভাৎ যোঽর্থানীহেত মানবঃ।
অনীশশ্চাবমানী চ স শীঘ্রং ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ ॥২৪॥
সোঽয়ং দুর্য্যোধনেনার্থো লুব্ধেনাদীর্ঘদর্শিনা।
অসংমন্ত্র্য সমারব্ধো মূঢ়ত্বাদবিচিন্তিতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

দৈবতেভ্য ইতি। ঈহতে সাধয়িতুং চেষ্টতে। বিহন্যতে বিচ্যুতো ভবতি ॥২০॥

সম্যগিতি। ঈহা চেষ্টা। আপৃচ্ছতি বৃদ্ধানেব ॥২১॥

উত্থায়েতি। বৃদ্ধত্বেন সম্মতা বৃদ্ধসম্মতা অভিজ্ঞা জনাঃ। তে বৃদ্ধোপদেশাঃ, যোগে উপায়ে, স উপায় এব মূলং যস্তাঃ সা, সিদ্ধিঃ ফলনিষ্পত্তিঃ ॥২২॥

বৃদ্ধানামিতি। অভ্যুত্থানং সর্ব্বতোভাবেন কার্য্যোদ্যমম্, প্রযোজয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥২৩॥

রাগাদিতি। রাগাদুৎকটাভিলাষাৎ, অর্থান্ বিষয়ান্, ঈহেত সাধয়িতুং চেষ্টেত, অনীশঃ তৎসাধনে অসমর্থঃ, শ্রিয়ঃ পূর্ব্বসম্পদোঽপি ॥২৪॥

স ইতি। অর্থো জয়বিষয়ঃ। অসংমন্ত্র্য বৃদ্ধৈঃ সহ ॥২৫॥

যে লোক বৃদ্ধগণের সেবা করে (বৃদ্ধদিগের উপদেশ গ্রহণ করে), বৃদ্ধগণের নিকট হিতবিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ রক্ষা করিয়া চলে; তাহার সেই আচরণের নামই 'সম্যক চেষ্টা' ॥২১॥

মানুষ প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিয়া অভিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হিতবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। কারণ, তাঁহাদের সেই উপদেশগুলি উপায় উদ্ভাবনের মূল এবং সেই উপায়মূলকই মানুষের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥২২॥

যে মানুষ অভিজ্ঞ লোকদিগের উপদেশ শুনিয়া সর্ব্বতোভাবে কার্য্যের উদ্যম করে, তখন সে অচিরকালমধ্যেই সেই উদ্যমের ফল লাভ করিতে পারে ॥২৩॥

যে মানুষ প্রবল ইচ্ছা, ক্রোধ, ভয় ও লোভবশতঃ কার্য্যসাধন করিবার চেষ্টা করে সেই মানুষ সেই কার্য্য সাধন করিতে অসমর্থ ও অপমানী হইয়া পূর্ব্বসম্পদ হইতে বিচ্যুত হয় ॥২৪॥

---

(২৫)···অসমর্থঃ সমারব্ধঃ···বঙ্গ।

হিতবুদ্ধীননাদৃত্য সংমন্ত্র্যাসাধুভিঃ সহ।
বার্য্যমাণোঽকরোদ্বৈরং পাণ্ডবৈর্গুণবত্তরৈঃ ॥২৬॥
পূর্ব্বমপ্যতিদুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কর্ত্তুমর্হতি।
তপত্যর্থে বিপন্নে হি মিত্রাণাং ন কৃতং বচঃ ॥২৭॥
অনুবর্ত্তামহে যত্তু বয়ং তং পাপপূরুষম্।
অস্মানপ্যনয়স্তস্মাৎ প্রাপ্তোঽয়ং দারুণো মহান্ ॥২৮॥
অনেন তু মমাদ্যাপি ব্যসনেনোপতাপিতা।
বুদ্ধিশ্চিন্তয়তঃ কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেয়ো নাববুধ্যতে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

হিতেতি। হিতে বুদ্ধির্যেষাং তান্ ভীষ্মাদীন্, অসাধুভিঃ শকুন্যাদিভিঃ ॥২৬॥
পূর্ব্বমিতি। তপতি ক্রমিকমনুতাপং করোতি। বিপন্নে নষ্টে ॥২৭॥
অন্বিতি। অনুবর্ত্তামহে অনুসরামঃ। অনয়ঃ অনীতিঃ ॥২৮॥
তর্হি ত্বমেবেদানীং কর্ত্তব্যমুপদিশেত্যাহ অনেনেতি। ব্যসনেন বিপদা ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৯॥ কর্ম্ম দৈবম্, ফলিতমাহ দৈবতেভ্য ইতি ॥২০॥ ঈহাং বিবৃণোতি সম্যগিতি ॥২১॥ যোগে অলব্ধলাভে ॥২২—২৩॥ অনীশঃ অজিতচিত্তঃ, অবমানী পরমবজানন্ ॥২৪—২৬॥ তপতি সন্তাপং প্রাপ্নোতি ভীমেন ভগ্নোরুঃ সন্ ॥২৭—৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

লোভী ও অদূরদর্শী দুর্য্যোধন মূঢ়তাবশতঃ অভিজ্ঞলোকদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং নিজেও বিশেষভাবে ভাবিয়া না দেখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল ॥২৫॥

কেননা দুর্য্যোধন হিতৈষী অভিজ্ঞলোকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া এবং অসৎ লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমরা বারণ করিতে থাকিলেও অধিকগুণ-সম্পন্ন পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছিল ॥২৬॥

দুর্য্যোধন পূর্ব্ব হইতেই কুস্বভাবের লোক ছিল। সুতরাং সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিত না এবং সুহৃদ্গণের উপদেশ রক্ষা করিত না। সেই জন্যই সে কার্য্য নষ্ট হইলে অনুতাপ করিত ॥২৭॥

তা'র পর আমরা যখন সেই পাপাত্মারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি, সেই জন্যই আমাদেরও এই দারুণ ও গুরুতর দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ॥২৮॥

এই বিপদে আমার বুদ্ধি বিকল হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমি চিন্তা করিতে থাকিলেও আমার বুদ্ধি নিজের মঙ্গল বুঝিতেছে না ॥২৯॥

মুহ্যতা তু মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যাঃ সুহৃদো জনাঃ।
তত্রাস্য বুদ্ধির্বিনয়স্তত্র শ্রেয়শ্চ পশ্যতি ॥৩০॥
ততোঽস্য মূলং কার্য্যাণাং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বৈ বুধাঃ।
তেঽত্র পৃষ্টা যথা ব্রূয়ুস্তৎ কর্ত্তব্যং তথা ভবেৎ ॥৩১॥
তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীঞ্চ সমেত্য হ।
উপপৃচ্ছামহে গত্বা বিদুরঞ্চ মহামতিম্ ॥৩২॥
তে পৃষ্টাস্তু বদেয়ুর্যৎ শ্রেয়ো নঃ সমনন্তরম্।
তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
অনারম্ভাত্তু কার্য্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্যতে ক্বচিৎ ॥৩৩॥
কৃতে পুরুষকারে চ যেষাং কার্য্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়ং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে দ্রৌণিকৃপসংবাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

মুহ্যতেতি। মুহ্যতা কর্ত্তব্যেঽর্থে সন্দিহানেন। তত্র সুহৃদুপদেশে সতি, বিনয়ঃ শিক্ষা ॥৩০॥
তত ইতি। মূলমুপায়ম্। কর্ত্তব্যং নিযোজ্যপুরুষস্য ॥৩১॥
ইদানীং স্বমতমাহ ত ইতি। উপপৃচ্ছামহে ইদানীন্তনমস্মাকং কর্ত্তব্যম্ ॥৩২॥
ত ইতি। নৈষ্ঠিকী নিশ্চিতা। অর্থঃ ফলম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

মানুষ মোহাপন্ন হইয়া সুহৃজ্জনের নিকট কর্ত্তব্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। সেই সুহৃজ্জনের উপদেশ পাইলে তাহার প্রকৃতবুদ্ধি ও উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা আপনা হইতে উপস্থিত হয় এবং তখন সে নিজেই নিজের মঙ্গল দেখিতে পায় ॥৩০॥

মানুষ কর্ত্তব্যবিষয়ে সন্দিহান হইয়া সুহৃজ্জনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কার্য্যের উপায় স্থির করিয়া যে প্রকার বলিবেন মানুষ সেই প্রকারে কার্য্য করিবে ॥৩১॥

অতএব আইস, আমরা মিলিত হইয়া যাইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের নিকট কর্ত্তব্যবিষয় জিজ্ঞাসা করি ॥৩২॥

আমরা তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাঁহারা আমাদের যে হিতের কথা বলিবেন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে ইহাই আমার স্থির ধারণা। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কখন ফল না ॥৩৩॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

সঞ্জয় উবাচ।

কৃপস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মার্থসহিতং শুভম্।
অশ্বত্থামা মহারাজ! দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥১॥
দহ্যমানস্তু শোকেন প্রদীপ্তেনাগ্নিনা যথা।
ক্রূরং মনস্ততঃ কৃত্বা তাবুভৌ প্রত্যভাষত ॥২॥ (যুগ্মকম্)
পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা।
তুষ্যন্তি চ পৃথক্ সর্ব্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া ॥৩॥
সর্ব্বো হি মন্যতে লোক আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্।
সর্ব্বস্যাত্মা বহুমতঃ সর্ব্বোঽত্মানং প্রশংসতি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি। উপহতা নিষ্ফলীকৃতচেষ্টাঃ। অতঃ খলু দুর্য্যোধনঃ সর্ব্বথা দৈবেনৈবোপহত ইতি প্রবন্ধাশয়ঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

কৃপস্যেতি। শুভং শুভকরম্। প্রদীপ্তেন প্রজ্বলিতেন ॥১—২॥

পুরুষ ইতি। প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা, তুষ্যন্ত্যেব ন পুনর্বুদ্ধিমত্ত্বাং মন্যমানা বিনীদন্তীতি ভাবঃ ॥৩॥

পুরুষকার করিলে পরও যাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব-কর্ত্তৃক উপহত ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং সে বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না' ॥৩৪॥

——:০*০:——

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! তাহার পর দুঃখ ও শোকসমন্বিত অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত ও মঙ্গলজনক বাক্য শুনিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোকে আরও দগ্ধ হইতে থাকিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন—॥১—২॥

প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বিবেচনায় শোভন যেরূপ যেরূপ বুদ্ধি থাকে, তাহারা সকলেই সেই সেই আপন আপন বুদ্ধির গুণেই সন্তুষ্ট থাকে ॥৩॥

* '…দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ' পি বদ বর্দ্ধ বা সো নি।

সর্বস্য হি স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা।
পরবুদ্ধিঞ্চ নিন্দন্তি স্বাং প্রশংসন্তি চাসকৃৎ ॥৫॥
কারণান্তরযোগেন যোগে যেষাং সমা মতিঃ।
অন্যোন্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃৎ ॥৬॥
তস্যৈব তু মনুষ্যস্য সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
কালযোগে বিপর্য্যাসং প্রাপ্যান্যোন্যং বিপদ্যতে ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
বিচিত্রত্বাত্তু চিত্তানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ।
চিত্তবৈক্লব্যমাসাদ্য সা সা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৮॥
যথা হি বৈদ্যঃ কুশলো জ্ঞাত্বা ব্যাধিং যথাবিধি।
ভৈষজ্যং কুরুতে যোগাৎ প্রশমার্থমিতি প্রভো! ॥৯॥
এবং কার্য্যস্য যোগার্থং বুদ্ধিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্তাস্তাঞ্চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সর্ব্ব ইতি। বহুমতঃ অত্যাদৃতঃ। সর্ব্বোঽহমাত্মানমিতি সন্ধিরার্যঃ ॥৪॥

সর্ব্বস্যেতি। আত্মনো বুদ্ধিমত্তরত্বেন মননস্যৈব ফলমেতদিত্যাশয়ঃ ॥৫॥

কারণেতি। যোগে উপায়বিষয়ে। বিপর্য্যাসং বৈপরীত্যম্ ॥৬—৭॥

বিচিত্রত্বাদিতি। চিত্তানাং বৈক্লব্যং বিবিধঘটনোপস্থিতের্বিবিধবৃত্তিকত্বম্ ॥৮॥

যথেতি। কুশলো নিপুণঃ। ভৈষজ্যমৌষধম্, যোগাৎ ধ্যানাৎ। যোগার্থমুপায়েন সিদ্ধ্যর্থম্। ভবানপি তথৈব নিন্দতীতি ভাবঃ ॥৯—১০॥

সকল মানুষই আপনাকে প্রধান বুদ্ধিমান্ মনে করে, আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া ধারণা করে এবং আপনার প্রশংসা করে ॥৪॥

সকলেই নিজের বুদ্ধির ধন্যবাদ দিয়া থাকে, পরবুদ্ধির নিন্দা করে এবং বার বার নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করে ॥৫॥

বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হওয়ায় উপায় উদ্ভাবনবিষয়ে যাহাদের একজাতীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহারা পরস্পরের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে এবং যাহারা বার বার পরস্পরকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মানুষের সেই সেই বুদ্ধিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হইয়া বিপন্ন হয় ॥৬—৭॥

বিশেষতঃ মানুষের মন নানাপ্রকার বলিয়া সেই মনের বৃত্তি ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে; সেই জন্যই তাহার বুদ্ধিও ভিন্নভিন্নপ্রকার হয় ॥৮॥

মাতুল! যেমন, বিচক্ষণ বৈদ্য যথাবিধানে রোগ নিরূপণ করিয়া, তাহার

---

(৬) · যেষাং সংবদতে মতিঃ···নি। (৮) অনিত্যত্বাত্তু চিত্তানাং···নি। (১০)···প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্ত্যা তাঞ্চ গৃহ্নন্তি বৈ বুধাঃ—নি।

অন্যয়া যৌবনে মর্ত্ত্যো বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ।
মধ্যেঽন্যয়া জরায়াস্তু সোঽন্যাং রোচয়তে মতিম্ ॥১১॥
ব্যসনং বা মহাঘোরং সমৃদ্ধিং বাপি তাদৃশীম্।
অবাপ্য পুরুষো ভোজ! কুরুতে বুদ্ধিবৈকৃতিম্ ॥১২॥
একস্মিন্নেব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
ভবত্যকৃতপ্রজ্ঞত্বাৎ সা তস্যৈব ন রোচতে ॥১৩॥
নিশ্চিত্য তু যথাপ্রজ্ঞং যাং মতিং সাধু পশ্যতি।
তয়া প্রকুরুতে ভাবং সা তস্যোদ্যোগকারিকা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্যয়েতি। ভিন্নভিন্নবয়সি ভিন্নভিন্নপ্রকারৈব বুদ্ধির্মানুষাণামিত্যর্থঃ ॥১১॥
বিরক্ত্যা কৃপযনাদৃত্য কৃতবর্ম্মাণং সম্বোধ্যাহ ব্যসনমিতি। ব্যসনং বিপদম্ ॥১২॥
একস্মিন্নিতি। অকৃতপ্রজ্ঞত্বাৎ অশিক্ষিতবুদ্ধিত্বাৎ। ন রোচতে কালান্তরাদৌ ॥১৩॥
নিশ্চিত্যেতি। ভাবং সিদ্ধিচেষ্টাম্, সা মতিরেব ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃপস্যেতি ॥১—৩॥ সর্ব্বাত্মানমিত্যত্র সর্ব্বঃ আত্মানমিতি চ্ছেদঃ, সন্ধিরার্ষঃ ॥৪—৫॥ যোগে সমুদায়ে ॥৬—১১॥ হে ভোজ! হে কৃতবর্ম্মন! একমেব সম্বোধয়ন্ কৃপস্য বচসি অনাদরং সূচয়তি ॥১২॥ অকৃতধর্ম্মত্বাৎ অবসরানুরোধাৎ, ইদানীং মম শান্তিবুদ্ধির্ন রোচত

উপশমের জন্য বিশেষ চিন্তাসহকারে ঔষধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; এইরূপ মানুষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্নপ্রকার বুদ্ধি করিয়া থাকে; আবার আপন আপন বুদ্ধিযুক্ত মানুষ সে বুদ্ধির নিন্দাও করে ॥৯—১০॥

মানুষ যৌবনে একপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা মোহিত হয়; মধ্য বয়সে অন্যপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা চলিতে থাকে; আবার বৃদ্ধবয়সে অন্যবিধ বুদ্ধিকে ভাল মনে করে ॥১১॥

ভোজনন্দন! মানুষ ঘোর বিপদে পড়িয়া কিংবা বিশাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়া ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥১২॥

অমার্জিতবুদ্ধি বলিয়া এক মানুষেরই ভিন্ন ভিন্নসময়ে ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে; আবার সেই মানুষেরই অন্যান্য সময়ে সে সে বুদ্ধি ভাল লাগে না ॥১৩॥

মানুষ নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বিষয় স্থির করিয়া যেরূপ বুদ্ধি করা ভাল মনে করে, সেই বুদ্ধিদ্বারাই কার্য্যের চেষ্টা করিতে থাকে। কারণ, সেই বুদ্ধিই তাহার কার্য্যের প্রতি উদ্যম উৎপাদন করে ॥১৪॥

(১৩)···ভবত্যনিত্যপ্রজ্ঞত্বাৎ···পি,···ভবত্যনিত্যা প্রজ্ঞা হি···নি।

সর্ব্বো হি পুরুষো ভোজ ! সাধ্বেতদিতি নিশ্চিতঃ।
কর্ত্তুমারভতে প্রীতো মারণাদিষু কর্ম্মসু ॥১৫॥
সর্ব্বে হি যুক্তিমাস্থায় প্রজ্ঞাঞ্চাপি স্বকাং নরাঃ।
চেষ্টন্তে বিবিধাং চেষ্টাং হিতমিত্যেব জানতে ॥১৬॥
উপজাতা ব্যসনজা যেয়মদ্য মতির্ম্মম।
যুবয়োস্তাং প্রবক্ষ্যামি মম শোকবিনাশিনীম্ ॥১৭॥
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম্ম তাসু বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্ত হ্যেকৈকং গুণভাগ্ গুণম্ ॥১৮॥
ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যন্তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্।
দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে চ সর্ব্ববর্ণানুকূলতাম্ ॥১৯॥
অদান্তো ব্রাহ্মণোঽসাধুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োঽধমঃ।
অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্ব ইতি। নিশ্চিতো নিশ্চয়বান্। কর্ত্তুং মারণাদিকর্ম্ম ॥১৫॥
সর্ব্ব ইতি। প্রজ্ঞাং বুদ্ধিম্। চেষ্টন্তে কুর্ব্বন্তি, হিতং তৎকর্ম্ম ॥১৬॥
উপেতি। ব্যসনজা বিপদ উৎপন্না ॥১৭॥
প্রজেতি। প্রজা জনান্। সমাধত্ত সমস্থাপয়ৎ ॥১৮॥
ব্রাহ্মণ ইতি। অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্। দাক্ষ্যং বাণিজ্যাদিনৈপুণ্যম্ ॥১৯॥
অদান্ত ইতি। অদান্ত ইন্দ্রিয়াণামদমনকারী। প্রতিকূলবান্ প্রভোর্বিরুদ্ধকার্য্যকারী ॥২০॥

ভোজনন্দন! সমস্ত মানুষই 'ইহা ভাল কার্য্য' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, হিংসা-প্রভৃতি ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহাই করিতে আরম্ভ করে ॥১৫॥

সকল মানুষই নিজের যুক্তি ও নিজের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কার্য্য করে এবং সেই কার্য্যগুলিকেই হিতকর বলিয়া মনে করে ॥১৬॥

আজ বিপদ হইতে আমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট বলিব এবং তাহাই আমার শোক দূর করিবে ॥১৭॥

গুণবান্ বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের কর্ম্ম বিধান করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণে ভিন্নভিন্ন গুণ বিধান করিয়াছেন ॥১৮॥

ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের উত্তম তেজ, বৈশ্যে বাণিজ্যাদিনৈপুণ্য এবং শূদ্রে পূর্ব্ব তিনবর্ণের সুশ্রূষা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ॥১৯॥

---

(১৫)…কর্ত্তুমারভতে প্রীতিং…নি।

সোঽস্মি জাতঃ কুলশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে।
মন্দভাগ্যতয়াস্ম্যেতং ক্ষত্রধর্ম্মমনুষ্ঠিতঃ ॥২১॥
ক্ষত্রধর্ম্মং বিদিত্বাহং যদি ব্রাহ্মণ্যসংশ্রিতঃ।
প্রকুর্য্যাং সুমহৎ কর্ম্ম ন মে তৎ সাধুসম্মতম্ ॥২২॥
ধারয়ংশ্চ ধনুর্দ্দিব্যং দিব্যান্যস্ত্রাণি চাহবে।
পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
সোঽহমদ্য যথাকামং ক্ষত্রধর্ম্মমুপাস্য তম্।
গন্তাস্মি পদবীং রাজ্ঞঃ পিতুশ্চাপি মহাত্মনঃ ॥২৪॥
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিশ্বস্তা জিতকাশিনঃ।
বিমুক্তযুগ্যকবচা হর্ষেণ চ সমন্বিতাঃ।
জয়ং মত্বাত্মনশ্চৈব শ্রান্তা ব্যায়ামকর্ষিতাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সুপূজিতে অতিপ্রশস্তে। অনুষ্ঠিত আশ্রিতঃ ॥২১॥

ক্ষত্রেতি। ব্রাহ্মণ্যসংশ্রিতো হিংসানিবৃত্তিরূপং ব্রাহ্মণধর্ম্মমাশ্রিতঃ। কর্ম্ম শত্রুসংহারম্, নেত্যস্য উভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। তথা চ সুমহৎ কর্ম্ম ন প্রকুর্য্যাং তদা তৎ সাধুসম্মতং ন ভবেদিত্যর্থঃ। দিব্যমুত্তমম্। সংসদি লোকসমাজে, কিং নু বক্ষ্যামি, অপি তু কিমপি নেত্যর্থঃ ॥২২—২৩॥

বিপক্ষকর্ত্তৃকমাত্মনো বধমাশঙ্ক্যাহ স ইতি। উপাস্য আশ্রিত্য। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥১৩—২১॥ বিদিত্বা আশ্রিত্য, যদি ব্রাহ্মণ্যং সংশ্রিতঃ সন্ শমাদিরূপং সুমহৎ কর্ম্ম প্রকুর্য্যাং তন্মে সাধু সম্মতং ন, অবলম্বিতস্য চ ক্ষত্রধর্ম্মস্য নির্ব্বাহোঽবশ্যং কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ

ইন্দ্রিয়দমনহীন ব্রাহ্মণ নিন্দিত, নিস্তেজ ক্ষত্রিয় গর্হিত, বাণিজ্যে অপটু বৈশ্য অপ্রশস্ত এবং পূর্ব্ব তিনবর্ণের প্রতিকূলাচারী শূদ্র তিরস্কৃত হইয়া থাকে ॥২০॥

আমি অতিপ্রশস্ত উত্তম ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥২১॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানিয়া যুদ্ধের উপযোগী দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াও অন্যায়ভাবে পিতাকে নিহত দেখিয়া আমি যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন বশতঃ গুরুতর কার্য্য সাধন না করি; তাহা হইলে, আমার পক্ষে তাহা সাধুসম্মত হইবে না এবং আমি নিজেই বা লোকসমাজে কি বলিব ॥২২—২৩॥

অতএব আজ আমি ইচ্ছা অনুসারে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের এবং মহাত্মা পিতৃদেবের পথে গমন করিব ॥২৪॥

(২২) ব্রাহ্মণ্যমাশ্রিতঃ... প্রকরিষ্যে মহৎ কর্ম্ম...নি। (২৫)...জয়ং জিতা মত্বাশ্চৈব...নি।

তেষাং নিশি প্রসুপ্তানাং সুস্থানাং শিবিরে স্বকে।
অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্যাদ্য দুষ্করম্ ॥২৬॥
তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতান্ বিচেতসঃ।
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্ ॥২৭॥
অদ্য তান্ সহিতান্ সর্ব্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্।
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য কক্ষং দীপ্ত ইবানলঃ।
নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শান্তিং লব্ধাস্মি সত্তম! ॥২৮॥
পাঞ্চালেষু চরিষ্যামি সূদয়ন্নদ্য সংযুগে।
পিনাকপাণিঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বয়ং রুদ্রঃ পশুষ্বিব ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

পক্ষান্তরমাহ অদ্যেতি জিতকাশিনো বিজয়শোভিনঃ। বিমুক্তানি পরিত্যক্তানি যুগ্যানি বাহনানি কবচানি চ যৈস্তে। ব্যায়ামেন যুদ্ধশ্রমেণ কর্ষিতাঃ ক্লান্তাঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

তেষামিতি। প্রসুপ্তানাং নিদ্রিতানাম্। অবস্কন্দং ধ্বংসম্ ॥২৬॥

তানিতি। অবস্কন্দ্য বিধ্বংস্য, প্রেতভূতান্ মৃতান্, বিচেতসস্তীব্রপ্রহারেণাচেতনাংশ্চ। সূদয়িষ্যামি আলোড়য়িষ্যামি, মঘবান্ ইন্দ্রঃ ॥২৭॥

অদ্যেতি। কক্ষং শুষ্কতৃণরাশিম্, দীপ্তো জ্বলিতঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

পাঞ্চালেষিতি। সূদয়ন্ সংহরন্, সংযুগে সম্ভাব্যমানে যুদ্ধে ॥২৯॥

অথবা বিজয়শোভী, বিশ্বস্তচিত্ত, বর্ম্মবাহনবিহীন, স্বপক্ষের জয় হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দিত, শ্রান্ত ও ক্লান্ত পাঞ্চালেরা আজ ভূতলে শয়ন করিবে ॥২৫॥

সেই পাঞ্চালেরা আজ সুস্থচিত্তে আপন আপন শিবিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িবে, তখন আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। এমন কি দুষ্কর শিবিরধ্বংসও সম্পাদন করিব ॥২৬॥

ইন্দ্র যেমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া দানবসৈন্য আলোড়ন করিতেন; আমিও সেইরূপ আজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া সংহারপূর্ব্বক মৃত ও চৈতন্যহীন পাঞ্চালগণকে আলোড়ন করিব ॥২৭॥

সাধুশ্রেষ্ঠ! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে; সেইরূপ আমিও আজ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সম্মিলিত সমস্ত পাঞ্চালকে দগ্ধ করিব এবং পাঞ্চালগণকে দগ্ধ করিয়া শান্তি লাভ করিব ॥২৮॥

পিনাকধনুর্দ্ধারী স্বয়ং রুদ্রদেব যেমন সংহার করিতে থাকিয়া পশুগণমধ্যে বিচরণ করেন; আমিও সেইরূপ আজ যুদ্ধে সংহার করিতে থাকিয়া পাঞ্চালগণের মধ্যে বিচরণ করিব ॥২৯॥

অদ্যাহং সর্ব্বপাঞ্চালান্নিকৃত্য চ নিহত্য চ।
অর্দ্দয়িষ্যামি সংহৃষ্টো রণে পাণ্ডুসুতাংস্তথা ॥৩০॥
অদ্যাহং সর্ব্বপাঞ্চালৈঃ কৃত্বা ভূমিং শরীরিণীম্।
প্রহৃত্যৈকৈকশস্তেষু ভবিষ্যাম্যনৃণঃ পিতুঃ ॥৩১॥
দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য ভীষ্মসৈন্ধবয়োরপি।
গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমদ্য দুর্গমাম্ ॥৩২॥
অদ্য পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বৈ নিশি।
নাচিরাৎ প্রমথিষ্যামি পশোরিব শিরোবলাৎ ॥৩৩॥
অদ্য পাঞ্চালপাণ্ডূনাং শয়িতানাত্মজান্নিশি।
খড়্গেন নিশিতেনাজৌ প্রমথিষ্যামি গৌতম! ॥৩৪॥
অদ্য পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি সৌপ্তিকে।
কৃতকৃত্যঃ সুখী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। নিকৃত্য ছিত্ত্বা। উভয়ত্রাপি বীপ্সাবগন্তব্যা ॥৩০॥
অদ্যেতি। শরীরিণীং মানুষশরীরব্যাপ্তাম্। একৈকশ একমেকম্ ॥৩১॥
দুর্য্যোধনস্যেতি। সৈন্ধবঃ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ। পদবীং পন্থানম্ ॥৩২॥
অদ্যেতি। প্রথমিষ্যামি বিলোড়য়িষ্যামি ॥৩৩॥
অদ্যেতি। নিশিতেন সুধারেণ। প্রমথিষ্যামি ছেৎস্যামি ॥৩৪॥
অদ্যেতি। সৌপ্তিকে সুপ্তাবস্থায়াম্ ॥৩৫॥

আজ আমি যুদ্ধে হৃষ্টচিত্তে সমস্ত পাঞ্চাল ও সমস্ত পাণ্ডবকে ছেদন ও হনন করিয়া নিঃশেষ করিব ॥৩০॥

আজ আমি পাঞ্চালগণের মধ্যে এক একজনকে বধ করিয়া করিয়া সমরভূমিকে পাঞ্চালগণের শরীরে আবৃত করিয়া পিতৃদেবের নিকট অনৃণী হইব ॥৩১॥

আজ আমি পাঞ্চালগণকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও জয়দ্রথের দুর্গম পথে প্রেরণ করিব ॥৩২॥

আজ আমি এই রাত্রিতে অচিরকাল মধ্যে বলপূর্ব্বক পশুর ন্যায় পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তকটাকে ভূতলে মথিত করিব ॥৩৩॥

গৌতমনন্দন! আজ আমি এই রাত্রিতেই সুধার তরবারিদ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত পুত্রগণকে ছেদন করিব ॥৩৪॥

---

(৩১)…প্রহৃত্যৈকেন শস্ত্রেণ…নি। (৩২)…গমিষ্যামি নিশাবেলাং…নি।
(৩৫) ইতঃ পরং '…তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ' পিং বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

কৃপ উবাচ।

দিষ্ট্যা তে প্রতিকর্ত্তব্যে মতির্যাতেয়মচ্যুত!।
ন ত্বাং বারয়িতুং শক্তো বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥৩৬॥
অনুযাস্যাবহে ত্বান্তু প্রভাতে সহিতাবুভৌ।
অদ্য রাত্রৌ বিশ্রমস্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥৩৭॥
অহং ত্বামনুযাস্যামি কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
পরানভিমুখং যান্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥৩৮॥
আবাভ্যাং সহিতঃ শত্রূন্ শ্বো নিহন্তা সমাগমে।
বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ! পাঞ্চালান্ সপদানুগান্ ॥৩৯॥
শক্তস্ত্বমসি বিক্রম্য বিশ্রমস্ব নিশামিমাম্।
চিরং তে জাগ্রতস্তাত! স্বপ তাবন্নিশামিমাম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। হে অচ্যুত! বীরধর্ম্মাদভ্রষ্ট! ॥৩৬॥
অন্বিতি। উভৌ কৃপকৃতবর্ম্মাণাবাবাম্ ॥৩৭॥
অহমিতি। সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ। আস্থায় আরুহ্য, দংশিতৌ সন্নদ্ধৌ ॥৩৮॥
আবাভ্যামিতি। শ্বঃ পরদিনে, সমাগমে যুদ্ধসম্মেলনে ॥৩৯॥
শক্ত ইতি। শক্তঃ শত্রূন্ হন্তুমিতি শেষঃ। চিরং দীর্ঘকালো গত ইত্যর্থঃ, স্বপ স্বপিহি ॥৪০॥

মহামতি মাতুল! আজ আমি এই রাত্রিতেই সেই পাঞ্চালসৈন্য সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও সুখী হইব ॥৩৫॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন—'বীর! ভাগ্যবশতই প্রতীকারের বিষয়ে তোমার এই বুদ্ধি জন্মিয়াছে; কিন্তু স্বয়ং দেবরাজও তোমাকে এই বিষয় হইতে বারণ করিতে সমর্থ হন না ॥৩৬॥

বৎস! আমরা দুইজন প্রভাতকালে তোমার অনুসরণ করিব। অতএব আজ এই রাত্রিতে ধ্বজ ও কবচ ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম কর ॥৩৭॥

তুমি যখন শত্রুগণের অভিমুখে যাইতে থাকিবে, তখন আমি এবং সাত্বতবংশীয় এই কৃতবর্ম্মা আমরা দুইজনই যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া তোমার অনুসরণ করিব ॥৩৮॥

রথিশ্রেষ্ঠ! তুমি কল্য প্রভাতকালে রণস্থলে আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া, বিক্রম প্রকাশ করিয়া অনুচরগণের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার করিবে ॥৩৯॥

বিশ্রান্তশ্চ বিনিদ্রশ্চ স্বস্থচিত্তশ্চ মানদ ! ।
সমেত্য সমরে শত্রূন্ বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥৪১॥
ন হি ত্বাং রথিনাং শ্রেষ্ঠং প্রগৃহীতবরায়ুধম্ ।
জেতুমুৎসহতে কশ্চিদপি দেবেষু বাসবঃ ॥৪২॥
কৃপেণ সহিতং যান্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবর্ম্মণা ।
কো দ্রৌণিং যুধি সংরব্ধং যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥৪৩॥
তে বয়ং নিশি বিশ্রান্তা বিনিদ্রা বিগতজ্বরাঃ ।
প্রভাতায়াং রজন্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাত্রবান্ ॥৪৪॥
তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি মম চৈব ন সংশয়ঃ ।
সাত্বতোঽপি মহেষ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেষু কোবিদঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্রান্ত ইতি। বিগতা নিদ্রা যস্য সঃ, নিদ্রাগমনাদেবেতি ভাবঃ ॥৪১॥
ন হীতি। প্রগৃহীতবরায়ুধং ধৃতোত্তমাস্ত্রম্। উৎসহতে শক্নোতি ॥৪২॥
কৃপেণেতি। গুপ্তং রক্ষিতম্। দ্রৌণিমশ্বত্থামানম্, সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্ ॥৪৩॥
ত ইতি। বিনিদ্রা লব্ধনিদ্রত্বাদ্বিগতনিদ্রাবেশাঃ। বিগতজ্বরাস্তিরোহিতজাগরণ-সন্তাপাঃ ॥৪৪॥
তবেতি। দিব্যানি অত্যুত্তমানি। সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ কৃতবর্ম্মা, মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ ॥৪৫॥

বৎস ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়াও শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ হও ; অতএব এই রাত্রিটা বিশ্রাম কর। জাগরিত অবস্থায় তোমার দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে ; অতএব এই রাত্রিটা নিদ্রা যাও ॥৪০॥

গুরুজনের সম্মানকারক ! তুমি বিশ্রাম করিয়া, নিদ্রাবেশশূন্য ও সুস্থচিত্ত হইয়া যাইয়া, শত্রুগণকে সংহার করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪১॥

রথিশ্রেষ্ঠ ! তুমি উত্তম অস্ত্র ধারণ করিলে, কোন ব্যক্তিই তোমাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না ; এমন কি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রও নহেন ॥৪২॥

অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে যাইতে লাগিলে এবং কৃতবর্ম্মা তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলে, কোন্ ব্যক্তি সে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ? স্বয়ং দেবরাজও পারেন না ॥৪৩॥

অতএব আমরা এই রাত্রিতে নিদ্রা যাইয়া, বিশ্রাম করিয়া, জাগরণের ক্লান্তি-শূন্য হইয়া, রাত্রিপ্রভাতকালে শত্রুগণকে সংহার করিব ॥৪৪॥

কারণ, তোমার ও আমার অস্ত্র সকল অতিশয় উত্তম, এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই ; তা'র পর আবার কৃতবর্ম্মাও মহাধনুর্দ্ধর এবং যুদ্ধে অত্যন্ত বিচক্ষণ ॥৪৫॥

তে বয়ং সহিতাস্তাত। সর্ব্বান্ শত্রূন্ সমাগতান্।
প্রসহ্য সমরে হত্বা প্রীতিং প্রাপ্স্যাম পুষ্কলাম্।
বিশ্রমস্ব ত্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং সুখম্ ॥৪৬॥
অহঞ্চ কৃতবর্ম্মা চ ত্বাং প্রয়ান্তং নরোত্তমম্।
অনুযাস্যাব সহিতৌ ধন্বিনৌ পরতাপনৌ।
রথিনং ত্বরয়া যান্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥৪৭॥
স গত্বা শিবিরং তেষাং নাম বিশ্রাব্য চাহবে।
ততঃ কর্ত্তাসি শত্রূণাং যুধ্যতাং কদনং মহৎ ॥৪৮॥
কৃত্বা চ কদনং তেষাং প্রভাতে বিমলেঽহনি।
বিহরস্ব যথা শত্রুঃ সূদয়িত্বা মহাসুরান্ ॥৪৯॥
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং পাঞ্চালানাং বরূথিনীম্।
দৈত্যসেনামিব ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বদানবসূদনঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। প্রসহ্য বলেন। পুষ্কলাং প্রচুরাম্। স্বপ স্বপিহি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥
অহমিতি। প্রয়ান্তং প্রতিষ্ঠমানম্। দংশিতৌ সন্নদ্ধৌ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৭॥
স ইতি। কর্ত্তাসি করিষ্যসি, যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম, কদনং ধ্বংসম্ ॥৪৮॥
কৃত্বেতি। শক্রো বিজহারেতি শেষঃ। সূদয়িত্বা বিনাশ্য ॥৪৯॥
ত্বমিতি। বরূথিনীং সেনাম্। সর্ব্বদানবসূদন ইন্দ্রঃ ॥৫০॥

সুতরাং বৎস! আমরা তিনজন সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধে সমাগত শত্রুগণকে সংহার করিয়া, প্রচুর আনন্দ লাভ করিব; অতএব এই রাত্রিতে আকুল না হইয়া বিশ্রাম কর এবং সুখে নিদ্রা যাও ॥৪৬॥

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া, সত্বর গমন করিতে লাগিলে, শত্রুসন্তাপী ও ধনুর্দ্ধর আমি এবং কৃতবর্ম্মা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, রথে আরোহণ করিয়া, তোমার অনুসরণ করিব ॥৪৭॥

তাহার পর তুমি শত্রুগণের শিবিরের নিকটে যাইয়া, নিজের নাম শুনাইয়া শুনাইয়া, রণস্থলে যুধ্যমান শত্রুগণের মহামারী ঘটাইবে ॥৪৮॥

পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন মহাসুরগণকে মর্দ্দন করিয়া বিহার করিতেন; তুমিও তেমন নির্ম্মল প্রভাতকালে এবং দিনের বেলায় শত্রুগণের মহামারী ঘটাইয়া বিহার করিও ॥৪৯॥

(৪৭)···রথমাস্থায় দংশিতৌ—বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।

ময়া ত্বাং সহিতং সংখ্যে গুপ্তঞ্চ কৃতবর্ম্মণা।
ন সহেত বিভুঃ সাক্ষাদ্বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥৫১॥
ন চাহং সমরে তাত! কৃতবর্ম্মা ন চৈব হি।
অনির্জ্জিত্য রণে পাণ্ডূন্ ব্যপযাস্যাব কর্হিচিৎ ॥৫২॥
হত্বা চ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ।
নিবর্ত্তিষ্যামহে সর্ব্বে হতা বা স্বর্গগা বয়ম্ ॥৫৩॥
সর্ব্বোপায়ৈঃ সহায়াস্তে প্রভাতে বয়মাহবে।
সত্যমেতন্মহাবাহো! প্রব্রবীমি তবানঘ! ॥৫৪॥
এবমুক্তস্ততো দ্রৌণির্ম্মাতুলেন হিতং বচঃ।
অব্রবীন্মাতুলং রাজন্! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

ময়েতি। সংখ্যে যুদ্ধে, গুপ্তং রক্ষিতম্। বিভুর্মহাপ্রভাবশালী ॥৫১॥

নেতি। পাণ্ডূন্ পাণ্ডবান্, ব্যপযাস্যাব ইতি বিসর্গলোপ আর্ষঃ ॥৫২॥

হত্বেতি। স্বর্গগাঃ স্বর্গগামিনো ভবিষ্যামঃ ॥৫৩॥

সর্ব্বেতি। সহায়া ভবিষ্যাম ইতি শেষঃ। এতাবতা প্রবন্ধেন নৃশংসহত্যাব্যাপারাদশ্বত্থাম্নো নিবর্ত্তনমেব কৃপস্য মুখ্যমুদ্দেশ্যমিত্যবধেয়ম্ ॥৫৪॥

এবমিতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, মাতুলেন কৃপেণ ॥৫৫॥

বৎস! ইন্দ্র যেমন দৈত্যসৈন্য জয় করিতে সমর্থ ছিলেন; তুমিও তেমনই পাঞ্চালসৈন্য জয় করিতে সমর্থ আছ ॥৫০॥

আমি ও কৃতবর্ম্মা সম্মিলিতভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, মহাপ্রতাপশালী এবং বজ্রপাণি স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে সহ্য করিতে পারিবেন না ॥৫১॥

বৎস! আমি ও কৃতবর্ম্মা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া, কখনও ফিরিব না ॥৫২॥

আমরা সকলে যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সহিত ক্রুদ্ধ পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া নিবৃত্তি পাইব; অথবা নিহত হইয়া স্বর্গে যাইব ॥৫৩॥

মহাবাহু নিষ্পাপ বৎস! প্রভাতকালে আমরা যুদ্ধে সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার সহায় হইব: ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি' ॥৫৪॥

রাজা! মাতুল কৃপাচার্য্য এইরূপ হিতবাক্য বলিলে, অশ্বত্থামা ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৫৫॥

---

(৫৩)…নিবর্ত্তিষ্যাবহে সর্ব্বে…বজ্র বর্দ্ধ।

আতুরস্য কুতো নিদ্রা নরস্যামর্ষিতস্য চ।
অর্থাংশ্চিন্তয়তশ্চাপি কাময়ানস্য বা পুনঃ ॥৫৬॥
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং পশ্য মেঽদ্য চতুষ্টয়ম্।
যস্য ভাগশ্চতুর্থো মে স্বপ্নমহ্নায় নাশয়েৎ ॥৫৭॥
কিং নাম দুঃখং লোকেঽস্মিন্ পিতুর্বধমনুস্মরন্।
হৃদয়ং নির্দ্দহন্ মেঽদ্য রাত্র্যহানি ন শাম্যতি ॥৫৮॥
যথা চ নিহতঃ পাপৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ।
প্রত্যক্ষমপি তে সর্ব্বং তন্মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

'বিশ্রান্তাশ্চ বিনিদ্রাশ্চ' ইতি প্রাক্তনীং কৃপোক্তিং প্রত্যাচষ্টে আতুরস্যেতি। আতুরস্য পীড়িতস্য, অমর্ষিতস্য ক্রুদ্ধস্য। কাময়ানস্য কামার্ত্তস্য ॥৫৬॥

অথাতুরাদীনাং কতমত্বমিত্যাহ তদিতি। চতুষ্টয়ম্—আতুরত্বম্, অমর্ষিতত্বম, অর্থচিন্তাপরত্বম্, শত্রুসংহারকামত্বঞ্চ। চতুর্থো ভাগ এতেষাং চতুর্ণামেকৈকমেবেত্যর্থঃ। স্বপ্নং নিদ্রাম্, অহ্নায় ঝটিতি ॥৫৭॥

অথোক্তানাং চতুর্ণামেকৈকমেকৈকেন শ্লোকেন আত্মনি যোজয়তি কিমিতি। কিং নাম দুঃখং ন প্রাপ্নোমীতি শেষঃ। নির্দ্দহন্ দুঃখানলঃ। এতেন দুঃখাতুরত্বমাত্মন ইতি সূচিতম্ ॥৫৮॥

যথেতি। তৎ স্মৃতং সৎ। কৃন্ততি ছিনত্তি। এতেনামর্ষো ধ্বনিতঃ ॥৫৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২২—২৩॥ গন্তাস্মি গমিষ্যামি, পদবীমানৃণ্যম্ ॥২৪—৩৮॥ নিহত্বা নিহনিষ্যসি ॥৩৯—৫৬॥ চতুর্থ আতুরাদীনাং চতুর্ণাং মধ্যে একো ভাগঃ অমর্ষঃ মে মম স্বপ্নম্ অহ্নায় ঝটিতি নাশয়েৎ

'মাতুল! যে মানুষ পীড়িত ও ক্রুদ্ধ থাকে, কিংবা বহুবিষয় চিন্তা করে, অথবা কামাকুল হয়, তাহার নিদ্রা হইবে কেন ? ॥৫৬॥

মাতুল! আপনি দেখুন, আজ আমার সে চারিটা অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে; সে চারিটার একটা অবস্থাও যে আমার সত্বরই নিদ্রা নাশ করিতে পারে ॥৫৭॥

আমি পিতৃবধ স্মরণ করিতে থাকিয়া, এই জগতে কোন্ দুঃখ অনুভব করিতেছি না ? সেই দুঃখানল দিবারাত্রিই আমার হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিয়াও নিবৃত্তি পাইতেছে না ॥৫৮॥

পাপাত্মারা যেভাবে আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে; সে সমস্তই আপনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল; স্মরণ করিলে তাহা আমার মর্ম্ম ছেদ করে ॥৫৯॥

কথং হি মাদৃশো লোকে মুহূর্ত্তমপি জীবতি।
দ্রোণহন্তেতি যদ্বাচঃ পাঞ্চালানাং শৃণোম্যহম্ ॥৬০॥
ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বাজৌ নাহং জীবিতুমুৎসহে।
স মে পিতুর্বধাদ্বধ্যঃ পাঞ্চালা যে চ সঙ্গতাঃ ॥৬১॥
বিলাপো ভগ্নসক্‌থস্য যস্তু রাজ্ঞো ময়া শ্রুতঃ।
স পুনর্হৃদয়ং কস্য ক্রূরস্যাপি ন নির্দ্দহেৎ ॥৬২॥
কস্য হ্যকরুণস্যাপি নেত্রাভ্যামশ্রু নাব্রজেৎ।
নৃপতের্ভগ্নসক্‌থস্য শ্রুত্বা তাদৃগ্‌বচঃ পুনঃ ॥৬৩॥
যশ্চায়ং মিত্রপক্ষো মে ময়ি জীবতি নির্জ্জিতঃ।
শোকং মে বর্দ্ধয়ত্যেষ বারিবেগ ইবার্ণবম্।
একাগ্রমনসো মেঽদ্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি শেষঃ। এতেন তদ্বধোপায়চিন্তাকুলত্বং প্রত্যাখ্যাতম্ ॥৬০॥

ধৃষ্টেতি। সঙ্গতাস্তেন সহ তদানীং মিলিতা আসন্। অনেন তদ্বধকামিত্বমুক্তাবিতম্ ॥৬১॥

নিদ্রাভাবে কারণান্তরমাহ বিলাপ ইতি। ভগ্নসক্‌থস্য ভগ্নোরোঃ রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য। ক্রূরস্য কঠিনস্য। অতো মমাপি দহত্যেবেতি ভাবঃ ॥৬২॥

কস্যেতি। অকরুণস্য নির্দ্দয়স্য। নৃপতের্দুর্য্যোধনস্য ॥৬৩॥

য ইতি। বারিবেগো নদ্যাদীনাম্। একাগ্রমনসঃ শত্রুজয় ইতি শেষঃ। ষট্‌পাদঃ ॥৬৪॥

জগতে আমার মত লোক কি করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকে। যেহেতু আমি প্রায়ই পাঞ্চালগণের মুখে এই কথা শুনিতে পাই যে, 'ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রোণহন্তা' ॥৬০॥

আমি যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করিয়া জীবন ধারণই করিতে পারিতেছি না। কারণ, আমার পিতাকে বধ করিয়াছে বলিয়া সে আমার বধ্য এবং তৎকালে যাহারা তাহার সহিত মিলিত ছিল, তাহারাও আমার বধ্য ॥৬১॥

তা'র পর ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনিয়াছি, সে বিলাপ কোন্ কঠিন ব্যক্তিরও হৃদয় দগ্ধ না করে ॥৬২॥

এবং ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের সেইরূপ করুণ বাক্য সকল শুনিয়া কোন্ নির্দ্দয় লোকেরও নয়নযুগল হইতে অশ্রু নির্গত হয় না ? ॥৬৩॥

আমি জীবিত থাকিতেই আমার এই যে মিত্রপক্ষ পরাজিত হইয়াছে, জলের

---

(৬০)···দ্রোণো হন্তেতি···পি রঞ্জ বর্দ্ধ।

বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং হি তানহং পরিরক্ষিতান্।
অবিসহ্যতমান্ মন্যে মহেন্দ্রেণাপি মাতুল ! ॥৬৫॥
ন চাস্মি শক্তঃ সংযন্তুং কোপমেতং সমুত্থিতম্।
ন তং পশ্যামি লোকেঽস্মিন্ যো মাং কোপান্নিবর্ত্তয়েৎ।
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধিরেষা সাধুমতা চ মে ॥৬৬॥
বার্ত্তিকৈঃ কথ্যমানস্তু মিত্রাণাং মে পরাভবঃ।
পাণ্ডবানাঞ্চ বিজয়ো হৃদয়ং দহতীব মে ॥৬৭॥
অহস্তু কদনং কৃত্বা শত্রূণামদ্য সৌপ্তিকে।
ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতজ্বরঃ ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথ প্রভাতে যুদ্ধেন পাণ্ডবপক্ষবিজয়ে তব কথমাপত্তিরিত্যাহ বাস্বিতি। তান্ শত্রূন্ ॥৬৫॥ নেতি। সংযন্তুং সংবরীতুম্। নিশ্চিতা রাত্রাবেব যুদ্ধকরণে। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬৬॥ বার্ত্তিকৈরিতি। বার্ত্তিকৈঃ প্রাগুক্তব্যাখ্যানাদ্যদৃচ্ছয়াগতলোকৈঃ ॥৬৭॥

বেগ যেমন সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে; তেমন সেই মিত্রপক্ষই আমার শোক বর্দ্ধিত করিতেছে। সেই নিমিত্তই আমি শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; সুতরাং আমার কি করিয়া নিদ্রা আসিবে এবং কি করিয়াই বা বিশ্রামসুখ হইবে ॥৬৪॥

মাতুল ! তা'র পর আমি মনে করি—প্রভাতকালে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, সে বিপক্ষগণ ইন্দ্রেরও গুরুতর অসহ্য হইবে ॥৬৫॥

তা'র পর আমার যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংবরণ করিতেও পারিতেছি না এবং যে লোক আমাকে এই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তেমন লোক আমি এই জগতে দেখিতেও পাইতেছি না; এই জন্যই আমি এবিষয়ে বুদ্ধি স্থির করিয়াছি এবং তাহা ভাল করিয়াছি বলিয়াই মনে করিতেছি ॥৬৬॥

আগত লোকগুলিরা যে বলিয়াছিল—'আমার মিত্রগণের পরাজয় ও পাণ্ডবগণের জয় হইয়াছে' তাহা যেন আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে ॥৬৭॥

অতএব আমি এই রাত্রিতেই নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুগণকে সংহার করিয়া পরে বিশ্রাম করিব ও নিদ্রাসুখ লাভ করিব' ॥৬৮॥

(৬৭) বার্ত্তিকৈঃ কথ্যমানস্ত· বঙ্গ বর্দ্ধ। * '··· চতুর্থোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

——:•:——

কৃপ উবাচ।

শুশ্রূষুরপি দুর্মেধাঃ পুরুষোঽনিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
নালং বেদয়িতুং কৃৎস্নৌ ধর্ম্মার্থাবিতি মে মতিঃ ॥১॥
তথৈব তাবন্মেধাবী বিনয়ং যো ন শিক্ষতে।
ন চ কিঞ্চন জানাতি সোঽপি ধর্ম্মার্থনিশ্চয়ম্ ॥২॥
চিরং হ্যপি জড়ঃ শূরঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হ।
ন স ধর্ম্মান্ বিজানাতি দর্ব্বী সূপরসানিব ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি। কদনং মহামারীম্। সৌপ্তিকে ভাবে সুপ্তাবস্থায়াম্। বিশ্রমিতা বিশ্রামং করিষ্যামি। স্বপ্তা নিদ্রাং যাস্যামি। বিগতজ্বরঃ শত্রুবধেন তিরোহিতক্রোধসন্তাপঃ ॥৬৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

——:•:——

শুশ্রূষুরিতি। দুর্মেধা বিকৃতবুদ্ধিঃ, অনিয়তেন্দ্রিয়ঃ অজিতেন্দ্রিয়শ্চ পুরুষঃ, শুশ্রূষুঃ ধর্ম্মার্থৌ জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ সন্নপি, কৃৎস্নৌ সর্ব্বৌ, ধর্ম্মার্থৌ, বেদয়িতুং জ্ঞাতুম্। স্বার্থে ইন্। ন অলং ন শক্তো ভবতি, ইতি মে মতির্ধারণা। অতস্ত্বমপি শোককোপাভ্যাং বিকৃতবুদ্ধিত্বা দনিয়তেন্দ্রিয়ত্বাচ্চ ধর্ম্মার্থৌ শুশ্রূষুরপি জ্ঞাতুং ন শক্নোষীতি ভাবঃ। এবমগ্রত্র সুগমা ভাবা উন্নেয়াঃ ॥১॥

তথেতি। মেধাবী বুদ্ধিমান্, বিনয়ং গুরুজনান্তিকে নম্রতাম্ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মাৎ স্বপেত্যুক্তং তন্ন যুজ্যতে ॥৫৭॥ অনুস্মরন্ অনুস্মরতঃ ন শাম্যতি অমর্ষ ইত্যর্থঃ। সার্দ্ধশ্লোকঃ ॥৫৮—৬৭॥ স্বপ্তা স্বপ্স্যামি ॥৬৮॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন—'বিকৃতবুদ্ধি ও অসংযতচিত্ত লোক বুঝিবার ইচ্ছা করিয়াও সমস্ত ধর্ম্ম ও অর্থ বুঝিতে সমর্থ হয় না; ইহাই আমার ধারণা ॥১॥

সেইরূপই বুদ্ধিমান্ হইয়াও যে লোক গুরুজনের নিকট নম্রতা শিক্ষা না করে, সে লোকও কোন ধর্ম্মার্থনিশ্চয় বুঝিতে পারে না ॥২॥

মুহূর্ত্তমপি তং প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হ।
ক্ষিপ্রং ধর্ম্মান্ বিজানাতি জিহ্বা সূপরসানিব ॥৪॥
শুশ্রূষুস্ত্বেব মেধাবী পুরুষো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
জানীয়াদাগমান্ সর্ব্বান্ গ্রাহ্যঞ্চ ন বিরোধয়েৎ ॥৫॥
অনেয়স্ত্ববমানী যো দুরাত্মা পাপপূরুষঃ।
দিষ্টমুৎসৃজ্য কল্যাণং করোতি বহু পাপকম্ ॥৬॥
নাথবন্তস্তু সুহৃদঃ প্রতিষেধন্তি পাপকাৎ।
নিবর্ত্ততে তু লক্ষ্মীবান্ নালক্ষ্মীবান্ নিবর্ত্ততে ॥৭॥
যথা হ্যুচ্চাবচৈর্বাক্যৈঃ ক্ষিপ্তচিত্তো নিয়ম্যতে।
তথৈব সুহৃদা শক্যো ন শক্যস্ত্ববসীদতি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

চিরমিতি। উপাস্য শিক্ষার্থং নিষেব্য। দর্ব্বী সংঘট্টনদণ্ডবিশেষঃ ॥৩॥

মুহূর্ত্তমিতি। প্রাজ্ঞো বুদ্ধিমান্ জনঃ ॥৪॥

শুশ্রূষুরিতি। আগমান্ শাস্ত্রাণি, গ্রাহ্যমুপাদেয়ং বিষয়ম্, বিরোধয়েৎ বৈমত্যেন পরিত্যজেৎ ॥৫॥

অনেয় ইতি। অনেয়ঃ শিক্ষয়াপি মঙ্গলবিষয়ে প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যঃ। দিষ্টমুপদিষ্টম্ ॥৬॥

নাথেতি। নাথবন্তমভিভাবকবন্তম্। লক্ষ্মীবান্ ভাগ্যবান্। মোপধন্বাদ্বন্তঃ ॥৭॥

যথেতি। উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ, নিয়ম্যতে অসদ্বিষয়াৎ নিবার্য্যতে। শক্যঃ অসদ্বিষয়ান্নিয়ন্তুং যোগ্যো জনো মোদত ইতি শেষঃ। অবসীদতি বিপদ্যতে ॥৮॥

দর্ব্বী (হাতা) যেমন সূপের (ডাইলের) রস অনুভব করিতে পারে না; তেমন নির্ব্বোধ মানুষ বীর হইয়াও এবং দীর্ঘকাল পণ্ডিতের নিকট উপদেশ পাইয়াও ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না ॥৩॥

আবার জিহ্বা যেমন সূপের রস বুঝিতে পারে; তেমন বুদ্ধিমান্ লোক মুহূর্ত্তকালমাত্র পণ্ডিতের নিকট উপদেশ পাইয়াই সত্বর ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন ॥৪॥

বুদ্ধিমান্ ও সংযতচিত্ত মানুষ বুঝিবার ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত শাস্ত্র বুঝিতে পারেন এবং নিজের অমত থাকিলেও উপাদেয় বিষয় পরিত্যাগ করেন না ॥৫॥

যে মানুষ সৎপথে চালাইবার অযোগ্য, নিকৃষ্টচিত্ত ও পাপরুচিসম্পন্ন, সেই মানুষ সুহৃজ্জনের উপদিষ্ট মঙ্গলময় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুতর পাপ করে ॥৬॥

সুহৃজ্জনেরা সহায়শালী লোককে পাপকার্য্য করিতে নিষেধ করে; কিন্তু ভাগ্যবান্ লোক সে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, আর ভাগ্যহীন লোক নিবৃত্ত হয় না ॥৭॥

তথৈব সুহৃদং প্রাজ্ঞং কুর্ব্বাণং কর্ম্ম পাপকম্।
প্রাজ্ঞাঃ সংপ্রতিষেধন্তি যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ ॥৯॥
স কল্যাণে মনঃ কৃত্বা নিয়ম্যাত্মানমাত্মনা।
কুরু মে বচনং তাত! যেন পশ্চান্ন তপ্স্যসে ॥১০॥
ন বধঃ পূজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্ম্মতঃ।
তথৈবাপাস্তশস্ত্রাণাং বিমুক্তরথবাজিনাম্ ॥১১॥
যে চ ব্রূয়ুস্তবাস্মীতি যে চ স্যুঃ শরণাগতাঃ।
বিমুক্তমূর্দ্ধজা যে চ যে চাপি হতবাহনাঃ ॥১২॥
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিমুক্তকবচা বিভো!।
বিশ্বস্তা রজনীং সর্ব্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। প্রাজ্ঞং বুদ্ধিমন্তম্ ॥৯॥

ইদানীং প্রকৃতমুপদিশতি স ইতি। কল্যাণে মঙ্গলকরে বিষয়ে ॥১০॥

নেতি। পূজ্যতে প্রশস্যতে। অপাস্তশস্ত্রাণাং ত্যক্তাস্ত্রাণাম্ ॥১১॥

য ইতি। তব অধীন ইতি শেষঃ। বিমুক্তমূর্দ্ধজাঃ স্খলিতকেশাঃ। তেষামপি বধো ন পূজ্যত ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥১২॥

মানুষ নানাবিধ বাক্যদ্বারা ক্ষিপ্ত চিত্ত লোককে যেমন অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে, তেমনই সুহৃজ্জন ক্ষিপ্তচিত্ত লোককে নিবৃত্ত করিতে পারে; যাহাকে পারে, সে লোক পরে আমোদ অনুভব করে, আর যাহাকে পারে না, সে লোক পরে বিপন্ন হয় ॥৮॥

সেইরূপই বুদ্ধিমান্ সুহৃজ্জন পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বুদ্ধিমান্ সুহৃজ্জনেরা বার বার তাহাকে নিষেধ করিয়া থাকে ॥৯॥

অতএব বৎস! তুমি মঙ্গলের দিকে মন রাখিয়া নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া, আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর; যাহাতে পরে অনুতপ্ত হইবে না ॥১০॥

নিদ্রিত, ত্যক্তশস্ত্র ও অশ্বরথবিহীন লোকদিগকে বধ করিলে, ধর্ম্মানুসারে এই জগতে কেহই তাহার প্রশংসা করে না ॥১১॥

'আমি আপনারই' এইরূপ যাহারা বলে, যাহারা শরণাগত হয়, আকুলতাবশতঃ যাহাদের কেশকলাপ স্খলিত হইয়া যায় এবং যাহাদের বাহন বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে বধ করিলেও কেহ তাহার প্রশংসা করে না ॥১২॥

---

(১) তথৈব সুহৃদোঽপ্রাজ্ঞান্ কুর্ব্বাণান্...নি।

যস্তেষাং তদবস্থানং দ্রুহ্যেত পুরুষোঽনৃজুঃ।
ব্যক্তং স নরকে মজ্জেদগাধে বিপুলেঽপ্লবে ॥১৪॥
সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাং লোকে শ্রেষ্ঠস্ত্বমসি বিশ্রুতঃ।
ন চ তে জাতু লোকেঽস্মিন্ সুসূক্ষ্মমপি কিল্বিষম্ ॥১৫॥
ত্বং পুনঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ শ্বোভূত উদিতে রবৌ।
প্রকাশে সর্ব্বভূতানাং বিজেতা যুধি শাত্রবান্ ॥১৬॥
অসম্ভাবিতরূপং হি ত্বয়ি কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
শুক্লে রক্তমিব ন্যস্তং ভবেদিতি মতির্মম ॥১৭॥

অশ্বত্থামোবাচ।

এবমেব যথাত্থ ত্বং মাতুলেহ ন সংশয়ঃ।
তৈস্তু পূর্ব্বময়ং সেতুঃ শতধা বিদলীকৃতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি। প্রেতা মৃতাঃ, বিচেতসশ্চৈতন্যহীনাঃ ॥১৩॥
য ইতি। তদবস্থানং তদবস্থয়াবস্থিতিম্, দ্রুহ্যেত ব্যাহন্যাৎ, অনৃজুঃ কুটিলঃ ॥১৪॥
সর্ব্বেতি। জাতু কদাচিৎ, কিল্বিষং পাপমস্তীতি শেষঃ ॥১৫॥
ত্বমিতি। শ্বোভূতে পরদিনে জাতে। প্রকাশে দিবালোকে জাতে ॥১৬॥
অসমিতি। অসম্ভাবিতরূপং চিরসৎকর্ম্মপরত্বাৎ সর্ব্বৈরনাশঙ্কিতরূপম ॥১৭॥

প্রভাবশালী বৎস! পাঞ্চালেরা কবচ পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বস্ত হইয়া, আজ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে এবং তখন তাহারা মৃত মানুষদের ন্যায় একেবারে অচেতন হইয়া থাকিবে ॥১৩॥

কূটবুদ্ধি যে মানুষ তাহাদের সেই অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাইবে; নিশ্চয়ই সেই মানুষ অগাধ তরণীবিহীন ও বিশাল নরকার্ণবে মগ্ন হইবে ॥১৪॥

বৎস! তুমি জগতে সমস্ত অস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; অথ চ এই জগতে তোমার কখনও অত্যল্প পাপও ছিল বলিয়া জানি না ॥১৫॥

অতএব আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইলে এবং সমস্ত প্রাণীর পক্ষে দিবালোক প্রকাশ পাইলে, তুমি সূর্য্যের ন্যায় তেজের সহিত যুদ্ধে যাইয়া, শত্রুগণকে জয় করিবে ॥১৬॥

আমার এইরূপ ধারণা যে, শুক্লবর্ণ বস্ত্রে সমর্পিত রক্তবর্ণের ন্যায় তোমাতে গর্হিত কর্ম্মের সম্ভাবনা পূর্ব্বে কেহই করে নাই ॥১৭॥

---

(১৮)···অনুশাসসি মাতুল!·· সমন্তাবিদলীকৃতঃ—নি।

প্রত্যক্ষং ভূমিপালানাং ভবতাঞ্চাপি সন্নিধৌ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ॥১৯॥
কর্ণশ্চ পতিতে চক্রে রথস্য রথিনাং বরঃ।
উত্তমে ব্যসনে সন্নো হতো গাণ্ডীবধন্বনা॥২০॥
তথা শান্তনবো ভীষ্মো ন্যস্তশস্ত্রো নিরায়ুধঃ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য হতো গাণ্ডীবধন্বনা॥২১॥
ভূরিশ্রবা মহেষ্বাসস্তথা প্রায়গতো রণে।
ক্রোশতাং ভূমিপালানাং যুযুধানেন পাতিতঃ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। আথ ব্রবীষি। তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সেতুর্ন্যায়মার্গঃ, বিদলীকৃতো ভগ্নঃ॥১৮॥

অথ কিং তত্র প্রমাণমিত্যাহ প্রত্যক্ষমিতি। ন্যস্তশস্ত্রস্য পাতনমেব ন্যায়ভঙ্গঃ॥১৯॥

কর্ণ ইতি। পতিতে ভূমৌ মগ্নে। ব্যসনে বিপদি, সন্নঃ অবসন্নঃ॥২০॥

তথেতি। নিরায়ুধস্ত্যক্তকার্ম্মুকঃ। ভীষ্মেণ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রীপূর্ব্বস্য চ মুখাদর্শনপ্রতিজ্ঞানাৎ শিখণ্ডিনঃ পুরস্করণমেব ন্যায়ভঙ্গ ইত্যাশয়ঃ॥২১॥

ভূরীতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ, প্রায়গতঃ স্বেচ্ছয়া দেহত্যাগায় স্থিতঃ। ক্রোশতাং 'ন হন্তব্যো ন হন্তব্য' ইত্যুচ্চৈরুচ্চারয়তাম্। অনাদরে ষষ্ঠী। যুযুধানেন সাত্যকিনা। তস্য প্রায়গতত্বঞ্চার্জ্জুনেন ন্যায়ং লঙ্ঘয়তা বাহুচ্ছেদাদিতি সূচিতম্॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

শুশ্রূষুরিতি। দুর্ম্মেধা মূঢ়ঃ, অনিয়তেতি চ্ছেদঃ॥১—৫॥ অনেয়ঃ সন্মার্গং নেতুমশক্যঃ, দিষ্টমুপদিষ্টম্॥৬—১৩॥ অপ্লবে ইতি চ্ছেদঃ॥১৪—১৭॥ বিদলীকৃতঃ দলিতঃ॥১৮॥

অশ্বত্থামা বলিলেন—'মাতুল! আপনি যেরূপ বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে সেই পাণ্ডবেরাই পূর্ব্বে এই ন্যায়সেতু শত ভাগে ভগ্ন করিয়াছে॥১৮॥

রাজাদের সমক্ষে এবং আপনাদের নিকটে আমার পিতৃদেব যখন অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে॥১৯॥

রথের চক্র ভূমিতে মগ্ন হইয়াছিল, সেই বিপদের সময়ে রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই সময়ে অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিয়াছে॥২০॥

শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিলে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অস্ত্র ও ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় অর্জ্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে॥২১॥

অর্জ্জুন ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া, বাহুচ্ছেদন করিলে, মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা রণস্থলে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন; তখন উভয় পক্ষেরই রাজারা 'বধ করিবেন না,

দুর্য্যোধনশ্চ ভীমেন সমেত্য গদয়া রণে।
পশ্যতাং ভূমিপালানামধর্ম্মেণ নিপাতিতঃ ॥২৩॥
একাকী বহুভিস্তত্র পরিবার্য্য মহারথৈঃ।
অধর্ম্মেণ নরব্যাঘ্রো ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥২৪॥
বিলাপো ভগ্নসক্‌থস্য যো মে রাজ্ঞঃ পরিশ্রুতঃ।
বার্ত্তিকানাং কথয়তাং স মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥২৫॥
এবমধার্ম্মিকাঃ পাপাঃ পাঞ্চালা ভিন্নসেতবঃ।
তানেবং ভিন্নমর্য্যাদান্ কিং ভবান্ ন বিগর্হতি ॥২৬॥
পিতৃহন্তৄনহং হত্বা পাঞ্চালান্ নিশি সৌপ্তিকে।
কামং কীটঃ পতঙ্গো বা জন্ম প্রাপ্য ভবামি বৈ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধন ইতি। অধর্ম্মেণ নাভেরধোগদাঘাতাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

তত্রাপ্যতিরিক্তং দোষমাহ একাকীতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। নরব্যাঘ্রো দুর্য্যোধন এব ॥২৪॥

বিলাপ ইতি। ভগ্নসক্‌থস্য ভগ্নোরোঃ। বার্ত্তিকানাং তদানীমাগতানাং জনানাম্ ॥২৫॥

এবমিতি। পাঞ্চালা ইতি পাণ্ডবপক্ষমাত্রোপলক্ষণম্। ভিন্নসেতবো লঙ্ঘিত-ন্যায়মার্গাঃ ॥২৬॥

গুপ্তহত্যয়াধঃপাতোঽপীষ্ট এবেত্যাহ পিত্রিতি। সৌপ্তিকে ভাবে সুপ্তাবস্থায়াম্ ॥২৭॥

বধ করিবেন না' এইরূপ উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেও পাপাত্মা সাত্যকি যাইয়া সেই ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছে ॥২২॥

তা'র পর ভীম গদাদ্বারা অন্যায়ভাবে রাজাদের সমক্ষেই যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে ॥২৩॥

তৎকালে ভীম বহুতর মহারথদ্বারা একাকী নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করাইয়া অন্যায়ভাবে নিপাতিত করিয়াছে ॥২৪॥

তৎপরে বার্ত্তাবাহী লোকদিগের মুখে ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমার মর্ম্মস্থানগুলি যেন ছিন্ন হইয়া যায় ॥২৫॥

এইভাবে পাপাত্মা পাণ্ডবেরা পদে পদে ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছে; সুতরাং ন্যায়-লঙ্ঘনকারী সেই পাণ্ডবগণকে আপনি কি নিন্দা করেন না? ॥২৬॥

অতএব আমি আজ রাত্রিতেই নিদ্রিত অবস্থায় সেই পিতৃহন্তা পাঞ্চালগণকে

---

(২৩)...পশ্যতাং ভূমিপালানামধর্ম্মেণ নিপাতিতঃ—পি। (২৫)...বার্ত্তিকানাং কথয়তাং ...বঙ্গ বর্দ্ধ।

ত্বরে চাহমনেনাদ্য যদিদং মে চিকীর্ষিতম্।
তস্য মে ত্বরমাণস্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥২৮॥
ন স জাতঃ পুমাল্লোঁকে কশ্চিন্ন স ভবিষ্যতি।
যো মে ব্যাবর্ত্তয়েদেতাং বধে তেষাং কৃতাং মতিম্ ॥২৯॥
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ! দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
একান্তে যোজয়িত্বাশ্বান্ প্রায়াদভিমুখঃ পরান্ ॥৩০॥
তমব্রূতাং মহাত্মানৌ ভোজশারদ্বতাবুভৌ।
কিমর্থং স্যন্দনো যুক্তঃ কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥৩১॥
একসার্থপ্রয়াতৌ স্বস্ত্বয়া সহ নরর্ষভ!।
সমদুঃখসুখৌ চাপি নাবাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ত্বর ইতি। ত্বরে ত্বরাং করোমি। মে ময়া, চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টং সুপ্তানাং হননম্ ॥২৮॥
নেতি। ব্যাবর্ত্তয়েৎ নিবর্ত্তয়িতুং শক্নুয়াৎ। দৃঢ়প্রতিজ্ঞোঽবেয়মিতি ভাবঃ ॥২৯॥
এবমিতি। একান্তে একদেশে স্থিতে রথ ইতি শেষঃ ॥৩০॥
তমিতি। ভোজশারদ্বতৌ কৃতবর্ম্মকৃপাচার্য্যৌ। স্যন্দনো রথঃ, যুক্তঃ সজ্জিতঃ ॥৩১॥
একেতি। একঃ অদ্বিতীয়ঃ সমানশ্চ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা তথা প্রয়াতৌ প্রস্থিতৌ, আবাং কৃপকৃতবর্ম্মণৌ। শঙ্কিতুমন্যথা করিষ্যাব ইতি সংশয়িতুম্ ॥৩২॥

বধ করিয়া, সেই পাপে জন্মান্তরে যদি কীট বা পতঙ্গ হই, তাহাও আমার অভীষ্ট ॥২৭॥

আমি এই যাহা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার জন্যই ত্বরান্বিত হইয়াছি; সুতরাং ত্বরান্বিত ব্যক্তির নিদ্রাই বা আসিবে কেন, বিশ্রাম সুখই বা হইবে কেন ॥২৮॥

পাঞ্চালগণের বধ বিষয়ে আমি যে বুদ্ধি স্থির করিয়াছি, তাহা যে ফিরাইতে পারে, তেমন কোন লোক জগতে জন্ম গ্রহণ করে নাই বা করিবেও না' ॥২৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! প্রতাপশালী অশ্বত্থামা এইরূপ বলিয়াই এক-প্রান্তে অবস্থিত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া, শত্রুগণের অভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন ॥৩০॥

তখন মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি কি জন্য রথ সজ্জিত করিয়াছ এবং কি কার্য্যই বা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ? ॥৩১॥

---

(৩২)...সমে দুঃখসুখে চাপি...পি,...ত্বদাজ্ঞাং পিতুমর্হসি—নি।

অশ্বত্থামা তু সংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ।
তাভ্যাং তথ্যং তদাচখ্যৌ যদস্যাত্মচিকীর্ষিতম্ ॥৩৩॥
হত্বা শতসহস্রাণি যোধানাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥৩৪॥
তং তথৈব হনিষ্যামি ন্যস্তবর্ম্মাণমদ্য বৈ ।
পুত্রং পাঞ্চালরাজস্য পাপং পাপেন কর্ম্মণা ॥৩৫॥
কথঞ্চ নিহতঃ পাপঃ পাঞ্চাল্যঃ পশুবন্ময়া ।
শস্ত্রেণ বিজিতাল্লোঁকান্নাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥৩৬॥
ক্ষিপ্রং সন্নদ্ধকবচৌ সখড়্গাবাত্তকার্ম্মুকৌ ।
মামাস্থায় প্রতীক্ষেতাং রথবর্য্যৌ পরন্তপৌ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি। তথ্যং সত্যম্। আত্মনঃ চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্ ॥৩৩॥
কিং তত্তথ্যমিত্যাহ হত্বেতি। ন্যস্তশস্ত্রঃ তৎপ্রবর্ত্তিতমিথ্যামচ্ছোকাদেব ত্যক্তাস্ত্রঃ ॥৩৪॥
তমিতি। ন্যস্তবর্ম্মাণং পুনর্যুদ্ধাসম্ভবাম্মুক্তকবচম্। কর্ম্মণা প্রহারেণ ॥৩৫॥
কথমিতি। কথঞ্চ কেন প্রকারেণ চ। শস্ত্রেণ শস্ত্রাঘাতমৃত্যুনা ॥৩৬॥
ক্ষিপ্রমিতি। আস্থায় আরুহ্য। পরন্তপৌ যুবাম্ ॥৩৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার সহিত এক উদ্দেশ্যেই দুর্য্যোধনের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছি এবং আমাদের সুখ ও দুঃখ তোমার সমানই বটে। অতএব তুমি আমাদের উপরে কোন সন্দেহ করিতে পার না ॥৩২॥

তখন অশ্বত্থামা পিতার বধ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—তাঁহার নিজের যাহা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার নিকটে তাহা সত্যরূপে বলিলেন—॥৩৩॥

'আমার পিতৃদেব সুধার বাণসমূহদ্বারা শত সহস্র যোদ্ধাকে বধ করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যাইয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছে ॥৩৪॥

আমিও আজ সেইভাবেই পাপজনক প্রকারে কবচবিহীন, পাঞ্চালরাজপুত্র পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিব ॥৩৫॥

আমার ইচ্ছা এই যে, আমি কোনপ্রকারে পশুর ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করায় সে পাপাত্মার আর শস্ত্রহত লোকের প্রাপ্য স্বর্গ লাভ করিতে না পারে ॥৩৬॥

অতএব শত্রুসন্তাপক আপনারা দুইজন সত্বর বর্ম্ম ধারণ করিয়া, তরবারি ও ধনু লইয়া, উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকুন' ॥৩৭॥

ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় প্রায়াদভিমুখঃ পরান্।
তমন্বগাৎ কৃপো রাজন্! কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥৩৮॥
তে প্রয়াতা ব্যরোচন্ত পরানভিমুখাস্ত্রয়ঃ।
হূয়মানা যথা যজ্ঞে সমিদ্ধা হব্যবাহনাঃ ॥৩৯॥
যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সংপ্রসুপ্তজনং বিভো!।
দ্বারদেশন্তু সংপ্রাপ্য দ্রৌণিস্তস্থৌ মহারথঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে দ্রৌণিপাণ্ডবশিবিরগমনে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:০:———

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। প্রায়াৎ অশ্বত্থামা প্রাতিষ্ঠত। সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ ॥৩৮॥

ত ইতি। সমিদ্ধাঃ প্রজ্বলিতাঃ, হব্যবাহনা দক্ষিণাগ্নিগার্হপত্যাহবনীয়াখ্যাঃ ॥৩৯॥

যযুরিতি। সংপ্রসুপ্তাঃ সম্যঙ্‌নিদ্রিতা জনা যস্মিন্ তৎ। দ্রৌণিরশ্বত্থামা ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যক্ষমিতি। দুষ্টো দৌষ্টোনৈব জেতব্য ইত্যর্থঃ ॥১৯—২২॥ অধর্ম্মেণ নাভেরধস্তাৎ প্রহারেণ ॥২৩—২৪॥ বার্ত্তিকানাং বার্ত্তাহরাণাম্ ॥২৫—৩১॥ একসার্থপ্রয়াতৌ স্বঃ একসাহিত্যেন প্রযত্নবন্তৌ স্বঃ, অস্তের্লট্ উত্তমস্য দ্বিবচনম্ ॥৩২—৪০॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

রাজা! অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ করিয়া, শত্রুগণের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা রথারোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তাঁহারা তিনজন শত্রুগণের অভিমুখে প্রস্থান করিয়া, যজ্ঞে আহুতি প্রদানে প্রজ্বলিত দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক তিনটী অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিলেন ॥৩৯॥

রাজা! ক্রমে তাঁহারা তিন জন পাণ্ডবশিবিরের নিকটে গমন করিলেন। তৎকালে শিবিরের লোকেরা সকলেই নিদ্রিত ছিল; কিন্তু মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরের দ্বারদেশে আসিয়া অবস্থান করিলেন' ॥৪০॥

---

* '.. পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ' পি বন্ধ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দ্বারদেশে ততো দ্রৌণিমবস্থিতমবেক্ষ্য তৌ।
অকুর্ব্বতাং ভোজকৃপৌ কিং সঞ্জয়! বদস্ব মে ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ।

কৃতবর্ম্মাণমামন্ত্র্য কৃপঞ্চ স মহারথঃ।
দ্রৌণির্মন্যুপরীতাত্মা শিবিরদ্বারমাসদৎ ॥২॥
তত্র ভূতং মহাকায়ং চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
সোঽপশ্যদ্দ্বারমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং লোমহর্ষণম্ ॥৩॥
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরবিস্রবম্।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥৪॥
বাহুভিঃ স্বায়তৈঃ পীনৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
বদ্ধাঙ্গদমহাসর্পং জ্বালামালাকুলাননম্ ॥৫॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং ব্যাদিতাস্যং ভয়ানকম্।
নয়নানাং সহস্রৈশ্চ বিচিত্রৈরভিভূষিতম্ ॥৬॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

দ্বারেতি। দ্বারদেশে পাণ্ডবশিবিরস্য। ভোজবংশীয়ঃ কৃতবর্ম্মা ॥১॥

কৃতেতি। মন্যুনা ক্রোধেন পরীতাত্মা ব্যাপ্তচিত্তঃ। আসদৎ অভ্যগচ্ছৎ ॥২॥

তত্রেতি। ভূতং কঞ্চিৎ প্রাণিনম্। অশ্বত্থাম্না শিবস্যাদৃষ্টপূর্ব্বত্বাৎ ভূতমিতি সামান্যেন নির্দ্দেশঃ। বসানং পরিদধানম্, ব্যাঘ্রস্যেদমিতি বৈয়াঘ্রম্। মহান্ রুধিরবিস্রবো মুখাৎ রক্তস্রাবো যস্য তম্। কৃষ্ণাজিনং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম উত্তরাসঙ্গ উত্তরীয়ং যস্য তম্। নাগঃ কশ্চিৎ সর্প এব যজ্ঞোপবীতমস্যাস্তীতি তম্। স্বায়তৈরতিদীর্ঘৈঃ, পীনৈঃ স্থূলৈঃ, নানাপ্রহরণানি বহুবিধাস্ত্রাণি উদ্যতানি উত্তোলিতানি যেষু তৈর্বিশিষ্টম্। বদ্ধা বাহুষু ধৃতা

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে পাণ্ডবশিবিরের দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকট বল' ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—'অত্যন্তক্রুদ্ধচিত্ত মহারথ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া, শিবিরদ্বারের নিকটে গমন করিলেন ॥২॥

(৩)··দ্বারমাবৃত্য···নি। (৪)···বসারুধিরবিস্রবম্···নি। (৫)···স্বায়তৈঃ পীনৈঃ···নি।

নৈব তস্য বপুঃ শক্যং প্রবক্তুং বেশ এব চ।
সর্ব্বথা তু তদালক্ষ্য স্ফুটেয়ুরপি পর্ব্বতাঃ ॥৭॥
তস্যাস্যনাসিকাভ্যাস্ত শ্রবণাভ্যাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্রেভ্যঃ প্রাদুরাসন্মহার্চ্চিষঃ ॥৮॥
তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৯॥
তদত্যদ্ভুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্।
দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈরস্ত্রবর্ষৈরবাকিরৎ।
দ্রৌণিমুক্তাঞ্ছরাংস্তাংস্ত তদ্ভূতং মহদগ্রসৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অঙ্গদানি কেয়ূরাণীব মহান্তঃ সর্পা যেন তম্। জ্বালামালয়া তেজঃশিখাশ্রেণ্যা আকুলং ব্যাপ্তমাননং যস্য তম্। দংষ্ট্রয়া দন্তশ্রেণ্যা করালং ভীষণং বদনং যস্য তম্। ব্যাদিতাস্যং প্রকটিতমুখম্ ॥৩—৬॥

নেতি। প্রবক্তুং প্রকর্ষেণ বর্ণয়িতুম্। স্ফুটেয়ুর্বিদীর্ণা ভবেয়ুঃ ॥৭॥

তস্যেতি। আস্যং মুখম্, শ্রবণাভ্যাং কর্ণাভ্যাম্। মহার্চ্চিষো বিশালাগ্নিশিখাঃ ॥৮॥

তথেতি। তেজসাং মরীচিভ্যঃ কিরণেভ্যঃ। হৃষীকেশা বিষ্ণবঃ ॥৯॥

তখন অশ্বত্থামা সেই দ্বারদেশে দর্শন করিলেন—একটা ভীষণ পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার শরীর বিশাল, শরীরের তেজ চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য, পরিধানে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম, উত্তরীয় বসনের স্থানে কৃষ্ণসারের চর্ম্ম ও গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে; মুখ হইতে রক্তের ধারা পড়িতেছে, অতিদীর্ঘ ও স্থূল বহুতর বাহু প্রকাশ পাইতেছে, সে গুলিতে আবার নানাবিধ অস্ত্র উত্তোলিত আছে, প্রত্যেক বাহুতেই মহাসর্পের কেয়ূর রহিয়াছে, মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, দন্তপঙ্‌ক্তি দুইটা মুখখানাকে অতিভীষণ করিয়াছে, মুখমণ্ডল বিবৃত রহিয়াছে এবং বিচিত্র সহস্র নয়ন প্রকাশ পাইতেছে ॥৩—৬॥

সেই পুরুষের আকৃতির বা বেশের বর্ণনা করা আমার শক্তিসাধ্য নহে; (তবে এইটুকু বলিতে পারি যে,) সেই পুরুষকে দেখিয়া পর্ব্বত সকলও ভয়ে নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥৭॥

সেই পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল এবং সেই বহু সহস্র নেত্র হইতে বিশাল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল ॥৮॥

এবং সেই অগ্নিশিখার কিরণ হইতে শত শত ও সহস্র সহস্র শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু আবির্ভূত হইতেছিলেন ॥৯॥

উদধেরিব বার্য্যোঘান্ পাবকো বড়বামুখঃ।
অগ্রসত্তাংস্তদা ভূতং দ্রৌণিনা প্রহিতাঙ্গুরান্ ॥১১॥
অশ্বত্থামা তু সংপ্রেক্ষ্য শরৌঘাংস্তান্নিরর্থকান্।
রথশক্তিং মুমোচাস্মৈ দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১২॥
সা তমাহত্য দীপ্তাগ্রা রথশক্তিরদীর্য্যত।
যুগান্তে সূর্য্যমাহত্য মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা ॥১৩॥
অথ হেমৎসরুং দিব্যং খড়্গমাকাশবর্চ্চসম্।
কোষাৎ সমুদ্ববর্হাশু বিলাদ্দীপ্তমিবোরগম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ভূতং পুরুষম্। অব্যথিতো নির্ভয়ঃ। তদ্ভূতং কর্ত্তৃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
উদধেরিতি। বড়বা অশ্বী তস্যা মুখমিব মুখং যস্য সঃ। ভূতং স পুরুষঃ ॥১১॥
অশ্বেতি। রথশক্তিং রথস্থিতং শক্তিনামকমস্ত্রম্। মুমোচ চিক্ষেপ ॥১২॥
সেতি। দীপ্তাগ্রা জ্বলিতমুখী। যুগান্তে প্রলয়কালে ॥১৩॥
অথেতি। হেম্নঃ স্বর্ণস্য ৎসরুর্মুষ্টিদেশো যস্য তম্। আকাশস্যেব বর্চ্চো নির্ম্মলং তেজো যস্য তম্। সমুদ্ববর্হ নিষ্কাষয়ামাস অশ্বত্থামেতি শেষঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্বারদেশে ইতি ॥১—৪॥ বদ্ধাঃ মহাসর্পাঃ অঙ্গদরূপা যেন তম্, অগ্নিজ্বালাব্যাপ্তমুখং ক্রুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫॥ নয়নানাং সহস্রৈরিত্যনেনালৌকিকত্বং দর্শিতম্ ॥৬—১১॥ রথশক্তিং

অশ্বত্থামা অতিশয় অদ্ভুত ও জগতের ভয়ঙ্কর সেই পুরুষকে দেখিয়াও নির্ভয়চিত্ত হইয়াই তাহার দিকে অলৌকিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সেই বিশাল পুরুষও অশ্বত্থামনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল গ্রাস করিতে লাগিল ॥১০॥

বাড়বানল যেমন সমুদ্রের জলপ্রবাহ গ্রাস করে; তেমন সেই পুরুষও অশ্বত্থাম-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল গ্রাস করিতে থাকিল ॥১১॥

অশ্বত্থামা সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ দেখিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় একটা রথশক্তি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

তখন প্রলয়কালীন আকাশচ্যুত বিশাল উল্কা যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়; তেমন অশ্বত্থামার সেই উজ্জ্বল রথশক্তিটাও সেই পুরুষকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল ॥১৩॥

তাহার পর ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমন গর্ত্তের ভিতর হইতে উজ্জ্বল সর্প

---

(১৪)···কোষাৎ সমুদ্ধারাশু···পি।

ততঃ খড়্গবরং ধীমান্ ভূতায় প্রাহিণোত্তদা।
স তদাসাদ্য ভূতং বৈ বিলং নকুলবদ্যযৌ ॥১৫॥
ততঃ স কুপিতো দ্রৌণিরিন্দ্রকেতুনিভাং গদাম্।
জ্বলন্তীং প্রাহিণোত্তস্মৈ ভূতং তামপি চাগ্রসৎ ॥১৬॥
ততঃ সর্ব্বায়ুধাভাবে বীক্ষমাণস্ততস্ততঃ।
অপশ্যৎ কৃতমাকাশমনাকাশং জনার্দ্দনৈঃ ॥১৭॥
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রো নিরায়ুধঃ।
অব্রবীদতিসন্তপ্তঃ কৃপবাক্যমনুস্মরন্ ॥১৮॥
ব্রুবতামপ্রিয়ং পথ্যং সুহৃদাং ন শৃণোতি যঃ।
স শোচত্যাপদং প্রাপ্য যথাহমতিবর্ত্ত্য তৌ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ধীমান্ অশ্বত্থামা। স খড়্গঃ, ভূতং ভূতমুখবিবরম্ ॥১৫॥

তত ইতি। ইন্দ্রকেতুনিভামিন্দ্রধ্বজতুল্যাম্। ভূতং স পুরুষঃ ॥১৬॥

তত ইতি। জনার্দ্দনৈঃ তদ্ভূততেজোনির্গতৈঃ প্রাগুক্তহৃষীকেশৈঃ, আকাশং গগনম্, অনাকাশং নিরবকাশং কৃতমপশ্যদশ্বত্থামা ॥১৭॥

তদিতি। নিরায়ুধঃ সর্ব্বাস্ত্রশূন্যঃ, তেন ভূতেনৈব গ্রাসাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

চক্রম্ ॥১২॥ যুগান্তে মিথুনরাশেরন্তে অতিদীপ্তম্ ॥১৩—১৬॥ অনাকাশং নিরবকাশম্ ॥১৭—১৮॥ অতিবর্ত্ত্য অতিক্রম্য, তৌ তয়োঃ কৃপকৃতবর্ম্মণোর্বাক্যমিতি শেষঃ ॥১৯॥

নিষ্কাশিত করে; তেমন অশ্বত্থামাও কোষের ভিতর হইতে স্বর্ণমুষ্টি ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন ॥১৪॥

তৎপরে অশ্বত্থামা সেই তরবারি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন; তখন নকুল (বেজী) যেমন গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ করে, তেমন সেই তরবারিখানা যাইয়া সেই পুরুষের মুখবিবরের ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১৫॥

তদনন্তর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উজ্জ্বল একটা গদা সেই পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; পরে সেই পুরুষ সেই গদাটাকেও গ্রাস করিল ॥১৬॥

তাহার পর সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষ হইয়া গেলে, অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া দেখিলেন—পূর্ব্বোক্ত শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুগণ আকাশটাকে নিরবকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ॥১৭॥

পরে সে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া নিরস্ত্র অশ্বত্থামা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া, কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন—॥১৮॥

শাস্ত্রদৃষ্টানবিদ্বান্ যঃ সমতীত্য জিঘাংসতি।
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্ম্ম্যাৎ কুপথে প্রতিহন্যতে ॥২০॥
গোব্রাহ্মণনৃপস্ত্রীষু সখ্যুর্ম্মাতুর্গুরোস্তথা।
হীনপ্রাণজড়ান্ধেষু সুপ্তভীতোত্থিতেষু চ ॥২১॥
মত্তোন্মত্তপ্রমত্তেষু ন শস্ত্রাণি নিপাতয়েৎ।
ইত্যেবং গুরুভিঃ পূর্ব্বমুপদিষ্টং নৃণাং সদা ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
সোঽহমুৎক্রম্য পন্থানং শাস্ত্রদৃষ্টং সনাতনম্।
অমার্গেণৈবমারভ্য ঘোরামাপদমাগতঃ ॥২৩॥
তাঞ্চাপদং ঘোরতরাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
যদুদ্যম্য মহৎ কৃত্যং ভয়াদপি নিবর্ত্ততে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্রুবতামিতি। পথ্যং হিতম্। অতিবর্ত্ত্য অতিক্রম্য, তৌ কৃপকৃতবর্ম্মাণৌ ॥১৯॥

শাস্ত্রেতি। জিঘাংসতি হন্তুমিচ্ছতি। প্রতিহন্যতে ব্যাহতকামো ভবতি ॥২০॥

গবিতি। নৃপো যজ্ঞপ্রবৃত্তো রাজা "রাজ্ঞাঞ্চ সবনস্থানাং ব্রহ্মহত্যাসমো বধঃ" ইতি স্মরণাৎ। স্ত্রীসামান্যোক্তাবপি পুনর্মাতুরুপাদানং তৎপ্রহারে অধিকদোষজ্ঞাপনার্থম্। হীনপ্রাণো দুর্ব্বলঃ, জড়ঃ অকর্ম্মণ্যঃ, সুপ্তো নিদ্রিতঃ, উত্থিতো নিদ্রাতঃ সদ্যো জাগরিতঃ। মত্তো মদ্যপানাদিনা, উন্মত্তো রোগেণ, প্রমত্তঃ কার্য্যান্তরব্যাপৃততয়া অনবহিতঃ। এতদুপদেশাতিক্রমেণ সুপ্তেষু প্রহারপ্রবৃত্ততয়ৈব মমায়ং মহান্ বিঘ্ন ইতি ভাবঃ ॥২১-২২॥

স ইতি। উৎক্রম্য অতিক্রম্য। অমার্গেণ অসৎপথেন ॥২৩॥

সুহৃজ্জনেরা অপ্রিয় অথ চ হিতকর বাক্য বলিলে তাহা যে শ্রবণ না করে, সে লোক—আমি যেমন কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে অতিক্রম করিয়া বিপদে পতিত হইয়াছি, তেমন বিপদে পতিত হয় ॥১৯॥

যে মূর্খলোক নীতিশাস্ত্রদৃষ্ট বিষয় অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহার করিবার ইচ্ছা করে, সে লোক ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া, কুপথে যাইয়া বিফলকাম হয় ॥২০॥

গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপ্রবৃত্ত রাজা, স্ত্রীলোক, সখা, মাতা, গুরু, দুর্ব্বল, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, নিদ্রা হইতে সদ্য জাগরিত, মত্ত, উন্মত্ত এবং অসাবধান ব্যক্তির উপরে কখনও অস্ত্রাঘাত করিবে না—এইরূপ মহর্ষিরা পূর্ব্বে মনুষ্যগণের প্রতি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ॥২১—২২॥

আমি শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন সৎপথ অতিক্রম করিয়া অসৎপথে এইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥২৩॥

---

(২১)…বৃদ্ধবালজড়ান্ধেষু…নি।

অশক্যঞ্চৈব তৎ কর্ত্তুং কর্ম্ম শক্তিবলাদিহ।
ন হি দৈবাদ্‌গরীয়ো বৈ মানুষং কর্ম্ম কথ্যতে ॥২৫॥
মানুষ্যং কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম যদি দৈবান্ন সিধ্যতি।
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্ম্ম্যাদ্বিপদং প্রতিপদ্যতে ॥২৬॥
প্রতিজ্ঞানং হ্যবিজ্ঞানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
যদারভ্য ক্রিয়াং কাঞ্চিদ্ভয়াদিহ নিবর্ত্ততে ॥২৭॥
তদিদং দুষ্প্রণীতেন ভয়ং মাং সমুপস্থিতম্।
ন হি দ্রোণসুতঃ সংখ্যে নিবর্ত্তেত কথঞ্চন ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অথ তবাধুনাপি ন কাচিদাপদিত্যাহ তামিতি। উদ্যম্য আরভ্য। অপিশব্দাৎ শক্তিহীনত্বাচ্চ ॥২৪॥

নন্বিদানীং কিং ন সুপ্তহত্যাং করোমীত্যাহ অশক্যমিতি। শক্তিবলাৎ কেবলাৎ। মানুষং কর্ম্ম পুরুষকারঃ ॥২৫॥

মানুষ্যমিতি। মানুষ্যং পুরুষকারসাধ্যম্। ধর্ম্ম্যাদ্ধর্ম্মাদনপেতাৎ ॥২৬॥

প্রতীতি। প্রতিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাম্, অবিজ্ঞানমজ্ঞানপূর্ব্বকম্ ॥২৭॥

তদিতি। দুষ্প্রণীতেন দুষ্কৃতেন কর্ম্মণা এনং পুরুষং প্রতি প্রহারেণেত্যর্থঃ ॥২৮॥

মানুষ কোন গুরুতর কার্য্য করিবার উদ্যম করিয়া ভয়বশতঃ যে নিবৃত্তি পায়, তাহাকেই জ্ঞানীরা ঘোর বিপদ বলিয়া থাকেন ॥২৪॥

কেবল শক্তির প্রভাবে কোনও গুরুতর কার্য্য করিতে পারা যায় না। কারণ, নীতিজ্ঞেরা বলেন—'দৈব অপেক্ষা পুরুষকার প্রবল নহে' ॥২৫॥

মানুষ পুরুষকারসাধ্য কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কার্য্য যদি দৈববশতঃ সিদ্ধি লাভ না করে, তবে সে মানুষ ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপদাপন্ন হয় ॥২৬॥

জ্ঞানীরা বলেন—'মানুষ কোন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া যদি ভয়বশতঃ নিবৃত্তি পায়, তবে তাহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাটাই অজ্ঞানবশতঃ হইয়াছিল ইহা বলিতে হইবে ॥২৭॥

অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করায় আমার এই

---

(২৫) অশক্যঞ্চৈব কঃ কর্ত্তুং শক্তঃ⋯নি। (২৬)⋯ধর্ম্মাদ্বিপথং⋯বঙ্গ বর্দ্ধ। (২৭) প্রতিঘাতং হ্যবিজ্ঞানং⋯পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ইদঞ্চ সুমহদ্ভূতং দৈবদণ্ডমিবোদ্যতম্।
ন চৈতদভিজানামি চিন্তয়ন্নপি সর্ব্বথা ॥২৯॥
ধ্রুবং যেয়মধর্ম্মেণ প্রবৃত্তা কলুষা মতিঃ।
তস্যাঃ ফলমিদং ঘোরং প্রতিঘাতায় দৃশ্যতে ॥৩০॥
তদিদং দৈববিহিতং মম সংখ্যে নিবর্ত্তনম্।
নান্যত্র দৈবাদুদ্যন্তুমিহ শক্যং কথঞ্চন ॥৩১॥
সোঽহমদ্য মহাদেবং প্রপদ্যে শরণং প্রভুম্।
দৈবদণ্ডমিদং ঘোরং স হি মে নাশয়িষ্যতি ॥৩২॥
কপর্দ্দিনং দেবদেবমুমাপতিমনাময়ম্।
কপালমালিনং রুদ্রং ভগনেত্রহরং হরম্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। ভূতম্ অদৃষ্টপূর্ব্বপ্রাণী, উদ্যতং মাং ব্যাহন্তুমিতি শেষঃ ॥২৯॥
ধ্রুবমিতি। অধর্ম্মেণ অন্যায়েন কলুষা পাপজনিকা। প্রতিঘাতায় বিঘ্নায় ॥৩০॥
তদিতি। দৈবাদন্যত্র দৈবার্জনং বিনা। উদ্যন্তুং শক্যম্, উদ্যমঃ কর্ত্তুং শক্যঃ ॥৩১॥
স ইতি। প্রপদ্যে প্রাপ্নোমি। কপর্দ্দিনং জটাজূটবন্তম্, অনাময়ং সর্ব্বস্যৈব পীড়া নিবর্ত্তকম্। কপালমালিনং নরশিরোমালাধারিণম্। ভগস্য তদাখ্যস্য দেবস্য নেত্রহরং দক্ষযজ্ঞে নয়ননাশকম্ ॥৩২—৩৩॥

ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হউক, অশ্বত্থামা কোন প্রকারেই যুদ্ধে নিবৃত্তি পাইবে না ॥২৮॥

এই বিশাল পুরুষ দৈবদণ্ডের ন্যায় আমার বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অথ চ আমি সর্ব্বপ্রকারে চিন্তা করিয়াও ইহাকে চিনিতে পারিতেছি না ॥২৯॥

অন্যায়ভাবে আমার এই যে পাপমতি হইয়াছিল, আমার বিঘ্নের জন্য নিশ্চয়ই তাহার এই ফল দেখিতেছি ॥৩০॥

অতএব যুদ্ধে আমার এই নিবৃত্তিটা দৈববশতই ঘটিতেছে; সুতরাং দৈব ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই পুনরায় উদ্যম করিতে সমর্থ হইব না ॥৩১॥

অতএব আমি এখন প্রভাবশালী, জটাজূটধারী, দেবদেব, উমাপতি, দুঃখনাশক, নরমুণ্ডমালাসমন্বিত, রুদ্র, ভগদেবের নেত্রনাশক ও কামহন্তা মহাদেবের শরণাপন্ন হইব। নিশ্চয়ই তিনি আমার এই ভীষণ দৈবদণ্ড দূর করিবেন ॥৩২—৩৩॥

---

(৩০)···প্রহিতা কলুষা মতিঃ··· নি। (৩৩) কপর্দ্দিনং প্রপদ্যেঽহং···নি।

স হি দেবোঽত্যগাদ্দেবাংস্তপসা বিক্রমেণ চ।
তস্মাচ্ছরণমভ্যেমি গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে মহাভূতদর্শনে দ্রৌণিচিন্তায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:০:———

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

সঞ্জয় উবাচ।

এবং স চিন্তয়িত্বা তু দ্রোণপুত্রো বিশাংপতে।
অবতীর্য্য রথোপস্থাদ্দেবেশং প্রণতঃ স্থিতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অথান্যান্ দেবান্ বিহায় কথং হরং শরণং প্রপন্নস ইত্যাহ স ইতি। অত্যগাৎ অত্যক্রামৎ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

এবমিতি। রথস্য উপস্থাৎ মধ্যদেশাৎ, দেবেশং মহাদেবম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

শাস্ত্রদৃষ্টান্ অবধ্যত্বেন শাস্ত্রে জ্ঞাতান্, সমতীত্য শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য ॥২০—৩৩॥ দেবান্ অত্যগাৎ দেবেভ্যোঽধিকঃ ॥৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

———:০:———

কারণ, সেই মহাদেবই তপস্যা ও বিক্রমের প্রভাবে অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব সেই শূলপাণি মহাদেবেরই শরণাপন্ন হই' ॥৩৪॥

———:০:———

সঞ্জয় বলিলেন—'নরনাথ! অশ্বত্থামা এইরূপ চিন্তা করিয়া, রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, মহাদেবের সম্মুখে অবনত অবস্থায় রহিলেন ॥১॥

(৩৪)…তস্মাচ্ছরণমভ্যেষে…নি। *'…ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।
(১)…রথোপস্থাদথো স প্রণতঃ স্থিতঃ—নি।

দ্রৌণিরুবাচ।

উগ্রং স্থাণুং শিবং রুদ্রং সর্ব্বমীশানমীশ্বরম্।
গিরিশং বরদং দেবং ভবভাবনমব্যয়ম্ ॥২॥
শিতিকণ্ঠমজং শুক্রং দক্ষক্রতুহরং হরম্।
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥৩॥
শ্মশানবাসিনং দৃপ্তং মহাগণপতিং বিভুম্।
খট্বাঙ্গধারিণং রুদ্রং জটিলং ব্রহ্মচারিণম্ ॥৪॥
মনসা সুবিশুদ্ধেন দুষ্করেণাল্পতেজসা।
সোঽহমাত্মোপহারেণ যক্ষ্যে ত্রিপুরঘাতিনম্ ॥৫॥ (কলাপকম্)
স্তুতং স্তুত্যং স্তূয়মানমমোঘং কৃত্তিবাসসম্।
বিলোহিতং নীলকণ্ঠমসহ্যং দুর্নিবারণম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

উগ্রমিতি। উগ্রং ভীষণমূর্ত্তিম্, স্থাণুং নিত্যতয়া চিরস্থিরম্, শিবং মঙ্গলকরম্, রুদ্রং সংহারমূর্ত্তিম্, সর্ব্বং সর্ব্বব্যাপিনম্, ঈশানং পূর্ব্বোত্তরকোণাধিপতিম্, ঈশ্বরং সর্ব্বোত্তমৈশ্বর্য্য-শালিনম্। গিরিশং কৈলাসপর্ব্বতস্থিতম্, বরদং ভক্তং প্রতি বরদাতারম্, দেবং লীলয়া ক্রীড়াপ্রবৃত্তম্, ভবভাবনং জগৎসৃষ্টিকরম্, অব্যয়মবিনশ্বরম্। শিতিকণ্ঠং কালকূট-পানান্নীলকণ্ঠম্, অজং জন্মরহিতম্, শুক্রং শুক্লবর্ণম্, দক্ষস্য ক্রতুহরং যজ্ঞনাশকম্, হরং কামহন্তারম্। বিশ্বং সর্ব্বমেব রূপং যস্য তম্, বিরূপাণি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপত্বাৎ বিষমাণি অক্ষীণি যস্য তম্, বহুরূপমষ্টমূর্ত্তিত্বাৎ, উমাপতিং পার্ব্বতীভর্ত্তারম্। দৃপ্তং দর্পান্বিতম্, মহতাং গণানাং প্রমথানাং পতিস্তম্, বিভুং ব্রহ্মময়ত্বাদ্ব্যাপিনম্। জটিলং জটাবন্তম্, ব্রহ্মচারিণং মহাযোগিত্বাৎ। সুবিশুদ্ধেন সর্ব্বথা রাগদ্বেষাদিরহিতেন, অল্পতেজসা অকিঞ্চিৎকরেণ। যক্ষ্যে পূজয়িষ্যে ॥২—৫॥

পরে অশ্বত্থামা বলিলেন—'দেবদেব! আমি নির্ম্মলচিত্তে এবং অকিঞ্চিৎকর হইলেও দুষ্কর আত্মোপহার দিয়া আপনার পূজা করিব। কেন না, আপনি—উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান, ঈশ্বর, গিরিশ, বরদাতা, দেব, জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা, অবিনশ্বর, শিতিকণ্ঠ, জন্মরহিত, শুভ্রবর্ণ, দক্ষযজ্ঞনাশক, কামহন্তা, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী, উমাপতি, শ্মশানবাসী, দর্পান্বিত, বিশাল প্রমথগণের অধিপতি, সর্বব্যাপী, খট্বাঙ্গধারী, রুদ্রমূর্ত্তি, জটাজূটযুক্ত ব্রহ্মচারী এবং ত্রিপুর-হন্তা ॥২—৫॥

(২)…ভবভাবনমীশ্বরম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৩)…অজং রুদ্রম্…নি। (৪)…খট্বাঙ্গ-ধারণং মুণ্ডম্…নি। (৫)…স্বহৃচিত্তৈর্ন্যেনং…অত্র ত্বত্তোপহারেণ…নি।

শুভ্রং ব্রহ্মসৃজং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিণমেব চ।
ব্রতবন্তং তপোনিষ্ঠমনন্তং তপতাং গতিম্ ॥৭॥
বহুরূপং গণাধ্যক্ষং ত্র্যক্ষং পারিষদপ্রিয়ম্।
ধনাধ্যক্ষেক্ষিতমুখং গৌরীহৃদয়বল্লভম্ ॥৮॥
কুমারপিতরং পিঙ্গং গোবৃষোত্তমবাহনম্।
তনুবাসসমত্যুগ্রমুমাভূষণতৎপরম্ ॥৯॥
পরং পরেভ্যঃ পরমং পরং যস্মান্ন বিদ্যতে।
ইম্বস্ত্রোত্তমভর্ত্তারং দিগন্তং দেশরক্ষিণম্ ॥১০॥
হিরণ্যকবচং দেবং চন্দ্রমৌলিবিভূষণম্।
প্রপদ্যে শরণং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥১১॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

স্তুতমিতি। সর্ব্বপ্রধানত্বাৎ স্তুতং দেবাদিভিঃ, স্তুত্যং ভাবিকালে, স্তূয়মানং বর্ত্তমানকালে, অমোঘমব্যর্থকামং কৃত্তিবাসসং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানম্, বিলোহিতং রক্তনেত্রম্, অসহ্যং দুর্নিবারঞ্চ মহাশক্তিমত্ত্বাৎ ব্রহ্মসৃজং, বিরিঞ্চিজনকম্, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্, ব্রতবন্তং তপোনিয়মযুক্তম্, অনন্তং ব্রহ্মত্বাদেবাসীমম্, তপতাং তপস্বিনাম্, গণাধ্যক্ষং সাধারণপ্রমথগণনেতারম্, ত্র্যক্ষং ত্রিলোচনম্, পারিষদানাং ভূতানাং প্রিয়ম্। ধনাধ্যক্ষেণ কুবেরেণ ঈক্ষিতং প্রসাদলিপ্সয়া ভক্ত্যা দৃষ্টং মুখং যস্য তম্। কুমারপিতরং কার্ত্তিকেয়জনকম্, পিঙ্গং পিঙ্গলজটম্, গোবৃষঃ প্রধানবৃষভ উত্তমং বাহনং যস্য তম্। তনু ক্ষুদ্রং বাসশ্চর্ম্ম বসনং যস্য তম্। অত্যুগ্রমতি-ভীষণমূর্ত্তিম্, উমায়াঃ পার্ব্বত্যা ভূষণে অলঙ্করণে তৎপরং ব্যাসক্তম্। পরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোঽপি পরমমত্যন্তং পরং শ্রেষ্ঠম্, কিং বহুনা, জগত্যাং যস্মাৎ পরং শ্রেষ্ঠং বস্তু ন বিদ্যতে তম্। ইষবো বাণাঃ তদন্যান্যস্ত্রাণি চ তেষু উত্তমং পাশুপতং নামাস্ত্রং বিভর্ত্তীতি তম্, দিগন্তং দিগন্তব্যাপিনম্, দেশরক্ষিণং জগৎপালকম্। হিরণ্যং স্বর্ণময়ং কবচং যস্য তম্, দেবং দ্যোতমানম্, চন্দ্র এব মৌলের্মস্তকস্য বিভূষণং যস্য তম্। প্রপদ্যে প্রাপ্নোমি, শরণ-মাশ্রয়ম্, সমাধিনা একাগ্রচিত্তভাবেন ॥৬—১১॥

মহাদেব! দেবতারা পূর্ব্বকালে আপনার স্তব করিয়াছেন, ভবিষ্যৎকালে স্তব করিবেন এবং বর্ত্তমানকালেও স্তব করিতেছেন। কারণ, আপনি অব্যর্থকাম, কৃত্তিবাসা, রক্তনেত্র, নীলকণ্ঠ, বিরোধীদিগের অসহ্য ও অনিবার্য্য, নির্ম্মল চিত্ত, সৃষ্টিকর্ত্তারও সৃষ্টিকর্ত্তা, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, তপোনিয়মযুক্ত, তপোনিষ্ঠ, অসীম, তপস্বীদিগের আশ্রয়, বহুরূপ, সামান্য প্রথমগণের অধিপতি, ত্রিলোচন, নিজ পারিষদগণের প্রিয়, কুবেরদৃষ্টমুখ, পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ, কার্ত্তিকের পিতা, পিঙ্গলবর্ণ-

(৮)…ধনাধ্যক্ষপ্রিয়সখং…নি।

ইমাঞ্চেদাপদং ঘোরাং তরাম্যদ্য সুদুস্তরাম্ ।
সর্ব্বভূতোপহারেণ যক্ষ্যেঽহং শুচিনা শুচিম্ ॥১২॥
ইতি তস্য ব্যবসিতং জ্ঞাত্বোদ্‌যোগাৎ স্বকর্ম্মণঃ ।
পুরস্তাৎ কাঞ্চনী বেদী প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ ॥১৩॥
তস্যাং বেদ্যাং তদা রাজন্ ! চিত্রভানুরজায়ত ।
স দিশো বিদিশঃ খঞ্চ জ্বালাভিরভিপূরয়ন্ ॥১৪॥
দীপ্তাস্যনয়নাশ্চাত্র নৈকপাদশিরোভুজাঃ ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা ॥১৫॥
দ্বিপশৈলপ্রতীকাশাঃ প্রাদুরাসন্মহাগণাঃ ।
শ্ববরাহোষ্ট্রবক্ত্রাশ্চ হয়গোমায়ুগোমুখাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ইমামিতি। সর্ব্বভূতস্য ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতময়স্য স্বদেহস্য উপহারেণ, যক্ষ্যে পূজয়িষ্যে শুচিনা পবিত্রেণ, শুচিমগ্নিরূপং ভবন্তম্ ॥১২॥

ইতীতি। তস্য অশ্বত্থাম্নঃ, স্বকর্ম্মণঃ স্বদেহোপহারস্য উদ্‌যোগাৎ ব্যবসিতমধ্যবসায়ং দৃষ্ট্বা স্থিতস্য, মহাত্মনো মহাদেবস্য, পুরস্তাদগ্রতঃ, কাঞ্চনী স্বর্ণময়ী কাচিৎ বেদী পরিষ্কৃতা ভূমিঃ, প্রাদুরাসীৎ। তস্য প্রভাবেণৈবেতি ভাবঃ ॥১৩॥

তস্যামিতি। চিত্রভানুরগ্নিঃ। খমাকাশম্, জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ ॥১৪॥

দীপ্তেতি। দীপ্তানি উজ্জ্বলানি আস্যানি মুখানি নয়নানি চ যেষাং তে, নৈকে বহবঃ পাদাঃ শিরাংসি ভুজাশ্চ যেষাং তে। রত্নৈশ্চিত্রাণি অঙ্গদানি কেয়ূরাণি ধরন্তীতি তে, সমুদ্যতকরাঃ সমুত্তোলিতহস্তাঃ। দ্বিপানাং যে শৈলাস্তেষাং প্রতীকাশাঃ সদৃশাঃ, মহাগণাঃ

জটাধারী, বৃষবাহন, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী, অতিভীষণ মূর্ত্তি, পার্বতীর ভূষণকার্য্যে ব্যাপৃত, ব্রহ্মাদিশ্রেষ্ঠগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, এমন কি জগতে যাহা হইতে কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নাই, বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রমধ্যে উত্তম পাশুপত অস্ত্রধারী, দিগন্তব্যাপী, জগৎ-পালক, স্বর্ণময়কবচযুক্ত, দীপ্তিমান্ ও চন্দ্রশেখর। অতএব মহাদেব! আমি অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে আপনার আশ্রয় লইলাম ॥৬—১১॥

আমি যদি আজ অতিদুস্তর ও ভীষণ এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবে এই পবিত্র দেহ উপহার দিয়া অগ্নিময়মূর্ত্তি আপনার পূজা করিব' ॥১২॥

অশ্বত্থামার এইরূপ নিজ দেহ উপহার দানের উদ্‌যোগ ও অধ্যবসায় দর্শনের পরে, মহাত্মা মহাদেবের সম্মুখে একটা স্বর্ণময়ী বেদী আবির্ভূত হইল ॥১৩॥

রাজা! সেই সময়ে আবার সেই বেদীর উপরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার শিখায় দিক্, বিদিক্ ও আকাশ পূর্ণ হইতে থাকিল ॥১৪॥

ঋক্ষমার্জ্জারবদনা ব্যাঘ্রদ্বীপিমুখাস্তথা।
কোকবক্ত্রাঃ প্লবমুখাঃ শুকবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥১৭॥
মহাজগরবক্ত্রাশ্চ হংসবক্ত্রাঃ সিতপ্রভাঃ।
দার্ব্বাঘাটমুখাশ্চাপি চাসবক্ত্রাশ্চ ভারত! ॥১৮॥
কূর্ম্মনক্রমুখাশ্চৈব শিশুমারমুখাস্তথা।
মহামকরবক্ত্রাশ্চ তিমিবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥১৯॥
হরিবক্ত্রাঃ ক্রৌঞ্চমুখাঃ কপোতেভমুখাস্তথা।
পারাবতমুখাশ্চৈব মদ্গুবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥২০॥
পাণিকর্ণাঃ সহস্রাক্ষাস্তথৈব চ মহোদরাঃ।
নির্ম্মাংসাঃ কাকবক্ত্রাশ্চ শ্যেনবক্ত্রাশ্চ ভারত! ॥২১॥
তথৈবাশিরসো রাজন্! ঋক্ষবক্ত্রাশ্চ ভারত!।
প্রদীপ্তনেত্রজিহ্বাশ্চ জ্বালাবর্ণাস্তথৈব চ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

প্রধানপ্রমথাঃ। শ্বানঃ কুক্কুরা বরাহা উষ্ট্রাশ্চ তেষাং বক্ত্রাণীব বক্ত্রাণি মুখানি যেষাং তে, হয়া অশ্বা গোমায়বঃ শৃগালা গাবশ্চ তেষাং মুখানীব মুখানি যেষাং তে। ঋক্ষা ভল্লুকা মার্জারাশ্চ তেষাং বদনানীব বদনানি যেষাং তে। ব্যাঘ্রা দ্বীপিনোঽপি ব্যাঘ্রবিশেষাশ্চ তেষাং মুখানীব মুখানি যেষাং তে। এবমন্যত্রাপি সমাসা উন্নেয়াঃ। প্লবো বানরঃ। দার্ব্বাঘাটো দ্রোণকাকঃ। শিশুমারো জলজন্তুবিশেষঃ। হরির্ভেকঃ, ইভো হস্তী। মদ্গুর্মৎস্যবিশেষঃ। পাণ্যোঃ কর্ণৌ যেষাং তে। ঋক্ষবক্ত্রা ভল্লুকমুখাঃ। জ্বালাবর্ণা অগ্নিশিখা-

ভরতনন্দন! ক্রমে মহাদেবের সম্মুখে দ্বিপে উত্থিত পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি মহাপ্রমথগণ আবির্ভূত হইল; তাহাদের মুখ ও নয়ন উজ্জ্বল এবং বহুতর চরণ, অনেক মস্তক ও প্রচুর বাহু ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই রত্নময় বিচিত্র কেয়ূর ধারণ করিতেছিল, সকলেই হস্ত উত্তোলন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও শূকরের তুল্য, কাহারও উটের সদৃশ, কাহারও অশ্বের সমান, কাহারও শৃগালের তুল্য, কাহারও গরুর সমান, কাহারও ভল্লুকের মত, কাহারও বিড়ালের ন্যায়, কাহারও ব্যাঘ্রের সদৃশ, কাহারও চিতাবাঘের মত, কাহারও মৃগবিশেষের তুল্য, কাহারও বানরের ন্যায়, কাহারও শুকপক্ষীর তুল্য, কাহারও বিশাল সর্পের ন্যায়, কাহারও হংসের সদৃশ, কাহারও দাঁড়কাকের মত, কতকগুলির চাসপক্ষীর সদৃশ, কতকগুলির কচ্ছপের তুল্য, অনেকের কুম্ভীরের ন্যায়, বহুর শুশুর মত, কতকগুলির বিশাল মকরমৎস্যের সদৃশ, অনেকের তিমিমৎস্যের সমান, অনেকের ভেকের ন্যায়, বহুর কোঁচবকের মত, কতকগুলির গৃহকপোতের

জ্বালাকেশাশ্চ রাজেন্দ্র ! জ্বলদ্রোমচতুর্ভুজাঃ ।
মেষবক্ত্রাস্তথৈবান্যে তথা ছাগমুখা নৃপ ! ॥২৩॥
শঙ্খাভাঃ শঙ্খবক্ত্রাশ্চ শঙ্খকর্ণাস্তথৈব চ ।
শঙ্খমালাপরিকরাঃ শঙ্খধ্বনিসমস্বনাঃ ॥২৪॥
জটাধরাঃ পঞ্চশিখাস্তথা মুণ্ডাঃ কৃশোদরাঃ ।
চতুর্দংষ্ট্রাশ্চতুর্জিহ্বাঃ শঙ্কুকর্ণাঃ কিরীটিনঃ ॥২৫॥
মৌঞ্জীধরাশ্চ রাজেন্দ্র ! তথা কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ ।
উষ্ণীষিণো মুকুটিনশ্চারুবক্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥২৬॥
পদ্মোৎপলাপীড়ধরাস্তথা কুমুটধারিণঃ ।
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

বর্ণাঃ। জ্বলন্তি অগ্নিবদুজ্জ্বলানি রোমাণি যেষাং তে চ চতুর্ভুজাশ্চেতি তে। শঙ্খাভাঃ শঙ্খবচ্ছুভ্রবর্ণাঃ। শঙ্খমালা এব পরিকরা বক্ষোভূষণানি যেষাং তে। মুণ্ডা মুণ্ডিতমস্তকাঃ। শঙ্কুবৎ শল্যানীব কর্ণৌ যেষাং তে। মৌঞ্জীধরা মুঞ্জমেখলাধারিণঃ। কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ কুটিলকেশাঃ। আপীড়ঃ শেখরঃ শতঘ্নীপ্রভৃতিস্ত্রাণি। বদ্ধা ইষুধয়স্তূণীরা যৈস্তে। স্থূণা-

ন্যায়, অনেকের হাতীর মত, অনেকের শ্বেতকপোতের তুল্য, বহুর মদ্‌গুরমৎস্যের সদৃশ, অনেকের কাকের মত এবং কতকগুলির শ্যেনপক্ষীর সদৃশ মুখ ছিল। কতক-গুলি শ্বেতবর্ণ ছিল, কতকগুলির কাণ ছিল হাতে, কতকগুলির হাজার হাজার চোখ ছিল, আবার অনেকের বিশাল উদর ছিল। কাহার কাহার দেহে মাংস ছিল। রাজা! সেইরূপই কতকগুলির মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া, ভল্লুকের ন্যায় মুখ ছিল, কতকগুলির নয়ন ও জিহ্বা জ্বলিতেছিল, অনেকের বর্ণ ছিল অগ্নি-শিখার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বহুর কেশ ছিল অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, অনেকের লোম-গুলি জ্বলিতেছিল, কতকগুলি চতুর্ভুজ ছিল, অনেকের মুখ ছিল মেষমুখের ন্যায়, বহুর মুখ ছিল ছাগমুখের সদৃশ, অনেকের বর্ণ ছিল শঙ্খের ন্যায় শুভ্র, মুখও ছিল শঙ্খের তুল্য এবং কর্ণও ছিল শঙ্খের সদৃশ, অনেকে শঙ্খের মালা ধারণ করিতেছিল, কতকগুলির কণ্ঠস্বর ছিল শঙ্খধ্বনির তুল্য, কতকগুলি জটাধারী, কতকগুলি পঞ্চশিখাশালী, কতকগুলি মুণ্ডিতমস্তক এবং কতকগুলি কৃশোদর ছিল। কতক-গুলির চারিটা দাঁত, অনেকগুলির চারিটা জিহ্বা এবং কতকগুলির কাণ পেরেকের মত ছিল, কতকগুলির মস্তকে মুকুট, কতকগুলির কণ্ঠে মৌঞ্জীমেখলা, কতকগুলির কেশ কুঞ্চিত, কতকগুলির মস্তকে উষ্ণীষ, কতকগুলির মস্তকে মুকুট এবং কতক-গুলির মুখ সুন্দর ছিল, কতকগুলির গাত্রে নানা অলঙ্কার, কতকগুলির মস্তকে

শতঘ্নীবজ্রহস্তাশ্চ তথা মুষলপাণয়ঃ।
ভূষুণ্ডীপাশহস্তাশ্চ গদাহস্তাশ্চ ভারত ! ॥২৮॥
পৃষ্ঠেষু বদ্ধেষুধয়শ্চিত্রবাণা রণোৎকটাঃ।
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ সঘণ্টাঃ সপরশ্বধাঃ ॥২৯॥
মহাপাশোদ্যতকরাস্তথা লগুড়পাণয়ঃ।
স্থূণাহস্তাঃ খড়্গহস্তাঃ সর্পোচ্ছ্রিতকিরীটিনঃ ॥৩০॥
মহাসর্পাঙ্গদধরাশ্চিত্রাভরণধারিণঃ।
রজোধ্বস্তাঃ পঙ্কদিগ্ধাঃ সর্ব্বে শুক্লাম্বরস্রজঃ।
নীলাঙ্গাঃ কপিলাঙ্গাশ্চ মুণ্ডবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥৩১॥ (কুলকম্)
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংস্তে ঝর্ঝরানকগোমুখান্।
অবাদয়ন্ পারিষদাঃ প্রহৃষ্টাঃ কনকপ্রভাঃ ॥৩২॥
গায়মানাস্তথৈবান্যে নৃত্যমানাস্তথাপরে।
লঙ্ঘয়ন্তঃ প্লবন্তশ্চ বল্গন্তশ্চ মহারবাঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

হস্তাঃ প্রস্তরস্তম্ভধারিণঃ। সর্পা এব উচ্ছ্রিতা উন্নতাঃ কিরীটা এষাং সন্তীতি তে, রজোধ্বস্তা ধূল্যাবৃতাঃ, পঙ্কদিগ্ধাঃ কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গাঃ। মুণ্ডবক্ত্রা মুণ্ডিতমস্তকাঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫—৩১॥

ভেরীতি। ঝর্ঝরাদয়োঽপি বাদ্যবিশেষাঃ। কনকপ্রভাঃ স্বর্ণবর্ণাঃ ॥৩২॥

পদ্ম, কতকগুলির মস্তকে উৎপল এবং কতকগুলির মস্তকে কুমুদ ছিল। শত শত ও সহস্র সহস্র ভূত মাহাত্ম্যশালী ছিল। কতকগুলির হাতে শতঘ্নী, অনেকের হাতে বজ্র, কাহার কাহার হাতে মুষল, বহুর হাতে ভূষুণ্ডী, অনেকের হাতে পাশ ও কতকগুলির হাতে গদা ছিল; অনেকের পৃষ্ঠে তূণ বদ্ধ ছিল, রণমত্তগণের হস্তে বিচিত্র বাণ ছিল, অনেকের হাতে ধ্বজ, বহুর হাতে পতাকা, কাহার কাহার হাতে ঘণ্টা, কতকগুলির হাতে পরশু, অনেকের উত্তোলিত হস্তে বিশাল পাশ, অনেকের হাতে লগুড়, বহুর হস্তে প্রস্তরস্তম্ভ, অনেকের হাতে তরবারি, কতকগুলির মস্তকে সর্পের উন্নত কিরীট, অনেকের বাহুতে বিশাল সর্পের কেযূর, অনেকের অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার, বহুর অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের অঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত, সকলের অঙ্গেই শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্রবর্ণ মালা, কতকগুলির অঙ্গ নীলবর্ণ, অনেকের অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ ও অনেকের মস্তক মুণ্ডিত ছিল ॥১৫—৩১॥

সেই স্বর্ণবর্ণ পারিষদগণের মধ্যে অনেকে ভেরী, কেহ কেহ শঙ্খ, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বহু ব্যক্তি ঝর্ঝর, অনেকে আনক ও কতকগুলি গোমুখ বাজাইতেছিল ॥৩২॥

(৩১)···করালাক্ষাঃ সকুন্তাসো ধৃতবক্ত্রাস্তথৈব চ···পি।

ধাবন্তো জবনাশ্চণ্ডাঃ পবনোদ্ধূতমূর্দ্ধজাঃ।
মত্তা ইব মহানাগা বিনদন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥৩৪॥
সুভীমা ঘোররূপাশ্চ শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
নানাবিরাগবসনাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ ॥৩৫॥
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা।
হন্তারো দ্বিষতাং শূরাঃ প্রসহ্যাসহ্যবিক্রমাঃ ॥৩৬॥
পাতারোঽসৃগ্‌বসাদ্যানাং মাংসান্ত্রকৃতভোজনাঃ।
চূড়ালাঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ পিঠরোদরাঃ ॥৩৭॥
অতিহ্রস্বাতিদীর্ঘাশ্চ প্রলম্বাশ্চাতিভৈরবাঃ।
বিকটাঃ কাললম্বোষ্ঠা বৃহচ্ছেফাণ্ডপিণ্ডকাঃ ॥৩৮॥
মহার্হনানামুকুটা মুণ্ডাশ্চ জটিলাঃ পরে।
সার্কেন্দুগ্রহনক্ষত্রাং দ্যাং কুর্য্যুস্তে মহীতলে ॥৩৯॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

গায়েতি। লঙ্ঘয়ন্তঃ ক্ষুদ্রপারিষদান্, প্লবন্তঃ গগনে উত্তিষ্ঠন্তঃ, বল্গন্ত উল্লম্ফনাদিকং কুর্ব্বন্তঃ। জবনা বেগবন্তঃ, চণ্ডা অত্যন্তকোপনাঃ। পবনোদ্ধূতা বায়ুচালিতা মূর্দ্ধজাঃ কেশাঃ যেষাং তে। নাগা গজাঃ। নানা বিরাগা বহুবিধরঞ্জনানি যেষু তানি তাদৃশানি বসনানি যেষাং তে। প্রসহ্য বলেন। পাতারঃ পানকর্ত্তারঃ, মাংসৈরন্ত্রৈঃ শিরাবিশেষৈশ্চ কৃতং ভোজনং যৈস্তে। চূড়ালাশ্চূড়াশালিনঃ, কর্ণিকারাঃ কর্ণিকারবৃক্ষবদুন্নতাঃ। পিঠরোদরাঃ স্থালীতুল্যস্থূলোদরাঃ। কালৌ কৃষ্ণৌ লম্বৌ লম্বিতৌ চ ওষ্ঠৌ যেষাং তে। বৃহন্তি শেফাণ্ডপিণ্ডানি শিশ্নাণ্ডকোষা যেষাং তে। শেফঃশব্দস্য অদন্তত্বমার্ষম্। পিণ্ডশব্দাচ্চ বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ঃ। মহার্হাণি মহামূল্যানি নানা বহুবিধানি মুকুটানি যেষাং তে। মুণ্ডা মুণ্ডিতশিরসঃ, দ্যামাকাশম্, কুর্য্যুঃ কর্ত্তুং শক্নুয়ুঃ, শিবানুগ্রহাৎ স্বপ্রভাবাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩৩—৩৯॥

কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ লঙ্ঘন, কেহ কেহ উল্লম্ফন, কেহ কেহ প্রলম্ফন করিতেছিল; কেহ কেহ মহারবে ও মহাবেগে ধাবিত হইতেছিল, কতকগুলির স্বভাব অত্যন্ত কোপন ছিল, কতকগুলির কেশ বায়ুতে উড়াইতেছিল এবং অনেকে মত্তহস্তীর ন্যায় মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছিল; অনেকের ভীষণ মূর্ত্তি, অনেকের ভয়ঙ্কর বর্ণ এবং বহু ব্যক্তির হস্তে শূল ও পট্টিশ ছিল; অনেকের বস্ত্র সকল নানারাগে রঞ্জিত ছিল, কতকগুলি বিচিত্রমাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিতেছিল। অনেকে রত্নখচিত বিচিত্র কেয়ূর ধারণ করিতেছিল; অনেকে হস্ত উত্তোলন করিয়াছিল, অনেকে অসহ্যবিক্রমশালী, বীর ও বলপূর্ব্বক শত্রুসংহার করিতে সমর্থ ছিল, অনেকে রক্ত ও বসাপ্রভৃতি পান করিত, বহু ব্যক্তি মাংস ও

উৎসহেরংশ্চ যে হন্তুং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্।
যে চ বীতভয়া নিত্যং হরস্য ভ্রূকুটীসহাঃ ॥৪০॥
কামকারকরা নিত্যং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরেশ্বরাঃ।
নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীশা বীতমৎসরাঃ ॥৪১॥
প্রাপ্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যে ন যান্তি চ বিস্ময়ম্।
যেষাং বিস্ময়তে নিত্যং ভগবান্ কর্ম্মভির্হরঃ ॥৪২॥
মনোবাক্‌কর্ম্মভির্ভক্তৈর্নিত্যমারাধিতশ্চ যৈঃ।
মনোবাক্‌কর্ম্মভির্ভক্তান্ পাতি পুত্রানিবৌরসান্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

উদিতি। উৎসহেরন্ শক্নুয়ুঃ, ভূতগ্রামং প্রাণিসমূহম, চতুর্বিধম্—জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপম্। বীতভয়াস্ত্যক্তভয়াঃ সন্তঃ। কামকারকরাঃ স্বেচ্ছয়া কার্য্যকারিণঃ; ঈশ্বরেশ্বরাঃ প্রভূনামপি প্রভবঃ। বাগীশা বক্তারঃ। বীতমৎসরাস্ত্যক্তপরস্পরবিদ্বেষাশ্চ। অষ্টগুণম্—"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥" ইত্যুক্তমষ্টবিধম্। বিস্ময়ং স্বশক্তিষু। আরাধিতো হর ইত্যনুবৃত্তিঃ। ভক্তান্

নাড়ী ভক্ষণ করিত, অনেকের চূড়া ছিল, বহু ব্যক্তির দেহ স্থলপদ্মবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ ছিল, অনেকে সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্ত ছিল, অনেকের উদর স্থালীর ন্যায় স্থূল ছিল, কতকগুলি অত্যন্ত খর্ব্ব, কতকগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, কতকগুলি লুলিতদেহ ও কতকগুলি অতিভীষণ মূর্ত্তি ছিল, কতকগুলির আকার বিকট, কতকগুলির ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বিত, (ঝুলান) কতকগুলির বৃহৎ শিশ্ন ও কতকগুলির বিশাল অণ্ডকোষ ছিল; অনেকের মহামূল্য নানাবিধ মুকুট, অনেকের মুণ্ডিত মস্তক এবং অনেকের মস্তকে জটা ছিল। সেই পারিষদেরা (শিবের অনুগ্রহে ও নিজেদের প্রভাবে) চন্দ্র, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশমণ্ডলকেও ভূতলে পাতিত করিতে পারিত ॥৩৩—৩৯॥

যাহারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণিসমূহ সংহার করিতে সমর্থ ছিল এবং যাহারা নির্ভয়চিত্তে মহাদেবের ভ্রূকুটী সহ্য করিতে পারিত; আর যাহারা ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিত, ত্রিভুবনের প্রভুগণের উপরেও প্রভুত্ব করিতে সমর্থ ছিল এবং সর্বদা আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত বক্তা ও বিদ্বেষবিহীন ছিল, যাহারা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও আপনাদের মহিমায় বিস্ময়াপন্ন হয় নাই, প্রত্যুত যাহাদের কার্য্যে ভগবান্ মহাদেব বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন; যাহারা সর্ব্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া কায়, মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা আরাধনা করে বলিয়া, ভগবান্ মহাদেবও ঔরসপুত্রগণের ন্যায় যে ভক্তগণকে কায়, মন, বাক্য ও

পিবন্তোঽসৃগ্‌বসাশ্চান্যে ক্রুদ্ধা ব্রহ্মদ্বিষাং সদা।
চতুর্ব্বিধাত্মকং সোমং যে পিবন্তি চ সর্ব্বদা ॥৪৪॥
শ্রুতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা চ দমেন চ।
যে সমারাধ্য শূলাঙ্কং ভবসাযুজ্যমাগতাঃ ॥৪৫॥
যৈরাত্মভূতৈর্ভগবান্ পার্ব্বত্যা চ মহেশ্বরঃ।
মহাভূতগণৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ॥৪৬॥
নানাবাদিত্রহসিতক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টগর্জ্জিতৈঃ।
সন্নাদয়ন্তস্তে বিশ্বমশ্বত্থামানমভ্যয়ুঃ ॥৪৭॥ (কুলকম্)
সংস্তবন্তো মহাদেবং ভাঃ কুর্ব্বাণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
বিবর্দ্ধয়িষবো দ্রৌণের্মহিমানং মহাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসমানাস্তত্তেজঃ সৌপ্তিকঞ্চ দিদৃক্ষবঃ ॥৪৮॥
ভীমোগ্রপরিঘালাতশূলপট্টিশপাণয়ঃ।
ঘোররূপাঃ সমাজগ্মুর্ভূতসংঘাঃ সমন্ততঃ ॥৪৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তান্ পারিষদান্। ব্রহ্মদ্বিষাং বেদদ্বিষাম্। চতুর্বিধাত্মকম্—অম্লং মধুরং মাদকং কটুঞ্চ। শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন। দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন। শূলাঙ্কং শূলপাণিম্। ভবস্য তস্যৈব শূলাঙ্কস্য সাযুজ্যং সাহচর্য্যম্। আত্মভূতৈঃ স্বসদৃশৈঃ। ভুঙ্‌ক্তে যজ্ঞভাগমিতি শেষঃ। বাদিত্রাণি বাদ্যধ্বনয়ঃ, ক্ষ্বেড়িতানি সিংহনাদাঃ, উৎক্রুষ্টানি উচ্চৈরাহ্বানানি ॥৪০—৪৭॥

সমিতি। ভাঃ দীপ্তিঃ। বিবর্দ্ধয়িষবো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছবঃ। জিজ্ঞাসমানা জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ।

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১৬॥ প্লবমুখাঃ মণ্ডূকবক্ত্রাঃ ॥১৭॥ দার্ব্বাঘাটঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥১৮—৩৭॥ বৃহন্তঃ শেফাঃ মেঢ্রাণি, অণ্ডাঃ বৃষণাঃ, পিণ্ডিকাঃ জানুনোরধঃ পশ্চাদ্ভাগশ্চ যেষাং তে বৃহচ্ছেফাণ্ডপিণ্ডিকাঃ ॥৩৮—৪৩॥ চতুর্ব্বিধাত্মকং সোমম্ অন্নরূপং লতারসরূপম্ অমৃতরূপং

কর্ম্মদ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন; যাহারা রক্ত ও বসা পান করিতে থাকিয়াও বেদবিদ্বেষী অসুর ও রাক্ষসগণের প্রতি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ থাকে এবং যাহারা সর্বদা চতুর্বিধ সোমরস পান করে; যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্যাচরণ, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-দমনদ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার সহচর হইয়াছে; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা ভগবান্ মহাদেব নিজের তুল্য যে ভূতগণ ও পার্বতীদেবীর সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন; সেই ভূতেরা নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, হাস্যরব, সিংহনাদ, উচ্চস্বরে আহ্বান ও গর্জন করিয়া সমস্ত শিবিরপ্রদেশ নিনাদিত করিতে থাকিয়া অশ্বত্থামার নিকটে গমন করিতে লাগিল ॥৪০—৪৭॥

জনয়েয়ুর্ভয়ং যে স্ম ত্রৈলোক্যস্যাপি দর্শনাৎ।
তান্ প্রেক্ষমাণোঽপি ব্যথাং ন চকার মহাবলঃ ॥৫০॥
অথ দ্রৌণির্ধনুষ্পাণির্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানমুপহারমুপাহরৎ ॥৫১॥
ধনূংষি সমিধস্তত্র পবিত্রাণি শিতাঃ শরাঃ।
হবিরাত্মবতশ্চাত্মা তস্মিন্ ভারত! কর্ম্মণি ॥৫২॥
ততঃ সৌম্যেন মন্ত্রেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উপহারং মহামন্যুরথাত্মানমুপাহরৎ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

সৌপ্তিকং সুপ্তানাং বধব্যাপারম্। দিদৃক্ষবো দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। অলাতানি জ্বলৎকাষ্ঠানি। অতএব অগ্নিশিখান্ধকারেঽপ্যশ্বত্থাম্নো দৃষ্টিসম্ভব ইতি বোধ্যম্ ॥৪৮—৪৯॥

জনয়েয়ুরিতি। ব্যথাং ভয়বেদনাম্, মহাবলঃ অশ্বত্থামা ॥৫০॥

অথেতি। গোধা হস্তাবাপঃ। উপাহরৎ মহাদেবায় প্রায়চ্ছৎ ॥৫১॥

ধনূংষীতি। সমিধঃ কাষ্ঠানি, পবিত্রাণি কুশপত্রাণি ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

চন্দ্রমণ্ডলরূপঞ্চ ক্রমাদধ্যাত্মাধিযজ্ঞাধিদৈবাধিলোকস্থদেবতারূপা ইত্যর্থঃ ॥৪৪—৫২॥ ততঃ সৌম্যেন সোমদৈবত্যেন মন্ত্রেণ। "আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে" ইত্যনেন মন্ত্রেণ আত্মানং শরীরম্ উপহারং হবিষ্যম্ উপাহরৎ উপসাদিতবান্। মন্ত্রার্থস্তু—হে সোম ত্বম্ আপ্যায়স্ব কথং তে ত্বাং প্রতি বিশ্বতঃ সর্ব্বাত্মনা বৃষ্ণ্যং বৃষ্ণেরীশ্বরভাবির্ভাবস্থানং শরীরম্ এতু প্রবিশতু ততশ্চ তেন শরীরেণাপ্যায়িতত্বং সঙ্গথে সংগ্রামে বাজস্য বীর্য্যস্য দাতা ভব, কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বাজং ভব প্রাপয়। ভূপ্রাপ্তাবিত্যস্য রূপম্ ॥৫৩—৬৭॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

ক্রমে ভীষণ পরিঘ, অলাত (মশাল), শূল ও পট্টিশধারী এবং অত্যন্ত তেজস্বী ও ভীষণমূর্ত্তি সেই ভূতেরা মহাদেবের স্তব ও আলোক উৎপাদন করিতে থাকিয়া মহাত্মা অশ্বত্থামার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি, তাঁহার তেজের পরীক্ষা এবং সুপ্তপাণ্ডবপক্ষের হত্যাকাণ্ড দেখিবার ইচ্ছা করিয়া, সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৪৮—৪৯॥

যাহারা দর্শন দান করিয়াই ত্রিভুবনেরও ভয় জন্মাইতে পারে, সেই ভূতগণকে দেখিয়াও মহাবল অশ্বত্থামা কোন ভয় করিলেন না ॥৫০॥

তাহার পর অশ্বত্থামা ধনু, হস্তাবরণ ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া, নিজেই নিজের শরীরটাকে মহাদেবের উদ্দেশে উপহার দিবার উপক্রম করিলেন ॥৫১॥

ভরতনন্দন! সেই হোমকার্য্যে ধনুগুলি সমিধ, সুধার বাণ সকল পবিত্র এবং বলবান্ অশ্বত্থামার দেহটী হবি হইল ॥৫২॥

তং রুদ্রং রৌদ্রকর্ম্মাণং রৌদ্রৈঃ কর্ম্মভিরচ্যুতঃ।
অভিষ্টূত্য মহাত্মানমিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৪॥

দ্রৌণিরুবাচ।

ইমমাত্মানমদ্যাহং জাতমাঙ্গিরসে কুলে।
অগ্নৌ জুহোমি ভগবন্! প্রতিগৃহ্লীষ্ব মাং বলিম্ ॥৫৫॥
তব ভক্ত্যা মহাদেব! পরমেণ সমাধিনা।
অস্যামাপদি বিশ্বাত্মন্! উপাকুর্ম্মি তবাগ্রতঃ ॥৫৬॥
ত্বয়ি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বভূতেষু চাসি বৈ।
গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৫৭॥
সর্ব্বভূতাশ্রয়! বিভো! হবির্ভূতমবস্থিতম্।
প্রতিগৃহাণ মাং দেব! যদ্যশক্যাঃ পরে ময়া ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সৌম্যেন "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদিনামন্ত্রেণ। মহামন্যুরধিকঃ ক্রোধঃ ॥৫৩॥

তমিতি। অচ্যুতো বীরব্রতাদভ্রষ্টঃ অশ্বত্থামা। অভিষ্টূত্য সর্ব্বতোভাবেন স্তুত্বা ॥৫৪॥

ইমমিতি। আত্মানং দেহম্। বলিমুপহারম্ ॥৫৫॥

তবেতি। সমাধিনা ঐকাগ্র্যেণ। উপাকুর্ম্মি উপহরামি ॥৫৬॥

ত্বয়ীতি। প্রধানানামবিকৃততয়া শ্রেষ্ঠানাম্, গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাম্, একত্বং মেলনে-নৈকীভাবঃ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" ইতি সাংখ্যসূত্রাৎ ॥৫৭॥

সর্বেতি। পরে দেহাতিরিক্তা হোমপদার্থাঃ, দাতুমশক্যাঃ তদাপীত্যর্থঃ ॥৫৮॥

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সৌম্যমন্ত্রে মহাদেবকে নিজ শরীরটী উপহার দিতে উদ্যত হইলেন ॥৫৩॥

পরে বীরনিয়মশালী অশ্বত্থামা ভীষণ কার্য্যদ্বারা ভীষণ কর্ম্মা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫৪॥

'ভগবন্! আজ আমি অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন এই দেহটীকে অগ্নিতে হোম করিতেছি; আপনি এই উপহার গ্রহণ করুন ॥৫৫॥

হে বিশ্বাত্মন্! মহাদেব! আপনার প্রতি ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে এই বিপদের সময়ে আপনার সম্মুখে এই দেহ উপহার দিলাম ॥৫৬॥

ভগবন! সমস্ত ভূত আপনাতে রহিয়াছে, আপনিও সমস্ত ভূতে রহিয়াছেন এবং প্রধান গুণগুলির একতা (প্রকৃতি) আপনাতে আছে ॥৫৭॥

হে সর্ব্বভূতের আশ্রয়! হে প্রভো! হে মহাদেব! আমি যদি অন্য উপহার

ইত্যুক্ত্বা দ্রৌণিরাস্থায় তাং বেদীং দীপ্তপাবকাম্।
সংত্যজ্যাত্মানমারুহ্য কৃষ্ণবর্ত্ম্ম্যুপাবিশৎ ॥৫৯॥
তমূর্দ্ধবাহুং নিশ্চেষ্টং দৃষ্ট্বা হবিরুপস্থিতম্।
অব্রবীদ্ভগবান্ সাক্ষান্মহাদেবো হসন্নিব ॥৬০॥
সত্যশৌচার্জ্জবত্যাগৈস্তপসা নিয়মেন চ।
ক্ষান্ত্যা ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ বচসা তথা ॥৬১॥
যথাবদহমারাদ্ধঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
তস্মাদিষ্টতমঃ কৃষ্ণাদন্যো মম ন বিদ্যতে ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)
কুর্ব্বতা তস্য সম্মানং ত্বাঞ্চ জিজ্ঞাসতা ময়া।
পাঞ্চালাঃ সহসা গুপ্তা মায়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৬৩॥
কৃতস্তস্যৈব সম্মানঃ পাঞ্চালান্ রক্ষতা ময়া।
অভিভূতাস্তু কালেন নৈষামদ্যাস্তি জীবিতম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। আস্থায় আরুহ্য, দীপ্তপাবকাং জ্বলিতাগ্নিম্। কৃষ্ণবর্ত্মনি অগ্নৌ ॥৫৯॥

তমিতি। হবিঃ হব্যভূতম্ ॥৬০॥

সত্যেতি। আর্জ্জবং সরলতা, নিয়মেন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টস্নানাদিনা। ক্ষান্ত্যা ক্ষময়া, ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ। আরাদ্ধঃ সুপ্রসন্নাং রক্ষণায়োপাস্তঃ, কৃষ্ণেন বাসুদেবেন ॥৬১—৬২॥

কুর্ব্বতেতি। জিজ্ঞাসতা পরীক্ষিতুমিচ্ছতা। গুপ্তা দ্বাররক্ষণেন রক্ষিতাঃ। মায়াঃ প্রাগুক্তহৃষীকেশভূতগণাবির্ভাবনাদয়ো ব্যাপারাঃ ॥৬৩॥

নাও দিতে পারি; তথাপি আমার এই দেহটীকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি; আপনি ইহা গ্রহণ করুন' ॥৫৮॥

এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা সেই বেদীর উপরে উঠিয়া নিজের মমতা ত্যাগ করিয়া, জ্বলিত বহ্নিযুক্ত অগ্নিতে আরোহণ করিয়া বসিলেন ॥৫৯॥

অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে হব্যরূপে অবস্থান করিলেন দেখিয়া, ভগবান্ মহাদেব হাসিতে হাসিতেই যেন প্রত্যক্ষভাবে বলিলেন—॥৬০॥

'অনায়াসে কার্য্যকারী কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্যা, ব্রত, ক্ষমা, ভক্তি, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও বাক্যদ্বারা যথাযথভাবে আমার আরাধনা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর নাই ॥৬১—৬২॥

সেই কৃষ্ণের সম্মান রাখিবার জন্য এবং তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিতেছি এবং হঠাৎ তোমার নিকটে নানাবিধ মায়া প্রকাশ করিয়াছি' ॥৬৩॥

এবমুক্ত্বা মহাত্মানং ভগবানাত্মনস্তনুম্ ।
আবিবেশ দদৌ চাস্মৈ বিমলং খড়্গমুত্তমম্ ॥৬৫॥
অথাবিষ্টো ভগবতা ভূয়ো জজ্বাল তেজসা ।
বলবাংশ্চাভবদ্‌যুদ্ধে দৈবসৃষ্টেন তেজসা ॥৬৬॥
তমদৃশ্যানি ভূতানি রক্ষাংসি চ সমাদ্রবন্ ।
অভিতঃ শত্রুশিবিরং যান্তং সাক্ষাদিবেশ্বরম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে দ্রৌণিশিবিরপ্রবেশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি। তস্য কৃষ্ণস্য। অভিভূতাঃ পাঞ্চালা আক্রান্তাঃ, অস্তি স্থাস্যন্তি ॥৬৪॥

এবমিতি। মহাত্মানমশ্বত্থামানম্, আত্মনস্তনুং স্বস্যৈব শরীরভূতম্, রুদ্রাংশেনৈবাশ্বত্থাম্নো জাতত্বাৎ তথৈবাদিপর্ব্বণ্যুক্তত্বাৎ। অস্মৈ অশ্বত্থাম্নে ॥৬৫॥

অথেতি। জজ্বাল অশ্বত্থামা। অতএবাস্য সর্ব্বসংহারসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৬৬॥

তমিতি। অদৃশ্যানি সন্তি, ভূতানি প্রাগুক্তাঃ প্রমথাঃ, সমাদ্রবন্ অগচ্ছন্। অভিতঃ সর্ব্বতঃ, ঈশ্বরং মহাদেবম্ ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

আমি পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিতে থাকিয়া কৃষ্ণেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতে-ছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে; সুতরাং আজ উহাদের আর জীবন থাকিবে না' ॥৬৪॥

এইরূপ বলিয়া ভগবান্ মহাদেব নিজেরই অংশস্বরূপ মহাত্মা অশ্বত্থামার শরীরে আবিষ্ট হইলেন এবং অশ্বত্থামাকে একখানা নির্ম্মল উত্তম তরবারি সমর্পণ করিলেন ॥৬৫॥

ভগবান্ মহাদেব শরীরে আবিষ্ট হইলে, অশ্বত্থামা তেজে সাতিশয় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দৈবকৃত তেজে যুদ্ধবিষয়ে গুরুতর বলশালী হইলেন ॥৬৬॥

ক্রমে অশ্বত্থামা শত্রুশিবিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলে, সেই ভূতেরা এবং রাক্ষসেরা অদৃশ্য হইয়া, সাক্ষাৎ মহাদেবেরই তুল্য অশ্বত্থামার সকল দিকে গমন করিতে লাগিল' ॥৬৭॥

---

(৬৫) এবমুক্ত্বা মহেষ্বাসং···পি। (৬৬) অথাদিষ্টো ভগবতা···পি। (৬৭) তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানি···। অভিতঃ শিবিরং যান্তং দ্রোণপুত্রং মহারথম্। দেবদেবং স্বয়ং স্থাণুং ···নি। * '···সপ্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রয়াতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহারথে।
কচ্চিৎ কৃপশ্চ ভোজশ্চ ভয়ার্ত্তৌ ন ন্যবর্ত্ততাম্ ॥১॥
কচ্চিন্ন বারিতৌ ক্ষুদ্রে রক্ষিভির্নোপলক্ষিতৌ।
অসহ্যমিতি মন্বানৌ ন নিবৃত্তৌ মহারথৌ ॥২॥
কচ্চিদুন্মথ্য শিবিরং হত্বা সোমকপাণ্ডবান্।
দুর্য্যোধনস্য পদবীং গতৌ পরমিকাং রণে ॥৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ প্রয়াতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহাত্মনি।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ শিবিরদ্বার্য্যতিষ্ঠতাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। কচ্চিদ্বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ। ভোজস্তদ্বংশীয়ঃ কৃতবর্ম্মা ॥১॥
কচ্চিদিতি। অসহ্যং সুপ্তানাং হননমপি কর্ত্তুমশক্যম্, নিবৃত্তৌ ভোজকৃপৌ ॥২॥
কচ্চিদিতি। উন্মথ্য আলোড্য। পদবীং গতৌ পরৈর্নিহতাবিত্যর্থঃ ॥৩॥
তস্মিন্নিতি। মহাত্মনি মহাসাহসিকে ॥৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলে, কৃপ এবং কৃতবর্ম্মা ভয়ার্ত্ত হইয়া নিবৃত্তি পান নাই ত? ॥১॥

এবং মহারথ কৃপ ও কৃতবর্ম্মা যাইতে লাগিলে, ক্ষুদ্র দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বারণ করে নাই ত? কিংবা 'সমস্ত নিদ্রিতব্যক্তিগণের হত্যা করাও অসাধ্য' ইহা মনে করিয়া তাঁহারা ফিরেন নাই ত? ॥২॥

অথবা তাঁহারা পাণ্ডবশিবির আলোড়নপূর্ব্বক সোমক ও পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া, দুর্য্যোধনের পরম পথে গমন করিয়াছেন কি? (নিহত হইয়াছেন কি?)' ॥৩॥

সঞ্জয় বলিলেন—'অত্যন্ত সাহসী অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরের দিকে গমন করিলে, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তাহার দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪॥

---

(২) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বহবঃ শ্লোকা অধিকা দৃশ্যন্তে। (৩) ইতঃ পরং 'পাঞ্চালৈর্নিহতৌ বীরৌ কচ্চিন্ন স্বপতাং ক্ষিতৌ। কচ্চিত্তাভ্যাং কৃতং কর্ম্ম তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়! ॥' শ্লোকোঽয়মধিকঃ পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

অশ্বত্থামা তু তৌ দৃষ্ট্বা যত্নবন্তৌ মহারথৌ।
প্রহৃষ্টঃ শনকৈ রাজন্! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫॥
যত্তৌ ভবন্তৌ পর্য্যাপ্তৌ সর্ব্বক্ষত্রস্য নাশনে।
কিং পুনর্যোধশেষস্য প্রসুপ্তস্য বিশেষতঃ ॥৬॥
অহং প্রবেক্ষ্যে শিবিরং চরিষ্যামি চ কালবৎ।
যথা ন কশ্চিদপি বাং জীবন্মুচ্যেত মানবঃ।
তথা ভবদ্ভ্যাং কার্য্যং স্যাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৭॥
ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্দ্রৌণিঃ পার্থানাং শিবিরং মহৎ।
অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য বিহায় ভয়মাত্মনঃ ॥৮॥
স প্রবিশ্য মহাবাহুরুদ্দেশজ্ঞশ্চ তস্য হ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য নিলয়ং শনকৈরভ্যুপাগমৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বেতি। যত্নবন্তৌ শত্রুবধে। শনকৈর্মন্দং মন্দম্ ॥৫॥
যত্তাবিতি। যত্তৌ যত্নবন্তৌ, পর্য্যাপ্তৌ সমর্থৌ। যোধানাং শেষস্য অবশেষস্য ॥৬॥
অহমিতি। কালবৎ যম ইব। বাং যুবয়োঃ সকাশাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥
ইতীতি। অদ্বারেণাপ্রশস্তদ্বারেণ, অভ্যবস্কন্দ্য উল্লঙ্ঘ্য। ভাবঃ সুগমঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তথেতি ॥১॥ কচ্চিন্নোপলক্ষিতাবিত্যত্র কচ্চিদিত্যাবর্ত্ততে ॥২—৩॥ পাঞ্চালৈঃ পূর্ব্বং নিহতৌ সন্তৌ স্বপতাং কচ্চিৎ কোপাৎ স্বপতাং পাঞ্চালানাং কর্ম্ম যথাখ্যং তাভ্যাং কচ্চিৎ

রাজা! মহারথ কৃপ ও কৃতবর্ম্মা শত্রুবধে যত্নবান্ হইয়াছেন দেখিয়া, অশ্বত্থামা আনন্দিত হইয়া মৃদু মৃদু ভাবে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন—॥৫॥

'আপনারা যত্নবান্ হইয়া প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত ক্ষত্রিয়কেও বিনাশ করিতে সমর্থ হন; তাহাতে অবশিষ্ট যোদ্ধাদের বিশেষতঃ নিদ্রিতগণের বিনাশবিষয়ে আর কি বলিব ॥৬॥

আমি শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করিব এবং যমের ন্যায় বিচরণ করিব। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, কোন মানুষই জীবিত অবস্থায় যাহাতে আপনাদের নিকট হইতে মুক্তি না পায়, আপনারা সেইরূপ কার্য্যই করিবেন' ॥৭॥

এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা ভয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রশস্তদ্বার দিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বিশাল পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিলেন ॥৮॥

পাণ্ডবশিবিরের প্রদেশজ্ঞ মহাবাহু অশ্বত্থামা প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহের দিকে গমন করিলেন ॥৯॥

তে তু কৃত্বা মহৎ কর্ম্ম শ্রান্তাশ্চ বলবদ্রণে।
প্রসুপ্তাশ্চৈব বিশ্বস্তাঃ সমেত্য পরিবারিতাঃ ॥১০॥
অথ প্রবিশ্য তদ্বেশ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত!।
পাঞ্চাল্যং শয়নে দ্রৌণিরপশ্যৎ সুপ্তমন্তিকাৎ ॥১১॥
ক্ষৌমাবদাতে মহতি স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে।
মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপৈশ্চূর্ণৈশ্চ বাসিতে ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
তং শয়ানং মহাত্মানং বিশ্রব্ধমকুতোভয়ম্।
প্রাবোধয়ত পাদেন শয়নস্থং মহীপতে! ॥১৩॥
সংবুধ্য চরণস্পর্শমুত্থায় রণদুর্ম্মদঃ।
অভ্যজানদমেয়াত্মা দ্রোণপুত্রং মহারথম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উদ্দেশজ্ঞঃ অবস্থিতিস্থানজ্ঞঃ। গুপ্তচরমুখশ্রবণাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

ত ইতি। বলবৎ সাতিশয়ম্। পরিবারিতা আত্মীয়জনৈরিতি শেষঃ ॥১০॥

অথেতি। বেশ্ম গৃহম্। শয়নে শয্যায়াম্; অপশ্যৎ তত্রত্যপ্রদীপালোকেন। ক্ষৌমেণ ক্ষৌমবস্ত্রাবরণেন অবদাতে শুভ্রে। স্পর্দ্ধত ইতি স্পর্দ্ধি তদেবাস্তরণং স্পর্দ্ধ্যাস্তরণং তুলাদি-পূর্ণান্তরাস্তরণবিশেষস্তেন সংবৃতে। বাসিতে সুরভীকৃতে ॥১১—১২॥

তমিতি। বিশ্রব্ধং বিশ্বস্তম্। প্রাবোধয়ত অজাগরয়দশ্বত্থামা ॥১৩॥

সমিতি। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ ॥১৪॥

সেই শিবিরের লোকেরা যুদ্ধে গুরুতর কার্য্য করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শিবিরে আসিয়া, বিশ্বস্তচিত্তে এবং আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিতভাবে নিদ্রা যাইতেছিল ॥১০॥

ভরতনন্দন! তাহার পর অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে প্রবেশ করিয়া নিকটেই দেখিতে পাইলেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন শয্যার উপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। সেই শয্যাটী ভূতলে পাতিত ছিল, তাহাতে একটী স্পর্দ্ধ্যাস্তরণ (গদি) বিন্যস্ত, তাহার উপরে আবার পট্টবস্ত্রের আবরণ ও উত্তম পুষ্পমালা বিস্তৃত ছিল এবং তাহা ধূপচূর্ণে সুবাসিত ছিল ॥১১—১২॥

রাজা! মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশ্বস্তচিত্তে ও অকুতোভয়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন ॥১৩॥

অজ্ঞেয়শক্তি ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন পদাঘাত বুঝিতে পারিয়া, মহারথ অশ্বত্থামাকে জানিতে পারিলেন ॥১৪॥

তমুৎপতন্তং শয়নাদশ্বত্থামা মহাবলঃ।
কেশেম্বালম্ব্য পাণিভ্যাং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥১৫॥
স বলাত্তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধ্বসেন চ ভারত!।
নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচ্চেষ্টিতুং তদা ॥১৬॥
তমাক্রম্য পদা রাজন্! কণ্ঠে চোরসি চোভয়োঃ।
নদন্তং বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুমারমমারয়ৎ ॥১৭॥
তুদন্নখৈস্তু স দ্রৌণিং নাতিব্যক্তমুদাহরৎ।
আচার্য্যপুত্র! শস্ত্রেণ জহি মাং মা চিরং কৃথাঃ।
ত্বৎকৃতে সুকৃতাল্লোঁকান্ গচ্ছেয়ং দ্বিপদাং বর! ॥১৮॥
এবমুক্ত্বা তু বচনং বিররাম পরন্তপঃ।
সুতঃ পাঞ্চালরাজস্য আক্রান্তো বলিনা ভৃশম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উৎপতন্তম্ উত্তিষ্ঠন্তম্, শয়নাৎ শয্যাতঃ। আলম্ব্য ধৃত্বা ॥১৫॥

স ইতি। সাধ্বসেন ভয়েন। চেষ্টিতুমঙ্গানি চালয়িতুম্ ॥১৬॥

তমিতি। উরসি বক্ষসি। পশুমিব মারয়িত্বেতি পশুমারম্। "কর্ম্মণি চোপমানে" ইতি ণম্। অমারয়ৎ প্রাহরৎ ॥১৭॥

তুদন্নিতি। তুদন্ ব্যথয়ন্। নাতিব্যক্তমনতিস্পষ্টম্, উদাহরৎ অবদৎ। ষট্‌পাদঃ ॥১৮॥

এবমিতি। বলিনা শিবতেজসৈব ধৃষ্টদ্যুম্নাপেক্ষয়া সমধিকবলশালিনা অশ্বত্থাম্না ॥১৯॥

পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন শয্যা হইতে উঠিতেছিলেন, এমন সময় মহাবল অশ্বত্থামা হস্তযুগলদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের কেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

ভরতনন্দন! অশ্বত্থামা বলপূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিতে থাকিলে, ভয় ও নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন অঙ্গই সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৬॥

রাজা! সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষে ও কণ্ঠে আক্রমণ করিলেন; তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং ছট্‌ফট্ করিতে থাকিলেন। সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা তাঁহাকে পশুর ন্যায় প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার অঙ্গে নখাঘাত করিতে থাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—'মনুষ্যশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপুত্র! আপনি বিলম্ব করিবেন না। আমাকে অস্ত্রদ্বারা বধ করুন; তাহা হইলে আমি আপনার জন্য পুণ্যলোকে গমন করিতে পারিব' ॥১৮॥

তস্যাব্যক্তাস্তু তাং বাচং সংশ্রুত্য দ্রৌণিরব্রবীৎ।
আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংসন!।
তস্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন ত্বমর্হসি দুর্ম্মতে! ॥২০॥
এবং ব্রুবাণস্তং বীরং সিংহো মত্তমিব দ্বিপম্।
মর্ম্মস্বভ্যবধীৎ ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্ঠীলৈঃ সুদারুণৈঃ ॥২১॥
তস্য বীরস্য শব্দেন মার্য্যমাণস্য বেশ্মনি।
অবুধ্যন্ত মহারাজ! স্ত্রিয়ো যে চাস্য রক্ষিণঃ ॥২২॥
তে দৃষ্ট্বা ধর্ষয়ন্তং তমতিমানুষবিক্রমম্।
ভূতমেবাধ্যবস্যন্তো ন স্ম প্রব্যাহরন্ ভয়াৎ ॥২৩॥
তন্তু তেনাভ্যুপায়েন গময়িত্বা যমক্ষয়ম্।
অধ্যতিষ্ঠত তেজস্বী রথং প্রাপ্য সুদর্শনম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। লোকাঃ স্বর্গাঃ। হে কুলপাংসন! বংশদূষক!। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥
এবমিতি। অভ্যবধীৎ সর্ব্বতোভাবেন প্রাহরৎ। পাদয়োরষ্ঠীলৈগুল্ফৈঃ ॥২১॥
তস্যেতি। মার্য্যমাণস্য প্রহ্রিয়মাণস্য। অবুধ্যন্ত জাগরিতাঃ আসন্ ॥২২॥
ত ইতি। ধর্ষয়ন্তং তীব্রমাক্রামন্তম্। ভূতং দেবযোনিবিশেষম্। অধ্যবস্যন্তো নিশ্চিন্বন্তঃ ॥২৩॥

বলবান্ অশ্বত্থামা তীব্র আক্রমণ করায় শত্রুসন্তাপক ধৃষ্টদ্যুম্ন এইটুকুমাত্র বলিয়াই বিরত হইলেন ॥১৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই অস্পষ্ট বাক্য শুনিয়া অশ্বত্থামা বলিলেন—'কুক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক! গুরুহত্যাকারিগণের পুণ্যলোক প্রাপ্য হয় না। অতএব দুর্ম্মতি! অস্ত্রাঘাতদ্বারা তোর মৃত্যু হওয়া উচিত নহে' ॥২০॥

ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা এইরূপ বলিতে থাকিয়া—সিংহ যেমন মত্তহস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ অতিদারুণ চরণের গোড়ালিদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত মর্ম্মস্থানে তীব্র আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২১॥

মহারাজ! অশ্বত্থামা সেইরূপ প্রহার করিতে লাগিলে, বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের আর্ত্তনাদে সেই গৃহের স্ত্রীলোকেরা এবং যাহারা রক্ষক ছিল, সেই পুরুষেরা জাগরিত হইল ॥২২॥

অশ্বত্থামা বলপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া সেই লোকেরা সকলেই তাঁহাকে অলৌকিকবিক্রমশালী কোন ভূত নিশ্চয় করিয়া ভয়ে কোন্ কথা বলিতে পারিল না ॥২৩॥

স তস্য ভবনাদ্রাজন্ ! নিষ্ক্রম্য নাদয়ন্ দিশঃ ।
রথেন শিবিরং প্রায়াজ্জিঘাংসুর্দ্বিষতো বলী ॥২৫॥
অপক্রান্তে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে মহারথে ।
সহিতৈ রক্ষিভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রণেদুর্যোষিতস্তদা ॥২৬॥
রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ।
ব্যক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত ! ॥২৭॥
তাসাস্তু তেন শব্দেন সমীপে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ।
ক্ষিপ্রঞ্চ সমনহ্যন্ত কিমেতদিতি চাব্রুবন্ ॥২৮॥
স্ত্রিয়স্তু রাজন্ ! বিত্রস্তা ভারদ্বাজং নিরীক্ষ্য তাঃ ।
অব্রুবন্ দীনকণ্ঠেন ক্ষিপ্রমাদ্রবতেতি বৈ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। যমস্য ক্ষয়ং ভবনম্। রথং স্বকীয়মেব। সুদর্শনং শোভনম্ ॥২৪॥
স ইতি। শিবিরং শিবিরান্তরম্। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ ॥২৫॥
অপেতি। অপক্রান্তে নির্গতে। সহিতৈর্মিলিতৈঃ, রক্ষিভিঃ সহ ॥২৬॥
রাজানমিতি। রাজানং পাঞ্চালরাজং ধৃষ্টদ্যুম্নম্। ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়জাতীয়া রমণ্যঃ, ব্যক্রোশন্ উচ্চৈররুদন্ ॥২৭॥
তাসামিতি। শব্দেন আর্ত্তনাদেন, সমীপে স্থিতা ইতি শেষঃ ॥২৮॥
স্ত্রিয় ইতি। ভারদ্বাজমশ্বত্থামানম্। দীনকণ্ঠেন আর্ত্তস্বরেণ। আদ্রবত আগচ্ছত ॥২৯॥

অশ্বত্থামা সেইভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, নিজের সুন্দর রথে আসিয়া আরোহণ করিলেন ॥২৪॥

রাজা ! বলবান্ অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সিংহনাদে দিক্‌সকল পূর্ণ করিতে থাকিয়া, রথারোহণেই পাণ্ডবপক্ষের অন্য শিবিরে গমন করিলেন ॥২৫॥

মহারথ অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবির হইতে নির্গত হইয়া গেলে, সম্মিলিত রক্ষিগণের সহিত স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥২৬॥

ভরতনন্দন ! ধৃষ্টদ্যুম্নের ভোগ্য ক্ষত্রিয়রমণীরা সকলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত দেখিয়া, অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল ॥২৭॥

তাহাদের সেই আর্ত্তনাদে নিকটবর্ত্তী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠেরা সত্বর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং 'এ কি এ কি' এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥২৮॥

---

(২৭)···ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে পি নি। (২৮)···সংভ্রান্তাঃ সমনহ্যন্ত···নি।

রাক্ষসো বা মনুষ্যো বা নৈনং জানীমহে বয়ম্।
হত্বা পাঞ্চালরাজানং রথমারুহ্য তিষ্ঠতি ॥৩০॥
ততস্তে যোধমুখ্যাশ্চ সহসা পর্য্যবারয়ন্।
স তানাপততান্ সর্ব্বান্ রুদ্রাস্ত্রেণ ব্যপোথয়ৎ ॥৩১॥
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ হত্বা স তাংশ্চৈবাস্য পদানুগান্।
অপশ্যচ্ছয়নে সুপ্তমুত্তমৌজসমন্তিকে ॥৩২॥
তমপ্যাক্রম্য পাদেন কণ্ঠে চোরসি তেজসা।
তথৈব মারয়ামাস বিনর্দ্দন্তমরিন্দমম্ ॥৩৩॥
যুধামন্যুশ্চ সংপ্রাপ্তো মত্বা তং রক্ষসা হতম্।
গদামুদ্যম্য বেগেন হৃদি দ্রৌণিমতাড়য়ৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষস ইতি। পাঞ্চালরাজানং ধৃষ্টদ্যুম্নম্। অদন্তত্বাভাব আর্যঃ ॥৩০॥
তত ইতি। পর্য্যবারয়ন্ অশ্বত্থামানং পর্য্যবেষ্টন্ত। ব্যপোথয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৩১॥
ধৃষ্টেতি। পদানুগান্ অনুচরান্। শয়নে শয্যায়াম্ ॥৩২॥
তমিতি। উরসি বক্ষসি, তেজসা বলেন। বিনর্দ্দন্তমার্ত্তনাদং কুর্ব্বন্তম্ ॥৩৩॥
যুধেতি। সংপ্রাপ্ত আগতঃ, রক্ষসা রাক্ষসেন। হৃদি দ্রৌণেরেব বক্ষসি ॥৩৪॥

রাজা! সেই স্ত্রীলোকেরা অশ্বত্থামাকে দেখিয়া, ভয়ে আকুল হইয়া, আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল—'তোমরা সত্বর আইস ॥২৯॥

এটা কি রাক্ষস না মানুষ—ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু এই ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়া, রথে উঠিয়া রহিয়াছে' ॥৩০॥

তাহার পর যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠেরা তৎক্ষণাৎ যাইয়া অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা মহাদেবপ্রদত্ত অস্ত্রদ্বারা আসিবার সময়েই তাহাদিগকে বধ করিলেন ॥৩১॥

এইভাবে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও তাহার অনুচরগণকে বধ করিয়া, একটু অগ্রসর হইয়াই নিকটে দেখিলেন—উত্তমৌজা শয্যার উপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন ॥৩২॥

পরে অশ্বত্থামা চরণদ্বারা বলপূর্ব্বক উত্তমৌজারও বক্ষস্থল এবং কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিলে, শত্রুদমনকারী উত্তমৌজা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; তখন অশ্বত্থামা তাঁহাকেও বধ করিলেন ॥৩৩॥

(৩০)…জানীম কোন্বয়ম্…নি। (৩৪)…মত্বা তং রাক্ষসং স্ম সঃ…নি।

তমভিদ্রুত্য জগ্রাহ ক্ষিতৌ চৈনমতাড়য়ৎ।
বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুবত্তথৈবৈনমমারয়ৎ ॥৩৫॥
তথা স বীরো হত্বা তং ততোহন্যান্ সমুপাদ্রবৎ।
সংসুপ্তানেব রাজেন্দ্র! তত্র তত্র মহারথান্ ॥৩৬॥
স্ফুরতো বেপমানাংশ্চ শমিতেব পশূন্মখে।
ততো নিস্ত্রিংশমাদায় জঘানান্যান্ পৃথগ্ জনান্ ॥৩৭॥
ভাগশো বিচরন্মার্গানসিযুদ্ধবিশারদঃ।
তথৈব গুল্মে সংপ্রেক্ষ্য শয়ানান্মধ্যগৌল্মিকান্।
শ্রান্তান্ ন্যস্তায়ুধান্ সর্ব্বান্ ক্ষণেনৈব ব্যপোথয়ৎ ॥৩৮॥
যোধানশ্বান্ দ্বিপাংশ্চৈব প্রাচ্ছিনৎ স বরাসিনা।
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গঃ কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অভিদ্রুত্য দ্রুতমভিপত্য, ক্ষিতৌ নিপাত্যেতি শেষঃ ॥৩৫॥

তথেতি। বীরঃ অশ্বত্থামা। সমুপাদ্রবৎ অভ্যধাবৎ ॥৩৬॥

স্ফুরত ইতি। শমিতা ছেত্তা। নিস্ত্রিংশং খড়্গম্, পৃথগিতি বীপ্সা জ্ঞেয়া ॥৩৭॥

তথেতি। গুল্মে শিবিরে, মধ্যগৌল্মিকান্ সেনামধ্যগামিনঃ সৈনিকান্ শিবিরমধ্যস্থিতান্ বীরান্ বা। ব্যপোথয়দ্ব্যনাশয়ৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮॥

কোন রাক্ষস উত্তমৌজাকে নিহত করিয়াছে ইহা মনে করিয়া, বিক্রমশালী যুধামন্যু আগমন করিলেন এবং তিনি গদা উত্তোলন করিয়া বেগে অশ্বত্থামার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৩৪॥

তখন অশ্বত্থামা বেগে পতিত হইয়া যুধামন্যুকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, প্রহার করিতে লাগিলেন; সেই সময় যুধামন্যু হস্তপদ সঞ্চালন (ছট্‌ফট্) করিতে লাগিলে, অশ্বত্থামা তাঁহাকেও পশুর ন্যায় হত্যা করিলেন ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাবীর অশ্বত্থামা সেইভাবে যুধামন্যুকে বধ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিদ্রিত অন্যান্য মহারথগণের দিকে বেগে যাইতে লাগিলেন ॥৩৬॥

যজ্ঞীয় পশুগণ কম্পিত ও স্ফুরিত হইতে লাগিলে, ছেদনকারী লোক যেমন সেগুলিকে ছেদন করে; তেমন অশ্বত্থামাও খড়্গ ধারণ করিয়া, স্ফুরিত ও কম্পিত লোকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছেদন করিলেন ॥৩৭॥

অসিযুদ্ধবিশারদ অশ্বত্থামা শিবিরের ভাগে ভাগে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে থাকিয়া, সেইরূপই শিবিরের মধ্যস্থানে নিদ্রিত, পরিশ্রান্ত ও নিরস্ত্র সমস্ত যোদ্ধাকেই ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ করিলেন ॥৩৮॥

বিস্ফুরদ্ভিশ্চ তৈর্দ্রৌণির্নিস্ত্রিংশস্যোদ্যমেন চ।
আক্ষেপণেন চৈবাসেস্ত্রিধা রক্তোক্ষিতোঽভবৎ ॥৪০॥
তস্য লোহিতসিক্তস্য দীপ্তখড়্গস্য যুধ্যতঃ।
অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥৪১॥
যে ত্বজাগ্রত কৌরব্য! তেঽপি শব্দেন মোহিতাঃ।
নিরীক্ষ্যমাণা অন্যোন্যং দ্রৌণিং দৃষ্ট্বা প্রবিব্যথুঃ ॥৪২॥
তদ্রূপং তস্য তে দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষিণঃ।
রাক্ষসং মন্যমানাস্তং নয়নানি ন্যমীলয়ন্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

যোধানিতি। বরাসিনা উত্তমখড়্গেন। কালসৃষ্টো দৈবপ্রেরিতঃ ॥৩৯॥

বীতি। বিস্ফুরদ্ভিঃ সঞ্চলদ্ভিঃ, তৈশ্ছিন্নৈশ্ছিদ্যমানৈশ্চ গজাদিভিঃ, নিস্ত্রিংশস্য খড়্গস্য, উদ্যমেন উত্তোলনেন। আক্ষেপণেন আকর্ষণেন ॥৪০॥

তস্যেতি। লোহিতসিক্তস্য রক্তাপ্লুতস্য, যুধ্যতো যুধ্যমানস্য ॥৪১॥

য ইতি। শব্দেন মার্য্যমাণানামার্ত্তনাদেন। প্রবিব্যথুর্বিভ্যুঃ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃতমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪—৬॥ বাং যুবাং প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥৭—৮॥ উদ্দেশজ্ঞো ধৃষ্টদ্যুম্নস্থলজ্ঞঃ ॥৯—২০॥ পাদাষ্ঠীলৈঃ পাদগ্রন্থিভিঃ পার্ষ্ণিঘাতৈরিত্যর্থঃ ॥২১—৩৯॥ তৈশ্ছিন্নগাত্রৈর্বিস্ফুরদ্ভিস্ত্রেধাং শরীরাদুচ্ছলন্তী রক্তবিন্দুভিরিত্যর্থঃ। অসেঃ শোণিতার্দ্রস্যোদ্যমামুষ্টিদ্বারা লোহিতধারা বাহুমূলমায়াতি, যত্রাসিঃ ক্ষিপ্যতে ততোঽপি স্থানাদ্রক্তবিন্দবঃ উচ্ছলন্তি, তৈস্ত্রিভিঃ

ক্রমে রক্তে অশ্বত্থামার সমস্ত অঙ্গ আপ্লুত হইয়া গেল; সেই অবস্থায় তিনি উত্তম খড়্গদ্বারা দৈবপ্রেরিত যমের ন্যায় হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

ছিন্ন ও ছিদ্যমান লোকদিগের অঙ্গ সঞ্চালন, খড়্গ উত্তোলন এবং খড়্গ আকর্ষণ—এই তিনটী ব্যাপারেই অশ্বত্থামার সমস্ত অঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥৪০॥

রক্তাপ্লুতদেহ ও উজ্জ্বল খড়্গধারী যুধ্যমান অশ্বত্থামার আকৃতিটা অতিভীষণ ও অমানুষিক হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৪১॥

কৌরবনন্দন! তৎকালে যাহারা জাগরিত হইল, তাহারাও অশ্বত্থামাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িল এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, অশ্বত্থামার দিকে চাহিয়া ভয়ে আকুল হইতে লাগিল ॥৪২॥

(৪৩)·· ক্ষত্রিয়াঃ শত্রুকর্শনম···নি

স ঘোররূপো ব্যচরৎ কালবচ্ছিবিরে ততঃ।
অপশ্যদ্‌দ্রৌপদীপুত্রানবশিষ্টাংশ্চ সোমকান্ ॥৪৪॥
তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধনুর্হস্তা মহারথাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং হতং শ্রুত্বা দ্রৌপদেয়া বিশাংপতে!।
অবাকিরন্ শরব্রাতৈর্ভারদ্বাজমভীতবৎ ॥৪৫॥
ততস্তেন নিনাদেন সংপ্রবুদ্ধাঃ প্রভদ্রকাঃ।
শিলীমুখৈঃ শিখণ্ডী চ দ্রোণপুত্রং সমার্দ্দয়ন্ ॥৪৬॥
ভারদ্বাজঃ স তান্ দৃষ্ট্বা শরবর্ষাণি বর্ষতঃ।
ননাদ বলবন্নাদং জিঘাংসুস্তান্মহারথান্ ॥৪৭॥
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্।
অবরুহ্য রথোপস্থাত্ত্বরমাণোঽভিদুদ্রুবে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। তস্য অশ্বত্থাম্নঃ। শত্রুকর্ষিণঃ শত্রুহন্তারঃ ॥৪৩॥
স ইতি। কালবদ্‌যম ইব ॥৪৪॥
তেনেতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। শরাণাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ। ষট্‌পাদঃ ॥৪৫॥
তত ইতি। সংপ্রবুদ্ধা জাগরিতাঃ। প্রভদ্রকাস্তদ্বংশীয়াঃ। শিলীমুখৈর্বাণৈঃ ॥৪৬॥
ভারদ্বাজ ইতি। বর্ষতঃ কুর্ব্বতঃ। ননাদ চকার, বলবন্মহান্তম্ ॥৪৭॥
তত ইতি। রথস্য উপস্থান্মধ্যদেশাৎ। অভিদুদ্রুবে দ্রুতং দ্রৌপদেয়ানামভিমুখং জগাম ॥৪৮॥

শত্রুহন্তা সেই ক্ষত্রিয়েরা অশ্বত্থামার সেই আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষস মনে করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

তদনন্তর ভীষণমূর্ত্তি অশ্বত্থামা যমের ন্যায় শিবিরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দ্রৌপদীর পুত্রগণকে ও অবশিষ্ট সোমকদিগকে দেখিতে পাইলেন ॥৪৪॥

নরনাথ! মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণ সেই কোলাহলে চকিত হইয়া ধনু ধারণ করিয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শুনিয়াও নির্ভয় থাকিয়া বাণসমূহদ্বারা অশ্বত্থামাকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

তাহার পর সেই কোলাহলে, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকেরা জাগরিত হইয়া বাণদ্বারা অশ্বত্থামাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

তখন অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া, সেই মহারথগণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া বিশাল সিংহনাদ করিলেন ॥৪৭॥

সহস্রচন্দ্রং বিমলং গৃহীত্বা চর্ম্ম সংযুগে।
খড়্গঞ্চ বিপুলং দিব্যং জাতরূপপরিষ্কৃতম্।
দ্রৌপদেয়ানভিক্রুত্য খড়্গেন ব্যধমদ্বলী ॥৪৯॥
ততঃ স নরশার্দ্দূল! প্রতিবিন্ধ্যং মহাহবে।
কুক্ষিদেশেঽবধীদ্রাজন্! স হতো ন্যপতদ্ভুবি ॥৫০॥
প্রাসেন বিদ্ধ্বা দ্রৌণিস্তু সুতসোমঃ প্রতাপবান্।
পুনশ্চাসিং সমুদ্যম্য দ্রোণপুত্রমুপাদ্রবৎ ॥৫১॥
সুতসোমস্য সাসিং তং বাহুং ছিত্ত্বা নরর্ষভ!।
পুনরপ্যাহনৎ পার্শ্বে স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥৫২॥
নাকুলিস্তু শতানীকো রথচক্রেণ বীর্য্যবান্।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন বক্ষস্যেনমতাড়য়ৎ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

সহস্রেতি। সহস্রং চন্দ্রাশ্চন্দ্রাকাররৌপ্যখণ্ডা যত্র তৎ। জাতরূপপরিষ্কৃতং স্বর্ণশোভিতম্। অভিক্রুত্য দ্রুতমভিগত্য, ব্যধমদাক্রামৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥

তত ইতি। প্রতিবিন্ধ্যং দ্রৌপদ্যাং যুধিষ্ঠিরাজ্জাতম্। কুক্ষিদেশে উদরস্থানে ॥৫০॥

প্রাসেনেতি। সুতসোমো দ্রৌপদ্যাং ভীমাদুৎপন্নঃ। উপাদ্রবদভ্যধাবৎ ॥৫১॥

সুতেতি। অসিনা সহেতি সাসিস্তম্। আহনৎ অতাড়য়ৎ, পার্শ্বে হৃদয়স্যৈব ॥৫২॥

নাকুলিরিতি। দ্রৌপদ্যাং জাতো নকুলপুত্রো নাকুলিঃ। দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥৫৩॥

তাহার পর অশ্বত্থামা পিতার বধ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর দ্রৌপদীপুত্রগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৮॥

ক্রমে বলবান্ অশ্বত্থামা সহস্র চন্দ্রচিহ্নসমন্বিত চর্ম্ম (ঢাল) এবং স্বর্ণখচিত বিশাল তরবারি ধারণ করিয়া, সত্বর যাইয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণকে আক্রমণ করিলেন ॥৪৯॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা! তদনন্তর অশ্বত্থামা তরবারিদ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের উদরদেশে আঘাত করিলেন; তখন তিনি নিহত হইয়া পতিত হইলেন ॥৫০॥

এই সময় প্রতাপশালী সুতসোম প্রাসদ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া, পুনরায় তরবারি উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫১॥

নরশ্রেষ্ঠ! তখন অশ্বত্থামা তরবারিদ্বারা সুতসোমের তরবারিযুক্ত দক্ষিণবাহু ছেদন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের পার্শ্বে আঘাত করিলেন; তখন সুতসোম বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পতিত হইলেন ॥৫২॥

---

(৫০) ততঃ স নরশার্দ্দূলঃ⋯নি।

অতাড়য়চ্ছতানীকং মুক্তচক্রং দ্বিজস্তু সঃ।
স বিহ্বলো যযৌ ভূমিং ততোঽস্যাপাহরচ্ছিরঃ ॥৫৪॥
শ্রুতকর্ম্মা তু পরিঘং গৃহীত্বা সমতাড়য়ৎ।
অভিদ্রুত্য যযৌ দ্রৌণিং সব্যে সফলকে ভৃশম্ ॥৫৫॥
স তু তং শ্রুতকর্ম্মাণমাস্যে জঘ্নে বরাসিনা।
স হতো ন্যপতদ্ভূমৌ বিমূঢ়ো বিকৃতাননঃ ॥৫৬॥
তেন শব্দেন বীরস্তু শ্রুতকীর্ত্তির্ম্মহারথঃ।
অশ্বত্থামানমাসাদ্য শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৫৭॥
তস্যাপি শরবর্ষাণি চর্ম্মণা প্রতিবার্য্য সঃ।
সকুণ্ডলং শিরঃকায়াদ্ভ্রাজমানমপাহরৎ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

অতাড়য়দিতি। মুক্তচক্রং নিক্ষিপ্তরথচক্রম্, দ্বিজো ব্রাহ্মণোঽশ্বত্থামা ॥৫৪॥

শ্রুতেতি। শ্রুতকর্ম্মা দ্রৌপদ্যামর্জ্জুনাদুৎপন্নঃ। সব্যে বামে বাহৌ, সফলকে চর্ম্মযুক্তে ॥৫৫॥

স ইতি। আস্যে মুখে, জঘ্নে আজঘান। বিমূঢ়ো মূর্চ্ছিতঃ ॥৫৬॥

তেনেতি। তেন শ্রুতকর্ম্মকৃতেন, শব্দেন আর্ত্তনাদেন, শ্রুতকীর্ত্তির্দ্রৌপদ্যাং সহদেবাজ্জাতম্ ॥৫৭॥

পরে নকুলপুত্র বলবান্ শতানীক বাহুযুগলদ্বারা রথচক্র উত্তোলন করিয়া, বেগে অশ্বত্থামার বক্ষে আঘাত করিলেন ॥৫৩॥

শতানীক রথচক্র নিক্ষেপ করিলে, অশ্বত্থামাও তাঁহাকে প্রহার করিলেন। তখন শতানীক বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; সেই সময় অশ্বত্থামা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥৫৪॥

পরে শ্রুতকর্ম্মা একটা পরিঘ ধারণ করিয়া বেগে যাইয়া অশ্বত্থামাকে চর্ম্মফলকযুক্ত বাম হস্তে আঘাত করিলেন ॥৫৫॥

পরে অশ্বত্থামা উত্তম তরবারিদ্বারা শ্রুতকর্ম্মার মুখদেশে আঘাত করিলেন; তখন শ্রুতকর্ম্মা বিকৃতমুখ, নিহত ও অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫৬॥

শ্রুতকর্ম্মার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বীর ও মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি আসিয়া, বাণবর্ষণ করিয়া, অশ্বত্থামাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

---

(৫৫)··· পরিঘং ঘোরং গৃহ্য সুদারুণম্···অতাড়য়ৎ সমুৎপত্য বেগেন দ্রৌণিমুৎস্ময়ন্—নি।
(৫৬)···নির্মূর্দ্ধা বিকৃতাননঃ···নি।

তত ভীষ্মনিহন্তারং সহ সর্ব্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ।
আহনৎ সর্ব্বতো বীরং নানাপ্রহরণৈর্বলী।
শিলীমুখেন চাপ্যেনং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে সমার্পয়ৎ ॥৫৯॥
স তু ক্রোধসমাবিষ্টো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ।
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য দ্বিধা চিচ্ছেদ সোঽসিনা ॥৬০॥
শিখণ্ডিনং ততো হত্বা ক্রোধাবিষ্টঃ পরন্তপঃ।
প্রভদ্রকগণান্ সর্ব্বানভিদুদ্রাব বেগবান্।
যচ্চ শিষ্টং বিরাটস্য বলন্তু ভৃশমাদ্রবৎ ॥৬১॥
দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং পৌত্রাণাং সুহৃদামপি।
চকার কদনং ঘোরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মহাবলঃ ॥৬২॥
অন্যানন্যাংশ্চ পুরুষানভিসৃত্যাভিসৃত্য চ।
ন্যকৃন্তদসিনা দ্রৌণিরসিমার্গবিশারদঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। স অশ্বত্থামা। ভ্রাজমানং শোভমানম্ ॥৫৮॥

তত ইতি। ভীষ্মনিহন্তারং শিখণ্ডিনম্। আহনৎ প্রাহরৎ। বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ। প্রহরণৈরস্ত্রৈঃ। শিলীমুখেন বাণেন। সমার্পয়দপীড়য়ৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৯॥

স ইতি। মহাবলঃ শিবপ্রসাদেন পূর্ব্বতোঽপি সমধিকবলঃ ॥৬০॥

শিখণ্ডিনমিতি। শিষ্টমবশিষ্টম্। আদ্রবদ্যপীড়য়ৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬১॥

দ্রুপদস্যেতি। কদনং মহামারীম্। মহাবলঃ অশ্বত্থামা ॥৬২॥

তখন অশ্বত্থামা চর্ম্মদ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির বাণ সকল নিবারণ করিয়া তরবারির আঘাতে তাঁহারও কুণ্ডলযুক্ত সুন্দর মস্তকটী ছেদন করিলেন ॥৫৮॥

তদনন্তর বলবান্ অশ্বত্থামা নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা সমস্ত প্রভদ্রকের সহিত শিখণ্ডীকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং একটা বাণদ্বারা তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন ॥৫৯॥

পরে মহাবল অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া তরবারিদ্বারা শিখণ্ডীকে দুই-ভাগে ছেদন করিলেন ॥৬০॥

ক্রুদ্ধ ও শত্রুসন্তাপকারী অশ্বত্থামা শিখণ্ডীকে বধ করিয়া, বেগে প্রভদ্রকগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটের যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকেও গুরুতর পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৬১॥

ক্রমে মহাবল অশ্বত্থামা দেখিয়া দেখিয়া দ্রুপদরাজার পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্‌গণের মধ্যে মহামারী ঘটাইতে থাকিলেন ॥৬২॥

কালীং রক্তাস্যনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্ ।
রক্তাম্বরধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্ ॥৬৪॥
দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামবস্থিতাম্ ।
নরাশ্বকুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধা ঘোরৈঃ প্রতস্থুষীম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)
হরন্তীং বিবিধান্ প্রেতান্ পাশবদ্ধান্ বিমূর্দ্ধজান্ ।
তথৈব চ সদা রাজন্ ! ন্যস্তশস্ত্রান্ মহারথান্ ॥৬৬॥
স্বপ্নে সুপ্তান্ নয়ন্তীং তাং রাত্রিষন্যাসু মারিষ ! ।
দদৃশুর্যোধমুখ্যাস্তে ঘ্নন্তং দ্রৌণিঞ্চ সর্ব্বদা ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)
যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ।
ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশ্যন্ দ্রৌণিমেব চ ॥৬৮॥
তাংস্তু দৈবহতান্ পূর্ব্বং পশ্চাদ্দ্রৌণির্ন্যপাতয়ৎ ।
ত্রাসয়ন্ সর্ব্বভূতানি বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

অন্যানিতি। ন্যকৃন্তদচ্ছিনৎ। শিবপ্রসাদ এবাত্র মূলমিতি বোধ্যম্ ॥৬৩॥

শিবপ্ররোচনয়া কালরাত্রেরেব তৎসংহারে মুখ্যকর্তৃত্বমভিধাতুমাহ কালীমিতি। কুটুম্বিনীমন্যান্যসহচরীযুক্তাম্। তে পাণ্ডবশিবিরস্থা জনাঃ। প্রতস্থুষীং প্রস্থিতবতীম্ ॥৬৪—৬৫॥

হরন্তীমিতি। প্রেতান্ মৃতান্। বিমূর্দ্ধজান্ বিমুক্তকেশান্। সুপ্তান্ নিদ্রিতান্ ॥৬৬—৬৭॥

যত ইতি। সংগ্রামঃ প্রবৃত্তঃ। অপশ্যন্ অনেকে স্বপ্ন এবেতি শেষঃ ॥৬৮॥

অসিমার্গবিশারদ অশ্বত্থামা অন্যান্য পুরুষগণের নিকটে যাইয়া যাইয়া অসিদ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

তৎকালে সেই পুরুষেরা দেখিল—রক্তবদনা, রক্তনয়না, রক্তমাল্যা, রক্তানুলেপনা, রক্তবসনা, পাশহস্তা, অনেক সহচরীযুক্তা ও কালরাত্রিস্বরূপা এক কালীমূর্ত্তি কখনও গান করিতেছে, কখনও দাঁড়াইতেছে এবং কখনও ভীষণ পাশদ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে ॥৬৪—৬৫॥

মাননীয় রাজা ! সেই পুরুষেরা পূর্ব্বেও প্রত্যেক রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিত—কালরাত্রিস্বরূপা কালী মৃত ও নিদ্রিত নানাবিধ প্রাণিগণকে এবং মুক্তকেশ ও নিরস্ত্র মহারথদিগকে পাশে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন ; আর অশ্বত্থামা অনবরত তাহাদিগকে বধ করিতেছেন ॥৬৬—৬৭॥

যদবধি কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল ; তদবধি অনেকেই সেই কালীকে ও অশ্বত্থামাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইত ॥৬৮॥

তদনুস্মৃত্য তে বীরা দর্শনং পূর্ব্বকালিকম্।
ইদং তদিত্যমন্যন্ত দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥৭০॥
ততস্তেন নিনাদেন প্রত্যবুধ্যন্ত ধন্বিনঃ।
শিবিরে পাণ্ডবেয়ানাং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৭১॥
সোঽচ্ছিনৎ কস্যচিৎ পাদৌ জঘনঞ্চৈব কস্যচিৎ।
কাংশ্চিদ্বিভেদ পার্শ্বেষু কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥৭২॥
অত্যুগ্রপ্রতিপিষ্টৈশ্চ নদদ্ভিশ্চ ভৃশাতুরৈঃ।
গজাশ্বমথিতৈশ্চান্যৈর্মহী কীর্ণাভবৎ প্রভো! ॥৭৩॥

ভারতকৌমুদী

অতএব ফলিতার্থমাহ তানিতি। সর্ব্বভূতানি গজাশ্বাদীন্ সর্ব্বপ্রাণিনঃ ॥৬৯॥
তদিতি। দর্শনং স্বপ্নকালীনম্ ॥৭০॥
তত ইতি। তেন দ্রৌণিকৃতেন, প্রত্যবুধ্যন্ত জাগরিতা আসন্ ॥৭১॥
স ইতি। সঃ অশ্বত্থামা। বিভেদ বিদারয়ামাস, কালসৃষ্টো দৈবপ্রেরিতঃ ॥৭২॥
অতীতি। অত্যুগ্রং যথা স্যাত্তথা প্রতিপিষ্টৈঃ অশ্বত্থাম্নৈব ভুবি মর্দ্দিতৈঃ; কীর্ণা ব্যাপ্তাঃ ॥৭৩॥

সেই সকল লোক পূর্ব্বেই দৈবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল; পরে অশ্বত্থামা ভীষণ গর্জ্জনকরতঃ, সমস্ত প্রাণীর ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

দৈবপীড়িত সেই বীরেরা পূর্ব্বের সেই স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া, 'এই সেই।' এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

তাহার পর পাণ্ডবশিবিরের শত শত ও সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন ॥৭১॥

তখন কালপ্রেরিত যমের ন্যায় অশ্বত্থামা তরবারিদ্বারা কাহারও চরণযুগল এবং কাহারও জঘনদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন; আর কাহারও কাহারও পার্শ্বদেশ বিদারণ করিতে থাকিলেন ॥৭২॥

রাজা! তৎকালে অশ্বত্থামা অতিভীষণভাবে ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া কতকগুলি লোককে নিহত করিলেন। কতকগুলি লোক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, অপর কতকগুলি লোক হস্তী ও অশ্বের পদাঘাতে মথিত হইল; সুতরাং তখন মানুষের দেহে ভূতল ব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥৭৩॥

ক্রোশতাং কিমিদং কোঽয়ং কঃ শব্দঃ কিন্নু কিং কৃতম্ ।
এবং তেষাং তদা দ্রৌণিরন্তকঃ সমপদ্যত ॥৭৪॥
অপেতশস্ত্রসন্নাহান্ সন্নদ্ধান্ পাণ্ডুসৃঞ্জয়ান্ ।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় দ্রৌণিঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৭৫॥
ততস্তচ্ছব্দবিত্রস্তা উৎপতন্তো ভয়াতুরাঃ ।
নিদ্রান্ধা নষ্টসংজ্ঞাশ্চ তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥৭৬॥
উরুস্তম্ভগৃহীতাশ্চ কশ্মলাভিহতৌজসঃ ।
বিনদন্তো ভৃশং ত্রস্তাঃ সমাসীদন্ পরস্পরম্ ॥৭৭॥

ভারতকৌমুদী

ক্রোশতামিতি। ক্রোশতামুচ্চৈর্বদতাম্। কৃতমনেন। সমপদ্যত সমজায়ত ॥৭৪॥

অপেতেতি। অপেতশস্ত্রসন্নাহান্ অস্ত্রযুদ্ধসজ্জাহীনান্, সন্নদ্ধান্ সহসা কৃতযুদ্ধসজ্জান্ ॥৭৫॥

তত ইতি। উৎপতন্তঃ শয়নাদুত্তিষ্ঠন্তঃ। নষ্টসংজ্ঞাস্তিরোহিতচেতনাঃ, নিলিল্যিরে নিপেতুঃ। অশ্বত্থাম্নঃ প্রহারৈর্নিহতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৭৬॥

উর্ব্বিতি। উর্ব্বোঃ স্তম্ভো ভয়েন নিশ্চলত্বং তেন গৃহীতা আক্রান্তাঃ, কশ্মলেন কর্ত্তব্যতা-মোহেন অভিহতৌজসো নষ্টতেজসঃ। সমাসীদন্ সন্নিকৃষ্টৌ অভবন্ ॥৭৭॥

'এ কি!' 'এ কে!' 'এ কাহার শব্দ' 'কি হইল' এবং 'এ কি করিল' এই ভাবে তত্রত্য লোকেরা উচ্চস্বরে বলিতেছিল; এমন সময় অশ্বত্থামা তাহাদের যমস্বরূপ হইতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তত্রত্য বীরেরা নিদ্রা যাইবেন বলিয়া পূর্ব্বে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধসজ্জা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে পুনরায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতেছিলেন; এমন সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

পরে কতকগুলি যোদ্ধা নিদ্রাতুর ও অচেতনপ্রায় অবস্থায় সেই কোলাহল শুনিয়া, ভীত হইয়া, শয্যা হইতে উঠিতে থাকিয়াই অশ্বত্থামার প্রহারে নিহত হইয়া, ভূতলে পতিত হইল ॥৭৬॥

ভয়ে কতকগুলি যোদ্ধার উরুযুগল নিশ্চল হইয়া গেল এবং কর্ত্তব্যমোহ উপস্থিত হওয়ায় তেজ তিরোহিত হইল; সেই অবস্থায় তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ॥৭৭॥

---

(৭৪)···পাঞ্চালানাং তদা দ্রৌণিঃ· নি। (৭৬) ততস্তচ্ছব্দবিত্রস্তা ভয়াদভ্যপতন্ নরাঃ···নিপেতিরে—নি।

তেতা রথং পুনর্দ্রৌণিরাস্থিতো ভীমনিস্বনম্।
ধনুষ্পাণিঃ শরৈরন্যান্ প্রৈষয়দ্বৈ যমক্ষয়ম্ ॥৭৮॥
পুনরুৎপতত*শ্চাপি দূরাদপি নরোত্তমান্।
শূরান্ সম্পততশ্চান্যান্ কালরাত্র্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৭৯॥
তথৈব স্যন্দনাগ্রেণ প্রমথন্ স বিধাবতি।
শরবর্ষৈশ্চ বিবিধৈরবর্ষচ্ছাত্রবাংস্ততঃ ॥৮০॥
পুনশ্চ সুবিচিত্রেণ শতচন্দ্রেণ চর্ম্মণা।
তেন চাকাশবর্ণেন তদাচরত সোঽসিনা ॥৮১॥
তথা স শিবিরং তেষাং দ্রৌণিরাহবদুর্ম্মদঃ।
ব্যক্ষোভয়ত রাজেন্দ্র! মহাহ্রদমিব দ্বিপঃ ॥৮২॥
উৎপেতুস্তেন শব্দেন যোধা রাজন্! বিচেতসঃ।
নিদ্রার্ত্তাশ্চ ভয়ার্ত্তাশ্চ ব্যধাবন্ত ততস্ততঃ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আস্থিত আরূঢ়ঃ। যমস্য ক্ষয়ং ভবনম্ ॥৭৮॥
পুনরিতি। উৎপততঃ প্রহারেণ পতিত্বা উত্তিষ্ঠতঃ। কালরাত্র্যৈ ন্যবেদয়দ্ব্যনাশয়ৎ ॥৭৯॥
তথেতি। স্যন্দনস্য স্বরথস্য অগ্রেণ সম্মুখভাগেন, বিধাবতি দ্রুতং চরতি স ॥৮০॥
পুনরিতি। আকাশবর্ণেন আকাশবন্নির্ম্মলেন, অসিনা খড়্গেন চ বিশিষ্টঃ ॥৮১॥
তথেতি। ব্যক্ষোভয়ত ব্যালোড়য়ৎ। দ্বিপো হস্তী ॥৮২॥

তদনন্তর অশ্বত্থামা গুরুতর শব্দকারী রথে আরোহণপূর্ব্বক ধনু ধারণ করিয়া বাণদ্বারা অপর কতকগুলি যোদ্ধাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৭৮॥

নরশ্রেষ্ঠেরা অশ্বত্থামার প্রহারে ভূতলে পতিত হইয়া, আবার উঠিতে লাগিলে এবং অন্য বীরেরা আসিতে থাকিলে, সেই দূরবর্ত্তীদিগকেও অশ্বত্থামা বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥

সেইরূপই অশ্বত্থামা রথসম্মুখদ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিয়া, বেগে বিচরণ করিতে থাকিলেন এবং নানাবিধ বাণদ্বারা শত্রুগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

পুনরায় অশ্বত্থামা শতচন্দ্রচিহ্নযুক্ত বিচিত্র চর্ম্ম এবং আকাশের ন্যায় নির্ম্মল তরবারি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৮১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! হস্তী যেমন বিশাল হ্রদ আলোড়ন করে, সেইরূপ যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবির আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

---

(৮০)·· প্রমথন্ স ব্যয়োচত···নি।

বিস্বরং চুক্রুশুশ্চান্যে বহ্ববদ্ধং তথাবদন্।
ন চ স্ম প্রত্যপদ্যন্ত শস্ত্রাণি বসনানি চ ॥৮৪॥
বিমুক্তকেশাশ্চাপ্যন্যে নাভ্যজানন্ পরস্পরম্।
উৎপতন্তোঽপতংশ্ চ্ঞ্রান্তাঃ কেচিত্তত্রাভ্রমংস্তথা ॥৮৫॥
পুরীষমসৃজন্ কেচিৎ কেচিন্মূত্রং প্রসুস্রুবুঃ।
বন্ধনানি চ রাজেন্দ্র! সংছিদ্য তুরগা দ্বিপাঃ ॥৮৬॥
সমং পর্য্যপতংশ্চান্যে কুর্ব্বন্তো মহদাকুলম্।
তত্র কেচিন্নরা ভীতা ব্যলীয়ন্ত মহীতলে।
তথৈব তান্ নিপতিতানপিংষন্ গজবাজিনঃ ॥৮৭॥
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে রক্ষাংসি পুরুষর্ষভ!।
হৃষ্টানি ব্যনদন্নুচ্চৈর্মুদা ভরতসত্তম! ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

উদিতি। উৎপেতুঃ শয়নাদুত্তস্থুঃ, বিচেতসো নিদ্রান্ধতয়া বিশিষ্টচেতনাহীনাঃ ॥৮৩॥
বিস্বরমিতি। বিস্বরং বিকৃতস্বরং যথা স্যাত্তথা চুক্রুশুরাজুহুবুঃ; অবদ্ধমসংবদ্ধম্ ॥৮৪॥
বিমুক্তেতি। উৎপতন্তঃ শয়নাদুত্তিষ্ঠন্ত এব দ্রৌণিপ্রহারেণাপতন্ ॥৮৫॥
পুরীষমিতি। পুরীষং বিষ্ঠাম্, অসৃজন্ অমুঞ্চন্ ॥৮৬॥
সমমিতি। মহৎ শিবিরম্। ব্যলীয়ন্ত ন্যপতন্ত। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮৭॥

রাজা! তখন অনেক যোদ্ধা অচেতনপ্রায় অবস্থায় শয্যা হইতে উঠিতে লাগিল এবং নিদ্রান্ধ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥৮৩॥

অনেকে বিকৃতস্বরে আত্মীয়গণকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং বহুলোক অনেক অসংবদ্ধ কথা বলিতে থাকিল; কিন্তু তাহারা নিদ্রার আবেশে আপনাদের অস্ত্র ও বস্ত্র খুঁজিয়া পাইতে লাগিল না ॥৮৪॥

মুক্তকেশ কতকগুলি লোক নিদ্রার আবেশে পরস্পরকে চিনিতে পারিল না, অনেক লোক শয্যা হইতে উঠিতে থাকিয়া অশ্বত্থামার প্রহারে আবার পতিত হইতে থাকিল এবং অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥৮৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! হস্তী ও অশ্বগণ বন্ধন ছেদন করিয়া ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে থাকিল ॥৮৬॥

অনেক লোক বিশাল পাণ্ডবশিবিরকে আকুল করিতে থাকিয়া যুগপৎ নানাদিকে ধাবিত হইতে থাকিল, কতকগুলি লোক ভীত হইয়া ভূতলে লুক্কায়িত হইল; সেই সময় হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ॥৮৭॥

স শব্দঃ পূরিতো রাজন্! ভূতসংঘৈর্মুদাযুতৈঃ।
অপূরয়দ্দিশঃ সর্ব্বা দিবঞ্চাতিমহাস্বনঃ ॥৮৯॥
তেষামার্ত্তস্বরং শ্রুত্বা বিত্রস্তা গজবাজিনঃ।
মুক্তাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্! মৃদ্নন্তঃ শিবিরে জনান্ ॥৯০॥
তৈস্তত্র পরিধাবদ্ভিশ্চরণোদীরিতং রজঃ।
অকরোচ্ছিবিরে তেষাং রজন্যাং দ্বিগুণং তমঃ ॥৯১॥
তস্মিংস্তমসি সঞ্জাতে প্রমূঢ়াঃ শিবিরে জনাঃ।
নাজানন্ পিতরঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ ভ্রাতর এব চ ॥৯২॥
গজা গজানতিক্রম্য নির্মনুষ্যান্ হয়া হয়ান্।
অতাড়য়ংস্তথাভঞ্জংস্তথামৃদ্নংশ্চ ভারত! ॥৯৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ জনক্ষয়ে। রক্ষাংসীতি মাংসভোজিপ্রাণিমাত্রপরম্ ॥৮৮॥
স ইতি। পূরিতঃ সশব্দেন বর্দ্ধিতঃ, অতএব মহাস্বনো মহাশব্দতয়া পরিণতঃ ॥৮৯॥
তেষামিতি। মুক্তা বন্ধনাৎ স্খলিতাঃ সন্তঃ, পর্য্যপতন্ সমন্তাদধাবন্ ॥৯০॥
তৈরিতি। চরণৈঃ উদীরিতম্ উত্তোলিতম্, রজো ধূলিঃ ॥৯১॥
তস্মিন্নিতি। প্রমূঢ়া দৃষ্টিশক্তিহীনতয়া প্রকৃতনির্ণয়াক্ষমচিত্তাঃ ॥৯২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রকারৈরেব রক্তোক্ষিতো ন তু স্বদেহস্থান্যেন প্রহারাদিত্যর্থঃ ॥৪০—৫৪॥ ফলকেঽতাড়য়-দিত্যন্বয়ঃ ॥৫৫—৭৪॥ পাণ্ডুস্থপ্তয়ান্ পাণ্ডবসম্বন্ধিনঃ স্বপ্নয়ান্, পাণ্ডোর্গোত্রাপত্যানি স্বপ্নয়াশ্চ

ভরতবংশপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ লোকক্ষয় চলিতে লাগিলে, মাংসভোজী প্রাণীরা আনন্দিত হইয়া উচ্চস্বরে নানাবিধ রব করিতে থাকিল ॥৮৮॥

রাজা! আনন্দিত প্রাণীরা সেই শব্দকে বর্দ্ধিত করিলে, তাহা মহাশব্দে পরিণত হইয়া সমস্ত দিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিতে লাগিল ॥৮৯॥

রাজা! তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া হস্তী ও অশ্বগণ ভীত ও বন্ধনমুক্ত হইয়া, শিবিরমধ্যে নিদ্রিত মনুষ্যগণকে নিষ্পেষণ করিতে থাকিয়া, সকল দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ॥৯০॥

সেগুলি সকল দিকে ধাবিত হইতে লাগিলে, তাহাদের পদাঘাতে ধূলি উত্থিত হইয়া শিবিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ করিয়া ফেলিল ॥৯১॥

সেইরূপ অন্ধকার জন্মিলে শিবিরের লোকদিগের মধ্যে পিতারা পুত্রদিগকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতৃগণকে আর চিনিতে পারিল না ॥৯২॥

(৮৯) স শব্দঃ প্রেরিতো রাজন্—পি বা নি। (৯৩)…নির্মনুষ্যা…নি।

তে ভগ্নাঃ প্রপতন্তি স্ম নিঘ্নন্তশ্চ পরস্পরম্ ।
ন্যপাতয়ংস্তথা চান্যান্ পাতয়িত্বা তদাপিষন্ ॥৯৪॥
বিচেতসঃ সনিদ্রাশ্চ তমসা চাবৃতা নরাঃ ।
জঘ্নুঃ স্বানেব তত্রাথ কালেনাভিপ্রচোদিতাঃ ॥৯৫॥
ত্যক্ত্বা দ্বারাণি চ দ্বাস্থাস্তথা গুল্মানি গৌল্মিকাঃ ।
প্রাদ্রবন্ত যথাশক্তি কান্দিশীকা বিচেতসঃ ॥৯৬॥
বিপ্রনষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং নাজানন্তস্তথা বিভো ! ।
ক্রোশন্তস্তাত ! পুত্রেতি দৈবোপহতচেতসঃ ॥৯৭॥
পলায়তাং দিশস্তেষাং তানপ্যুৎসৃজ্য বান্ধবান্ ।
গোত্রনামভিরন্যোন্যমাক্রন্দন্ত ততো জনাঃ ॥৯৮॥

ভারতকৌমুদী

গজা ইতি । নির্মনুষ্যান্ নিয়ামকমনুষ্যশূন্যান্ । অমৃদ্নন্ অপিংষন্ ॥৯৩॥

ত ইতি । ভগ্না সন্ধচ্যুতাঃ, প্রপতন্তি পরিধাবন্তি । অপিষন্ অপিংষন্ ॥৯৪॥

বিচেতস ইতি । বিচেতসো বিকৃতচিত্তাঃ । কালেন অভিপ্রচোদিতাঃ প্রেরিতাঃ সন্তঃ ॥৯৫॥

ত্যক্ত্বেতি । দ্বাস্থাঃ দৌবারিকাঃ দ্বারাণি, গৌল্মিকাঃ সেনাবিভাগরক্ষকাশ্চ গুল্মানি সেনাবিভাগান্ ত্যক্ত্বা বিচেতসো ভয়বিমূঢ়চিত্তাঃ, অতএব কাং দিশং গচ্ছাম ইতি কান্দিশীকাঃ সন্তঃ; যথাশক্তি প্রাদ্রবন্ত দ্রুতমগচ্ছন্ । কান্দিশীকা ইতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু ॥৯৬॥

বিপ্রেতি । বিপ্রনষ্টা অদর্শনং গতাঃ । ক্রোশন্ত আহ্বয়ন্তঃ ॥৯৭॥

ভরতনন্দন ! হস্তী ও অশ্বগণ মনুষ্যবিহীন হস্তী ও অশ্বদিগকে অতিক্রম করিয়া তাড়ন, ভঞ্জন ও নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ॥৯৩॥

সেই হস্তী ও অশ্বগণ সন্ধচ্যুত হইয়া সকল দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, পরস্পর আঘাত করিয়া নিপাতিত করিতে থাকিল এবং নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ॥৯৪॥

নিদ্রোত্থিত, বিকৃতচিত্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেরা এবং নিদ্রাবেশযুক্ত ব্যক্তিরা কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বপক্ষীয় লোকদিগকেই নিহত করিতে লাগিল ॥৯৫॥

দৌবারিকেরা দ্বার এবং সেনাবিভাগরক্ষকেরা স্ব স্ব সেনাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভয়াকুলচিত্ত ও 'কোন্ দিকে যাইব' এইরূপ বিমুগ্ধ হইয়া শক্তি অনুসারে বেগে চলিতে লাগিল ॥৯৬॥

রাজা ! তাহারা কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া 'তাত ! পুত্র !' এইরূপ আহ্বান করিতে থাকিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল ॥৯৭॥

হাহাকারঞ্চ কুর্ব্বাণাঃ পৃথিব্যাং শেরতে পরে।
তান্ বুদ্ধা রণমধ্যেঽসৌ দ্রোণপুত্রো ন্যপাতয়ৎ ॥৯৯॥
তত্রাপরে বধ্যমানা মুহুর্মুহুরচেতসঃ।
শিবিরান্নিষ্পতন্তি স্ম ক্ষত্রিয়া ভয়পীড়িতাঃ ॥১০০॥
তাংশ্চ নিষ্পততস্ত্রস্তান্ শিবিরাজ্জীবিতৈষিণঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ ॥১০১॥
বিশস্ত্রযন্ত্রকবচান্মুক্তকেশান্ কৃতাঞ্জলীন্।
বেপমানান্ ক্ষিতৌ ভীতান্নৈব কাংশ্চিদমুঞ্চতাম্ ॥১০২॥

ভারতকৌমুদী

পলায়তামিতি। পলায়তাং পলায়মানানাম্। আক্রন্দন্ত আহ্বয়ন্ত ॥৯৮॥

হাহেতি। বুদ্ধা শয়িতত্বেনাবগম্য, ন্যপাতয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৯৯॥

তত্রেতি। অচেতসঃ কর্ত্তব্যবিমূঢ়চিত্তাঃ। নিষ্পতন্তি নির্গচ্ছন্তি ॥১০০॥

তানিতি। জীবিতৈষিণো জীবনরক্ষণার্থিনঃ ॥১০১॥

বীতি। বিগতানি শস্ত্রাণি যন্ত্রাণি রথাদীনি কবচানি চ যেষাং তান্। অমুঞ্চতাং কৃতকৃপবর্ম্মাণৌ ॥১০২॥

তাহারা আপন আপন বান্ধবদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলে, অন্যান্য লোকেরা গোত্র ও নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল ॥৯৮॥

অন্য লোকেরা হাহাকার করিতে থাকিয়া ভয়ে ভূতলে শয়ন করিতে থাকিল, তখন অশ্বত্থামা তাহাদিগকে শয়িত জানিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥৯৯॥

অন্য ক্ষত্রিয়েরা অনবরত নিহত হইতে থাকিয়া, বিমুগ্ধ ও ভয়ে আকুল হইয়া শিবির হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন ॥১০০॥

তাঁহারা ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া, শিবির হইতে নির্গত হইতে লাগিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥১০১॥

কেহ কেহ নিরস্ত্র, বাহনশূন্য ও বর্ম্মবিহীন হইয়া দ্বারদেশে আসিতে লাগিল, কেহ কেহ মুক্তকেশে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে থাকিল, কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইল এবং কেহ কেহ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু কৃপ ও কৃতবর্ম্মা কাহাকেও ছাড়িতে লাগিলেন না ॥১০২॥

---

(৯৯)···ব্যপোথয়ৎ···বা নি। (১০২) বিতত্রযন্ত্রকবচান্—নি।

নামুচ্যত তয়োঃ কশ্চিৎ নিষ্ক্রান্তঃ শিবিরাদ্বহিঃ।
কৃপস্য চ মহারাজ! হার্দ্দিক্যস্য চ দুর্ম্মতেঃ ॥১০৩॥
ভূয়শ্চৈব চিকীর্ষন্তৌ দ্রোণপুত্রস্য তৌ প্রিয়ম্।
ত্রিষু দেশেষু দদতুঃ শিবিরস্য হুতাশনম্ ॥১০৪॥
ততঃ প্রকাশে শিবিরে খড়্গেন পিতৃনন্দনঃ।
অশ্বত্থামা মহারাজ! ব্যচরৎ কৃতহস্তবৎ ॥১০৫॥
কাংশ্চিদাপততো বীরানপরাংশ্চৈব ধাবতঃ।
ব্যযোজয়ত খড়্গেন প্রাণৈর্দ্বিজবরোত্তমঃ ॥১০৬॥
কাংশ্চিদ্‌যোধান্ স খড়্গেন মধ্যে সংছিদ্য বীর্য্যবান্।
অপাতয়দ্‌দ্রোণপুত্রঃ সংরব্ধস্তিলকাণ্ডবৎ ॥১০৭॥
বিনদদ্ভির্ভৃশায়স্তৈর্নরাশ্বদ্বিরদোত্তমৈঃ।
পতিতৈরভবৎ কীর্ণা মেদিনী ভরতর্ষভ! ॥১০৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। দুর্ম্মতিত্বখ্যানয়োর্নিরস্ত্রাদীনাং বধপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ ॥১০৩॥
ভূয় ইতি। চিকীর্ষন্তৌ কর্ত্তুমিচ্ছন্তৌ। ত্রিষু দেশেম্বিতি সমস্তস্যৈব দহনায় ॥১০৪॥
তত ইতি। প্রকাশে অগ্নিনা আলোকময়ীকৃতে। কৃতহস্তবৎ শিক্ষিতহস্ত ইব ॥১০৫॥
কাংশ্চিদিতি। আপততঃ আগচ্ছতঃ। দ্বিজবরোত্তম অশ্বত্থামা ॥১০৬॥
কাংশ্চিদিতি। সংরব্ধঃ ক্রুদ্ধঃ, তিলকাণ্ডবৎ তিলদণ্ডবৎ ॥১০৭॥

মহারাজ! তৎকালে শিবিরের বাহিরে নির্গত কোন ব্যক্তিই দুর্ম্মতি কৃপ ও কৃতবর্ম্মার নিকট মুক্তি পাইল না ॥১০৩॥

বিশেষতঃ কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়া, শিবিরের তিনটা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন ॥১০৪॥

মহারাজ! তাহার পর সমগ্র শিবিরটাই আলোকময় হইয়া উঠিলে, পিতার আনন্দকারী অশ্বত্থামা শিক্ষিতহস্ত ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় খড়্গহস্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১০৫॥

কেহ কেহ আসিতে লাগিলে এবং কেহ কেহ ভাবিত হইতে থাকিলে, অশ্বত্থামা খড়্গদ্বারা তাহাদের সকলকেই প্রাণহীন করিতে থাকিলেন ॥১০৬॥

ক্রুদ্ধ ও বলবান্ অশ্বত্থামা খড়্গদ্বারা তিলদণ্ডের ন্যায় কোন কোন যোদ্ধার শরীরের মধ্যভাগই ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

(১০৭) অপাতয়দ্‌দ্রোণপুত্রঃ—বা নি।

মানুষাণাং সহস্রেষু হতেষু পতিতেষু চ।
উদতিষ্ঠন্ কবন্ধানি বহূন্যুত্থায় চাপতন্ ॥১০৯॥
সায়ুধান্ সাঙ্গদান্ বাহূন্ বিচকর্ত্ত শিরাংসি চ।
হস্তিহস্তোপমান্ ঊরূন্ হস্তান্ পাদাংশ্চ ভারত! ॥১১০॥
পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ শিরশ্ছিন্নান্ পার্শ্বচ্ছিন্নাংস্তথাপরান্।
স মহাত্মাকরোদ্দ্রৌণিঃ কাংশ্চিচ্চাপি পরাঙ্মুখান্ ॥১১১॥
মধ্যদেশে নরানন্যাংশ্চিচ্ছেদান্যাংশ্চ কর্ণতঃ।
অংসদেশে নিহত্যান্যান্ কায়ে প্রাবেশয়চ্ছিরঃ ॥১১২॥
এবং বিচরতস্তস্য নিঘ্নতঃ সুবহূন্ নরান্।
তমসা রজনী ঘোরা বভৌ দারুণদর্শনা ॥১১৩॥

ভারতকৌমুদী

বীতি। তৃশায়ৈঃ ধাবনাদিনা অতীবশ্রান্তৈঃ। কীর্ণা ব্যাপ্তা, মেদিনী শিবিরভূমিঃ ॥১০৮॥
মানুষাণামিতি। কবন্ধানি শিরোবিহীনশরীরাণি ॥১০৯॥
সায়ুধানিতি। বিচকর্ত্ত চিচ্ছেদ। হস্তিহস্তোপমান্ হস্তিশুণ্ডাতুল্যান্ ॥১১০॥
পৃষ্ঠেতি। পৃষ্ঠে ছিন্নান্ পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্। এবমন্যত্র। মহাত্মা শত্রুসংহারে মহাযত্নঃ ॥১১১॥
মধ্যেতি। অংসদেশে স্কন্ধস্থানে। প্রাবেশয়ৎ হস্তভরেণ ॥১১২॥
এবমিতি। তস্য অশ্বত্থাম্নঃ। তমসা, তদানীমমাবস্যাতিথিবশাদিতি ভাবঃ ॥১১৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যেরা আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া পতিত হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরভূমি আবৃত হইয়া গেল ॥১০৮॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য নিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিলে, বহুতর কবন্ধ উঠিতে লাগিল এবং উঠিয়া আবার পতিত হইতে থাকিল ॥১০৯॥

ভরতনন্দন! ক্রমে অশ্বত্থামা তত্রত্য লোকদিগের অস্ত্র ও কেয়ূরযুক্ত বাহু, মস্তক, হস্তিশুণ্ডের তুল্য উরু, হস্ত ও চরণ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

তৎকালে শত্রুসংহারে গুরুতর যত্নশীল অশ্বত্থামা অনেকের পৃষ্ঠ, কতকগুলির মস্তক ও বহু লোকের পার্শ্বদেশ ছেদন করিলেন এবং অপর কতকগুলি লোককে পরাঙ্মুখ অবস্থায় কাটিয়া ফেলিলেন ॥১১১॥

তিনি কাহারও কাহারও শরীরের মধ্যদেশ এবং কাহারও কাহারও কর্ণ হইতে ছেদন করিলেন, আর কাহারও কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া মস্তকটাকে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥১১২॥

কিঞ্চিৎপ্রাণৈশ্চ পুরুষৈর্হতৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ।
বহুনা চ গজাশ্বেন ভূরভূদ্ভীমদর্শনা ॥১১৪॥
যক্ষরক্ষঃসমাকীর্ণে রথাশ্বদ্বিপদারুণে।
ক্রুদ্ধেন দ্রোণপুত্রেণ সংছিন্নাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥১১৫॥
ভ্রাতৄনন্যে পিতৄনন্যে পুত্রানন্যে বিচুক্রুশুঃ।
কেচিদূচুর্ন তৎ ক্রুদ্ধৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতং রণে ॥১১৬॥
যৎ কৃতং নঃ প্রসুপ্তানাং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ।
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানামিদং নঃ কদনং কৃতম্ ॥১১৭॥
ন দেবাসুরগন্ধর্বৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ।
শক্যো বিজেতুং কৌন্তেয়ো গোপ্তা যস্য জনার্দ্দনঃ ॥১১৮॥

ভারতকৌমুদী

কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎপ্রাণৈঃ অশ্বত্থাম্নঃ প্রহারেণাল্পীভূতবলৈঃ ॥১১৪॥
যক্ষেতি। সপ্তম্যন্তদ্বয়ং শিবিরবিশেষণম্ ॥১১৫॥
ভ্রাতৄনিতি। বিচুক্রুশুঃ আহূতবন্তঃ। তৎ তাদৃশং কদনম্ ॥১১৬॥
যদিতি। প্রসুপ্তানাং নিদ্রিতানাম্। পার্থানাং পাণ্ডবানাম্, কদনং মহামারী ॥১১৭॥
অথ পার্থসান্নিধ্যে কঃ খল্বাশ্বাস ইত্যাহ নেতি। কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনঃ, গোপ্তা রক্ষকঃ ॥১১৮॥

অশ্বত্থামা এইভাবে শত্রুসংহার করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলে, সেই ভীষণ রাত্রিটা অন্ধকারে আরও ভীষণাকার ধারণ করিল ॥১১৩॥

অশ্বত্থামার প্রহারে অনেকে কাতর হইয়া নিপতিত হইল, অন্য সহস্র সহস্র লোক নিহত হইয়া পড়িয়া গেল এবং বহুতর হস্তী ও অশ্ব ভূতলে শয়ন করিল; তাহাতে শিবিরভূমি ভীষণমূর্ত্তি হইয়া পড়িল ॥১১৪॥

যক্ষ, রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট হইতে থাকায় শিবিরভূমি ভীষণাকার ধারণ করিল; তাহাতে আবার অশ্বত্থামা যাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন, তাহারাও পতিত হইতে থাকিল ॥১১৫॥

অনেকে ভ্রাতাদিগকে, বহুলোক পিতৃগণকে এবং কতকগুলি লোক পুত্রদিগকে ডাকিতে লাগিল; আর বহুলোক বলিতে থাকিল—'এইরূপ হত্যাকাণ্ড ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যুদ্ধে করিতে পারে নাই ॥১১৬॥

নৃশংসকার্য্যকারী রাক্ষসেরা নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের যে হত্যাকাণ্ড করে নাই, পাণ্ডবগণ নিকটে না থাকায় অশ্বত্থামা আমাদের সেই হত্যাকাণ্ড করিল ॥১১৭॥

---

(১১৭)···ইদং বঃ কদনং কৃতম্—বা নি।

ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্‌দান্তঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ন্যস্তশস্ত্রং কৃতাঞ্জলিম্।
ধাবন্তং মুক্তকেশং বা হন্তি পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১৯॥
তদিদং নঃ কৃতং ঘোরং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ।
ইতি লালপ্যমানাঃ স্ম শেরতে বহবো জনাঃ ॥১২০॥
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণামপরেষাঞ্চ কূজতাম্।
ততো মুহূর্ত্তাৎ প্রাশাম্যৎ স শব্দস্তুমুলো মহান্ ॥১২১॥
শোণিতব্যতিষিক্তায়াং বসুধায়াঞ্চ ভূমিপ !।
তদ্রজস্তুমুলং ঘোরং ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥১২২॥
সঞ্চেষ্টমানানুদ্বিগ্নান্ নিরুৎসাহান্ সহস্রশঃ।
ন্যপাতয়ৎ নরান্ ক্রুদ্ধঃ পশূন্ পশুপতির্যথা ॥১২৩॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মণ্য ইতি। ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণহিতৈষী, দান্ত ইন্দ্রিয়দমনশীলঃ, প্রমত্তমনবহিতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১৯॥

তদিতি। লালপ্যমানাঃ পুনঃ পুনর্লপন্তো বদন্তঃ, শেরতে স্ম ভূমৌ ॥১২০॥

স্তনতামিতি। স্তনতামার্ত্তনাদং কুর্ব্বতাম্, কূজতামব্যক্তং রুবতাম্ ॥১২১॥

শোণিতেতি। শোণিতব্যতিষিক্তায়াং রক্তাপ্লুতায়াম্। রজো ধূলিঃ ॥১২২॥

কৃষ্ণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, সেই অর্জ্জুনকে দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥১১৮॥

ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যবাদী, ইন্দ্রিয়দমনশীল এবং সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াকারী পৃথানন্দন অর্জ্জুন, অসাবধান, নিদ্রিত, নিরস্ত্র, কৃতাঞ্জলি, পলায়মান ও মুক্তকেশ লোককে বধ করেন না ॥১১৯॥

নৃশংসকার্য্যকারী রাক্ষসেরাই সম্ভবতঃ আমাদের এই হত্যাকাণ্ড করিল'। এইরূপ বার বার বলিতে থাকিয়া, বহুলোক ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল ॥১২০॥

অনেক লোক আর্ত্তনাদ করিতেছিল এবং বহুলোক কাতরকণ্ঠে অব্যক্ত রব করিতেছিল ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে সেই তুমুল ও বিশাল শব্দ নিবৃত্তি পাইল ॥১২১॥

রাজা ! ক্রমে শিবিরভূমি রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিলে, পূর্ব্বোত্থিত সেই ভীষণ ও তুমুল ধূলিরাশি ক্ষণকালমধ্যেই তিরোহিত হইল ॥১২২॥

রুদ্র যেমন পশু সংহার করেন, সেইরূপ অশ্বত্থামা পলায়নোদ্যত, ভীত ও নিরুৎসাহ সহস্র সহস্র লোককে সংহার করিতে লাগিলেন ॥১২৩॥

অন্যোন্যং সংপরিষ্বজ্য শয়ানান্ দ্রবতোঽপরান্।
সংলীনান্ যুধ্যমানাংশ্চ সর্ব্বান্ দ্রৌণিরপোথয়ৎ ॥১২৪॥
দহ্যমানা হুতাশেন বধ্যমানাশ্চ তেন তে।
পরস্পরং তদা যোধাননয়ন্ যমসাদনম্ ॥১২৫॥
তস্যা রজন্যাস্ত্বর্দ্ধেন পাণ্ডবানাং মহদ্বলম্।
গময়ামাস রাজেন্দ্র! দ্রৌণির্যমনিবেশনম্ ॥১২৬॥
নিশাচরাণাং সত্ত্বানাং রাত্রিঃ সা হর্ষবর্দ্ধিনী।
আসীৎ নরগজাশ্বানাং রৌদ্রী ক্ষয়করী ভৃশম্ ॥১২৭॥
তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্‌বিধাঃ।
খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোণিতানি চ ॥১২৮॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। সঙ্কেষ্টমানাং পলায়িতুমিতি শেষঃ। স্থপাত্তরদশ্বথামেতি শেষঃ ॥১২৩॥

অন্যোন্যমিতি। সংপরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য, দ্রবতো দ্রুতং পলায়মানান্। সংলীনান্ লুক্কায়িতান্ ॥১২৪॥

দহ্যেতি। হুতাশেন শিবিরং দহতাগ্নিনা, তেন অশ্বত্থাম্না। তে ত্রয়ঃ ॥১২৫॥

তস্যা ইতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, যমস্য নিবেশনং ভবনম্ ॥১২৬॥

নিশেতি। সত্ত্বানাং প্রাণিনাম্। রৌদ্রী ভীষণা ॥১২৭॥

যাহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, যাহারা বেগে পলায়ন করিতেছিল, যাহারা লুক্কায়িত হইয়াছিল এবং যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের সকলকেই অশ্বত্থামা বিনাশ করিলেন ॥১২৪॥

শিবিরের অগ্নি কতকগুলিকে দগ্ধ করিতেছিল এবং অশ্বত্থামা কতকগুলিকে বধ করিতেছিলেন (আর দ্বারদেশে কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনেককে সংহার করিতেছিলেন), এইভাবে তাঁহারা পরস্পর যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন ॥১২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এইভাবে অশ্বত্থামা সেই রাত্রির অর্দ্ধকালমধ্যেই পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥১২৬॥

সেই রাত্রিটা নিশাচর প্রাণিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের গুরুতর ক্ষয় জন্মাইতে থাকিয়া ভীষণ হইয়া পড়িল ॥১২৭॥

তখন দেখা গেল—নানাবিধ রাক্ষস ও পিশাচ সকল নরমাংস ভক্ষণ ও নররক্ত পান করিতেছে ॥১২৮॥

---

(১২৫) দহ্যমানান্ হুতাশেন বধ্যমানাংশ্চ তেন তে। পরস্পরং তদা যোধাননয়দ্‌যমসাদনম্॥ বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

করালাঃ পিঙ্গলা রৌদ্রাঃ শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘসক্‌থাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ ॥১২৯॥
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রূক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাববদ্ধাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ ॥১৩০॥
সপুত্রদারাঃ সুক্রূরাঃ সুদুর্দ্দশাঃ সুনির্ঘৃণাঃ।
বিবিধানি চ রূপাণি তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষসাম্ ॥১৩১॥ (বিশেষকম্)
পীত্বা চ শোণিতং হৃষ্টাঃ প্রানৃত্যন্ গণশঃ পরে।
ইদং পরমিদং মেধ্যমিদং স্বাদ্বিতি চাব্রুবন্ ॥১৩২॥
মেদোমজ্জাস্থিরক্তানাং বসানাঞ্চ ভৃশাশিতাঃ।
পরে মাংসানি খাদন্তঃ ক্রব্যাদা মাংসজীবিনঃ ॥১৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অদৃশ্যন্ত তত্রৈবোর্জনৈঃ ॥১২৮॥

করালা ইতি। করালা বিকটাঃ, শৈলাঃ পর্ব্বতা ইব দন্তা যেষাং তে, রজস্বলা ধূলি-ধূসরাঙ্গাঃ। দীর্ঘানি সক্‌থিনী উরবো যেষাং তে। পশ্চাৎ পশ্চান্মুখ্যঃ অঙ্গুলয়ো যেষাং তে। ঘণ্টানাং কিঙ্কিণীনাং জালেন অববদ্ধা বেষ্টিতাঙ্গাঃ। সুনির্ঘৃণা অতীব-নির্দ্দয়াঃ ॥১২৯—১৩১॥

পীত্বেতি। পরমুৎকৃষ্টম্, মেধ্যং পবিত্রম্, স্বাদু মধুরম্ ॥১৩২॥

আবার দেখা গেল—রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকের বিকটমূর্ত্তি, অনেকের পিঙ্গল-বর্ণ, অনেকের ভীষণ আকার, অনেকের দন্ত সকল পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ, অনেকের অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের মস্তকে জটা, অনেকের উরুযুগল দীর্ঘ, কতকগুলির পাঁচখানা করিয়া পা, কতকগুলির উদর বৃহৎ, কতকগুলির অঙ্গুলি সকল পশ্চান্মুখ, কতকগুলির আকৃতি রূক্ষ, কতকগুলির আকার বিকৃত, কতকগুলির কণ্ঠস্বর ভীষণ, কতকগুলির কটিদেশে কিঙ্কিণীর মালা, কতকগুলির কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ এবং কতকগুলি পুত্র ও কলত্রদের সহিত মিলিত, সকলেই অতিভীষণ, অতিনৃশংস, অতিদুর্দৃশ্য ও অতিনির্দ্দয় ছিল; এতদ্ভিন্ন রাক্ষসগণের অন্য প্রকারও অনেক দেখা যাইতেছিল ॥১২৯—১৩১॥

সেই রাক্ষসেরা রক্তপান করিয়া আনন্দিত হইয়া দলে দলে বিকট নৃত্য করিতে লাগিল এবং অন্য রাক্ষসেরা বলিতে থাকিল—'ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা পবিত্র, এবং ইহা সুস্বাদু' ॥১৩২॥

(১৩০)···গজাননাশ্চ হ্রস্বাশ্চ নীলবর্ণা···বা নি। (১৩৩)···পরমাংসানি—পি বম্ব র্দ্ধ লো।

বসাশ্চৈবাপরে পীত্বা পর্য্যধাবন্ বিকুক্ষিকাঃ।
নানাবক্ত্রাস্তথা রৌদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পিশিতাশিনঃ ॥১৩৪॥
অযুতানি চ তত্রাসন্ প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
রক্ষসাং ঘোররূপাণাং মহতাং ক্রূরকর্ম্মণাম্ ॥১৩৫॥
মুদিতানাং বিতৃপ্তানাং তস্মিন্ মহতি বৈশসে।
সমেতানি বহূন্যাসন্ ভূতানি চ জনাধিপ ! ॥১৩৬॥
প্রত্যূষকালে শিবিরাৎ প্রতিগন্তুমিয়েষ সঃ।
নৃশোণিতাবসিক্তস্য দ্রৌণেরাসীদসিৎসরুঃ।
পাণিনা সহ সংশ্লিষ্ট একীভূত ইব প্রভো ! ॥১৩৭॥

ভারতকৌমুদী

মেদ ইতি। ভৃশম্ অশিতং ভোজনং যেষাং তে। খাদন্ত আসন্ ॥১৩৩॥

বসা ইতি। বিকুক্ষিকা বিকৃতোদরাঃ। নানাবক্ত্রা বহুবিধমুখাঃ ॥১৩৪॥

অযুতানীতি। প্রযুতানি নিযুতানি। সংখ্যানির্দ্দেশো বহুত্বমাত্রজ্ঞাপনার্থঃ ॥১৩৫॥

মুদিতানামিতি। অনাদরে ষষ্ঠীয়ম্। বৈশসে হিংসাব্যাপারে ॥১৩৬॥

প্রত্যূষেতি। স দ্রৌণিঃ। অসেঃ খড়্গস্য ৎসরুর্মুষ্টিদেশঃ। একীভূতো ঘনরক্তলেপেন সমীকরণাদিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তাম্ বা ॥৭৫—৯২॥ অভঞ্জন্ গাত্রাণ্যনময়ন্, অমৃদ্নন্ পরস্পরং মর্দ্দিতবন্তঃ ॥৯৩॥ অপিবন্ অপিংবন্ ॥৯৪—৯৫॥ কান্দিশীকাঃ ভয়দ্রুতাঃ ॥৯৬—১৩২॥ ভৃশাশিতাঃ ভৃশং সন্তর্পিতাঃ। দন্ত্যপাঠে অসগতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্য বা রূপম্, ভৃশমুদ্দীপিতা ইত্যর্থঃ ॥১৩৩॥ বিকুক্ষিকা বিপুলকুক্ষয়ঃ ॥১৩৪—১৫২॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

মাংসভোজনে জীবনধারী এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রক্তভোজী রাক্ষসেরা মাংস খাইতে লাগিল ॥১৩৩॥

বিকৃতোদর, নানাবিধ মুখ, ভীষণমূর্ত্তি ও মাংসভোজী বহু রাক্ষস বসা পান করিয়া, নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥১৩৪॥

ভীষণমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি ও নিষ্ঠুরকার্য্যকারী বহুতর রাক্ষস সেখানে আসিয়াছিল ॥১৩৫॥

নরনাথ ! সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গেলে, রক্তপানে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত রাক্ষসগণকে অবজ্ঞা করিয়া, অন্যান্য বহুতর ভূতও সেখানে আসিয়া সমবেত হইল ॥১৩৬॥

দুর্গমাং পদবীং গত্বা বিররাজ জনক্ষয়ে।
যুগান্তে সর্ব্বভূতানি ভস্ম কৃত্বেব পাবকঃ ॥১৩৮॥
যথাপ্রতিজ্ঞং তৎ কর্ম্ম কৃত্বা দ্রৌণায়নিঃ প্রভো ! ।
দুর্গমাং পদবীং গচ্ছন্ পিতুরাসীদ্‌গতজ্বরঃ ॥১৩৯॥
যথৈব সংসুপ্তজনে শিবিরে প্রাবিশন্ নিশি।
তথৈব হত্বা নিঃশব্দে নিশ্চক্রাম নরর্ষভ ! ॥১৪০॥
নিষ্ক্রম্য শিবিরাত্তস্মাত্তাভ্যাং সঙ্গম্য বীর্য্যবান্।
আচখ্যৌ কর্ম্ম তৎ সর্ব্বং হৃষ্টঃ সংহর্ষয়ন্ বিভো ! ॥১৪১॥
তাবপ্যাচখ্যতুস্তস্মৈ প্রিয়ং প্রিয়করৌ তদা।
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব বিনিকৃত্তান্ সহস্রশঃ।
প্রীত্যা চোচ্চৈরুদক্রোশংস্তথাবাস্ফোটয়ংস্তলান্ ॥১৪২॥

ভারতকৌমুদী

দুর্গমামিতি। পদবীং কার্য্যপ্রকারম্, বিররাজ দ্রৌণিরিত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৩৮॥
যথেতি। দ্রৌণায়নিরশ্বত্থামা। পিতুঃ সম্বন্ধে গতজ্বরস্তিরোহিতসন্তাপঃ ॥১৩৯॥
যথেতি। সংসুপ্তা সম্যঙ্‌নিদ্রিতা জনা যত্র তস্মিন্। নিঃশব্দে মৃতপ্রাণিপূর্ণত্বাৎ ॥১৪০॥
নিষ্ক্রম্যেতি। তাভ্যাং কৃতকৃপবর্ম্মভ্যাম্, সঙ্গম্য মিলিত্বা। আচখ্যৌ দ্রৌণিঃ ॥১৪১॥

রাজা! ওদিকে অশ্বত্থামা প্রভাতকালে সেই পাণ্ডবশিবির হইতে বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে তাঁহার সমস্ত অঙ্গই রক্তে লিপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার তরবারির মুষ্টিদেশ যেন হাতের সহিত এক হইয়া গিয়াছিল ॥১৩৭॥

প্রলয়কালে সমস্ত ভূত দগ্ধ করিয়া অগ্নি যেমন দীপ্তি পাইতে থাকে, সেইরূপ অশ্বত্থামা দুষ্কর কার্য্য করিয়া সেই লোকক্ষয়ের সময়ে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥১৩৮॥

রাজা! অশ্বত্থামা নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই কার্য্য শেষ করিয়া, দুর্গম পথে বাহির হইতে থাকিয়া পিতার সম্বন্ধে সেই শোকসন্তাপশূন্য হইলেন ॥১৩৯॥

নরশ্রেষ্ঠ! রাত্রিতে সমস্ত লোকই নিদ্রিত থাকায় সেই শিবিরটীতে কোন শব্দ ছিল না, তৎকালে অশ্বত্থামা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আবার তৎকালে সমস্ত লোককে নিহত করায় কোন শব্দই ছিল না, সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪০॥

রাজা! বলবান্ অশ্বত্থামা শিবির হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া, আনন্দের সহিত সেই সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের নিকট বলিলেন, তাহাতে তাঁহারাও আনন্দিত হইলেন ॥১৪১॥

এবংবিধা হি সা রাত্রিঃ সোমকানাং জনক্ষয়ে।
প্রসুপ্তানাং প্রমত্তানামাসীৎ সুভৃশদারুণা ॥১৪৩॥
অসংশয়ং হি কালস্য পর্য্যায়ো দুরতিক্রমঃ।
তাদৃশা নিহতা যত্র কৃত্বাস্মাকং জনক্ষয়ম্ ॥১৪৪॥
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
প্রাগেব সুমহৎ কর্ম্ম দ্রৌণিরেতন্মহারথঃ।
নাকরোদীদৃশং কস্মান্মৎপুত্রবিজয়ে ধৃতঃ ॥১৪৫॥
অথ কস্মাদ্ধতে ক্ষত্রে কর্ম্মেদং কৃতবানসৌ।
দ্রোণপুত্রো মহেষ্বাসস্তন্মে সংশিতুমর্হসি ॥১৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। বিনিকৃত্তান্ ছিন্নান্। উদক্রোশন্ আনন্দনাদমকুর্ব্বন্, তলান্ করতলানি, অবাস্ফোটয়ন্ পরস্পরতাড়নেন শব্দমকুর্ব্বন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪২॥

এবমিতি। প্রসুপ্তানাং গাঢ়নিদ্রাপন্নানাম্, প্রমত্তানাং যুদ্ধে অনবহিতানাম্ ॥১৪৩॥

অসংশয়মিতি। পর্য্যায়ঃ পরিবৃত্তিঃ। যত্র যেন হেতুনেত্যর্থঃ, অস্মাকং কৌরবাণাম্ ॥১৪৪॥

প্রাগিতি। মৎপুত্রস্য দুর্য্যোধনস্য বিজয়ে ধৃতো ব্যাপৃতঃ ॥১৪৫॥

অথেতি। ক্ষত্রে ভীষ্মাদৌ। ভীষ্মাদিপতনাৎ পূর্ব্বমেব কথমীদৃশং ন কৃতমিতি প্রশ্নার্থঃ ॥১৪৬॥

অশ্বত্থামার প্রিয়কার্য্যকারী কৃপ এবং কৃতবর্ম্মাও তখন অশ্বত্থামার নিকটে সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সেই প্রীতিকর নিধনবৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহারা তিন জনই হর্ষধ্বনি করিলেন ও আনন্দে করতাল দিতে লাগিলেন ॥১৪২॥

এইভাবে লোকক্ষয় হইয়া যাওয়ায় গাঢ়নিদ্রিত ও অসাবধান সোমকদিগের পক্ষে সেই রাত্রিটা অত্যন্ত দারুণই হইয়াছিল ॥১৪৩॥

কালের পরিবর্ত্তননিবন্ধন অবস্থার পরিবর্ত্তনকে অতিক্রম করা দুষ্কর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু, সেইরূপ বীরেরা আমাদের পক্ষের লোকক্ষয় করিয়া, পরে নিজেরাও নিহত হইয়াছেন' ॥১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! আমার পুত্রের জয়সম্পাদনে ব্যাপৃত মহারথ অশ্বত্থামা পূর্ব্বেই এইরূপ গুরুতর কার্য্য সাধন করেন নাই কেন? ॥১৪৫॥

মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা আমার পক্ষের ক্ষত্রিয়েরা নিহত হইলে পর, এরূপ কার্য্য করিলেন কেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল' ॥১৪৬॥

সঞ্জয় উবাচ।

তেষাং নূনং ভয়ান্নাসৌ কৃতবান্ কুরুনন্দন।।
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানাং কেশবস্য চ ধীমতঃ।
সাত্যকেশ্চাপি কর্ম্মেদং দ্রোণপুত্রেণ সাধিতম্ ॥১৪৭॥
কো হি তেষাং সমক্ষং তান্ হন্যাদেব মরুৎপতিঃ।
এতদীদৃশকং বৃত্তং রাজন্! সুপ্তজনে বিভো! ॥১৪৮॥
ততো জনক্ষয়ং কৃত্বা পাণ্ডবানাং মহাত্যয়ম্।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চান্যোন্যং সমেত্যোচুর্ম্মহারথাঃ ॥১৪৯॥
পর্য্যস্বজত তৌ দ্রৌণিস্তাভ্যাং সংপ্রতিনন্দিতঃ।
ইদং হর্ষাত্তু সুমহদাদদে বাক্যমুত্তমম্ ॥১৫০॥
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্ব্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ।
সোমকা মৎস্যশেষাশ্চ সর্ব্বে বিনিহতা ময়া ॥১৫১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। নূনং নিশ্চিতম্। পার্থানাং পাণ্ডবানাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪৭॥

ক ইতি। মরুৎপতির্দেবরাজোঽপি নেত্যর্থঃ। বৃত্তং জাতম্ ॥১৪৮॥

তত ইতি। মহান্ অত্যয়ঃ কৃচ্ছ্রং যস্মাৎ তম্। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, এতৎকৃতমিতি শেষঃ ॥১৪৯॥

পরীতি। পর্য্যস্বজত আলিঙ্গৎ, তাভ্যাং কৃপকৃতবর্ম্মভ্যাম্। আদদে উবাচ ॥১৫০॥

সঞ্জয় বলিলেন—'কৌরবনন্দন! অশ্বত্থামা পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের ভয়ে এরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; কিন্তু সেই দিনে পাণ্ডবগণ, বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ এবং সাত্যকি নিকটে না থাকায় এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সাধন করিতে পারিয়াছেন ॥১৪৭॥

নরনাথ রাজা! কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমক্ষে সেই যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে পারে? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও পারেন না; এই জন্যই নিদ্রিত লোকদিগের উপরে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে ॥১৪৮॥

তাহার পর মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা মহাকষ্টকর পাণ্ডবপক্ষের লোকক্ষয় করিয়া শিবিরের বাহিরে মিলিত হইয়া, পরস্পর বলিলেন—'ভাগ্যবশতই ইহা করিতে পারিয়াছি' ॥১৪৯॥

পরে অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহারাও অশ্বত্থামাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা আনন্দের সহিত এই গুরুতর ও উত্তম বাক্য বলিলেন—॥১৫০॥

ইদানীং কৃতকৃত্যাঃ স্ম যাম তত্রৈব মা চিরম্ ।
যদি জীবতি নো রাজা তস্মৈ সংশামহে প্রিয়ম্ ॥১৫২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে পাঞ্চালাদিবধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৹॥ *

——:*:——

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

————:০*০:————

সঞ্জয় উবাচ ।

তে হত্বা সর্ব্বপাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্ব্বশঃ ।
আগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র যত্র দুর্য্যোধনো হতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চালা ইতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। মৎস্যশেষা মৎস্যদেশীয়াবশিষ্ট-যোধাঃ ॥১৫১॥

ইদানীমিতি। মা চিরং বিলম্বং ন কুর্ম্মহে। নঃ অস্মাকম্, রাজা দুর্য্যোধনঃ ॥১৫২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৹॥

————:০:————

ত ইতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্। সহিতা মিলিতাঃ, হত আহতঃ ॥১॥

'আম—সমস্ত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, সমগ্র সোমক এবং অবশিষ্ট মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছি ॥১৫১॥

আমরা এখন কৃতকার্য্য হইয়াছি ; সুতরাং আর বিলম্ব করিব না, চলুন যাই, আমাদের রাজা দুর্য্যোধন যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার নিকটে যাইয়া এই প্রিয়সংবাদ বলি' ॥১৫২॥

————:০:————

সঞ্জয় বলিলেন—'তাঁহারা সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্রকে নিহত করিয়া সম্মিলিত হইয়া—যেখানে দুর্য্যোধন আহত অবস্থায় রহিয়াছিলেন, সেই-খানে আগমন করিলেন ॥১॥

---

* '...অষ্টমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো মি।

গত্বা চৈনমপশ্যস্তে কিঞ্চিৎপ্রাণং জনাধিপম্।
ততো রথেভ্যঃ প্রস্কন্দ্য পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥২॥
তং ভগ্নসক্থং রাজেন্দ্র! কৃচ্ছ্রপ্রাণমচেতনম্।
বমন্তং রুধিরং বক্ত্রাদপশ্যন্ বসুধাতলে ॥৩॥
বৃতং সমন্তাদ্বহুভিঃ শ্বাপদৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যদ্ভিরন্তিকাৎ ॥৪॥
নিবারয়ন্তং কৃচ্ছ্রাত্তান্ শ্বাপদাংশ্চ চিখাদিষূন্।
বিচেষ্টমানং মহ্যাঞ্চ সুভৃশং গাঢ়বেদনম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ স্বরুধিরোক্ষিতম্।
হতশিষ্টাস্ত্রয়ো বীরাঃ শোকার্ত্তাঃ পর্য্যবারয়ন্।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

গত্বেতি। কিঞ্চিৎপ্রাণং কিয়ৎস্থিতজীবনম্। প্রস্কন্দ্য অবতীর্য্য ॥২॥

তমিতি। ভগ্নে সক্থিনী উরূ যস্য তম্, কৃচ্ছ্রাঃ কষ্টকরাঃ প্রাণা যস্য তম্, অচেতনমিতি ঈষদর্থে নঞ্ ॥৩॥

বৃতমিতি। শ্বাপদৈর্হিংস্রজন্তুভিঃ, শালাবৃকৈঃ কুক্কুরৈঃ। চিখাদিষূন্ আত্মমাংসং খাদিতুমিচ্ছূন্। বিচেষ্টমানং বেদনয়াঙ্গানি চালয়ন্তম্ ॥৪—৫॥

তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন—তখনও দুর্য্যোধনের জীবন কিছু অবশিষ্ট আছে। পরে তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে তাঁহারা দেখিলেন—দুর্য্যোধনের উরুযুগল ভগ্ন হইয়াছিল, প্রাণ থাকাতেই তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, অল্পমাত্র চৈতন্য ছিল, তিনি মুখ হইতে রক্তবমন করিতেছিলেন এবং ভূতলে শয়িত ছিলেন ॥৩॥

ঘোরদর্শন হিংস্রজন্তুগণ ও কুক্কুরগণ মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া নিকটে আসিয়া সকল দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তিনি অতিকষ্টে সেই মাংসভক্ষণার্থী জন্তুগণকে বারণ করিতেছিলেন, ভূতলে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন এবং দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন ॥৪—৫॥

তখন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা হতাবশিষ্ট এই তিন মহাবীর, ভূতলে শয়িত ও আপন রক্তেই সংসিক্ত দুর্য্যোধনকে দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া যাইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৬॥

(৫)···বিচেষ্টমানমূরুভ্যাং সুভৃশং··· বা নি। (৬)··· সুরুধিরোক্ষিতম্—বা নি।

তৈস্ত্রিভিঃ শোণিতাদিগ্ধৈর্নিশ্বসদ্ভির্মহারথৈঃ।
শুশুভে সংবৃতো রাজা বেদী ত্রিভিরিবাগ্নিভিঃ ॥৭॥
তে তং শয়ানং সংপ্রেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্।
অবিষহ্যেণ দুঃখেন ততস্তে রুরুদুস্ত্রয়ঃ ॥৮॥
ততস্তু রুধিরং হস্তৈর্মুখান্নির্মৃজ্য তস্য হি।
রণে রাজ্ঞঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৯॥

কৃপ উবাচ।

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি যদয়ং রুধিরোক্ষিতঃ।
একাদশচমূভর্ত্তা শেতে দুর্য্যোধনো হতঃ ॥১০॥
পশ্য চামীকরাভস্য চামীকরবিভূষিতাম্।
গদাং গদাপ্রিয়স্যেমাং সমীপে পতিতাং ভুবি ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টয়ন্। সাত্বতবংশীয়ঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
তৈরিতি। শোণিতাদিগ্ধৈ রক্তলিপ্তাঙ্গৈঃ। বেদী অগ্নিপ্রণয়নভূমিঃ ॥৭॥
ত ইতি। অতথোচিতং সার্ব্বভৌমত্বাৎ তাদৃক্ শয়নে অযোগ্যম্ ॥৮॥
তত ইতি। কৃপণং দীনং যথা স্যাত্তথা, পর্য্যদেবয়ন্ ব্যলপন্ ॥৯॥
নেতি। অতিভারো দুষ্করত্বম্, একাদশচমূভর্ত্তা একাদশাক্ষৌহিণীসৈন্যপতিঃ ॥১০॥

তিনটী অগ্নিতে পরিবেষ্টিত যজ্ঞবেদী যেমন শোভা পায়, তেমন রক্তলিপ্ত সেই মহারথ তিন জনে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা দুর্য্যোধন তৎকালোচিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

সেইভাবে শয়ন করিবার অযোগ্য হইয়াও রাজা দুর্য্যোধন সেইভাবেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া, তাঁহারা তিন জনই অসহ্য দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৮॥

তাহার পর তাঁহারা হস্তদ্বারা ভূতলে শয়িত রাজা দুর্য্যোধনের মুখ হইতে রক্ত মুছিয়া দিয়া কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন' ॥৯॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন—'জগতে দৈবের পক্ষে দুষ্কর কোন কার্য্যই নাই। যেহেতু এই একাদশাক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধন আহত হইয়া রক্তসিক্তগাত্রে ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১০॥

(১)…সংবৃতো রাজা…বা নি। (২)… কৃপঃ সংপর্য্যদেবয়ৎ…বা নি।

ইয়মেনং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে।
স্বর্গায়াপি ব্রজন্তং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥১২॥
পশ্যেমাং সহ বীরেণ জাম্বূনদবিভূষিতাম্।
শয়ানাং শয়নে হর্ম্ম্যে ভার্য্যাং প্রীতিমতীমিব ॥১৩॥
যোঽয়ং মূর্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতঃ পরন্তপঃ।
স হতো গ্রসতে পাংশূন্ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥১৪॥
যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেরত হতদ্বিষঃ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পরৈরয়ম্ ॥১৫॥
ভয়ান্নমন্তি রাজানো যস্য স্ম শতসংঘশঃ।
সবীরশয়নে শেতে ক্রব্যাদ্ভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যেতি। চামীকরাভস্য স্বর্ণবর্ণস্য দুর্য্যোধনস্য ॥১১॥
ইয়মিতি। ন জহাতি আত্মনোঽপি প্রিয়ত্বাৎ ন পরিত্যজতি ॥১২॥
পশ্যেতি। জাম্বূনদবিভূষিতাং স্বর্ণালঙ্কৃতাম্। শয়নে শয্যায়াম্। পূর্ণোপমেয়ম্ ॥১৩॥
য ইতি। মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং রাজ্ঞাম্। পাংশূন্ ধূলীঃ, পর্য্যয়ং পরিবর্ত্তনম্ ॥১৪॥
যেনেতি। হতদ্বিষো বীরাঃ। পরৈর্নিহত ইতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥

তোমরা দেখ—স্বর্ণবর্ণ দেহ ও গদাপ্রিয় রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে স্বর্ণালঙ্কৃত এই গদাটীও ভূতলে পতিত রহিয়াছে ॥১১॥

এই গদা—প্রত্যেক যুদ্ধেই এই বীরকে পরিত্যাগ করে না, সেই জন্যই ইনি স্বর্গলোকে গমন করিতেছেন, এ সময়েও ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥১২॥

দেখ—অট্টালিকার মধ্যে শয্যার উপরে স্বর্ণালঙ্কৃত প্রিয়তমা ভার্য্যার ন্যায় এই গদাটীও এখানে ইঁহার সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১৩॥

যিনি শত্রুগণের সন্তাপ জন্মাইতে থাকিয়া সমস্ত রাজার অগ্রে গমন করিতেন, তিনি আজ আহত হইয়া ধূলি ভক্ষণ করিতেছেন; কালের পরিবর্ত্তনটা দেখ ॥১৪॥

যিনি যুদ্ধে নিহত করিলে শত্রুহন্তা বীরেরা ভূতলে শয়ন করিতেন, আজ সেই কুরুরাজ দুর্য্যোধনই শত্রুকর্ত্তৃক আহত হইয়া, এই ভূতলে শয়ন করিয়াছেন ॥১৫॥

শত শত রাজা ভয়ে যাঁহার নিকটে অবনত হইতেন, তিনিই আজ মাংসভোজী জন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন ॥১৬॥

---

(১৫)…ভূমৌ শেরতে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ—বা নি।

উপাসত দ্বিজাঃ পূর্ব্বমর্থহেতোর্যমীশ্বরম্ ।
উপাসতে চ তং হ্যদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥১৭॥
সঞ্জয় উবাচ ।
তং শয়ানং কুরুশ্রেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম ! ।
অশ্বত্থামা সমালোক্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥১৮॥
আহুস্ত্বাং রাজশার্দূল ! মুখ্যং সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ।
ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং সঙ্কর্ষণস্য চ ॥১৯॥
কথং বিবরমদ্রাক্ষীদ্ভীমসেনস্তবানঘ ! ।
বলিনং কৃতিনং নিত্যং স চ পাপাত্মবান্ নৃপ ! ॥২০॥
কালো নূনং মহারাজ ! লোকেঽস্মিন্ বলবত্তরঃ ।
পশ্যামো নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভয়াদিতি । বীরশয়নে বীরশয্যায়াং ভুবি, ক্রব্যাভির্মাংসভোজিভিঃ প্রাণিভিঃ ॥১৬॥

উপেতি । অর্থহেতোর্ধনলাভার্থম্, ঈশ্বরং ভূস্বামিনম্ । মাংসান্যেব হেতুঃ উপাসনা-কারণং যেষাং তে ॥১৭॥

তমিতি । পর্য্যদেবয়ৎ ব্যলপৎ ॥১৮॥

আহুরিতি । মুখ্যং প্রধানম্ । ধনাধ্যক্ষোপমং কুবেরতুল্যম্, সঙ্কর্ষণস্য বলদেবস্য ॥১৯॥

কথমিতি । বিবরং প্রহারচ্ছিদ্রম্ । কৃতিনং গদাযুদ্ধনিপুণং তামিতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥২০-২১॥

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ধনলাভের জন্য যে রাজার উপাসনা করিতেন, আজ মাংস-ভোজী জন্তুরা মাংসলাভের জন্য তাঁহার উপাসনা (পরিবেষ্টন) করিতেছে' ॥১৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর অশ্বত্থামা সেই কৌরবপ্রধান দুর্য্যোধনকে ভূতলে শয়িত দেখিয়া, করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন—॥১৮॥

'মহারাজ ! সকল লোকই বলে—'আপনি সমস্ত ধনুর্দ্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে কুবেরের তুল্য এবং গদাযুদ্ধে বলরামের শিষ্য' ॥১৯॥

নিষ্পাপ রাজা ! পাপাত্মা ভীম যুদ্ধে কি করিয়া আপনার ছিদ্র (প্রহারের ফাঁক) দেখিতে পাইয়াছিল ; আপনি বলবান্ এবং সর্ব্বদাই যুদ্ধে সুনিপুণ ছিলেন ; তথাপি ভীমসেন আপনাকে নিহত করিয়াছে। অতএব মহারাজ ! কালকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল দেখিতেছি ॥২০—২১॥

---

(১৭) যমুপাসন্, পা…মহীপতিম্—নি।

কথং ত্বাং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং ক্ষুদ্রঃ পাপো বৃকোদরঃ।
নিকৃত্যা হতবান্ মন্দো নূনং কালো দুরত্যয়ঃ ॥২২॥
ধর্ম্মযুদ্ধে হ্যধর্ম্মেণ সমাহূয়ৌজসা মৃধে।
গদয়া ভীমসেনেন নির্ভগ্নে সক্থিনী তব ॥২৩॥
অধর্ম্মেণ হতস্যাজৌ মৃদ্যমানং পদা শিরঃ।
য উপেক্ষিতবান্ ক্ষুদ্রং ধিক্ তমস্তু যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪॥
যুদ্ধেষ্বপবদিষ্যন্তি যোধা নূনং বৃকোদরম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি ভূতানি নিকৃত্যা হ্যসি পাতিতঃ ॥২৫॥
নন্বু রামোঽব্রবীদ্রাজন্! ত্বাং সদা যদুনন্দনঃ।
দুর্য্যোধনসমো নাস্তি গদায়ামিতি বীর্য্যবান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, মন্দো মূঢ়ঃ ॥২২॥
ধর্ম্মেতি। ওজসা বলেন, মৃধে যুদ্ধে। সক্থিনী ঊরূ ॥২৩॥
অধর্ম্মেণেতি। মৃদ্যমানং ভূমৌ মথ্যমানং ভীমেন। ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রহৃদয়ম্ ॥২৪॥
যুদ্ধেম্বিতি। অপবদিষ্যন্তি নিন্দিষ্যন্তি। ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি ॥২৫॥
নন্বিতি। গদাযুদ্ধবিশারদস্য রামস্য বচনং সর্ব্বথৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥২৬॥

মহারাজ! আপনি যুদ্ধের সর্ব্ব ধর্ম্মে অভিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি কি করিয়া পাপাত্মা, ক্ষুদ্রাশয় ও মন্দবুদ্ধি ভীম যুদ্ধে শঠতাচরণপূর্ব্বক আপনাকে নিহত করিল! নিশ্চয়ই প্রতিকূল কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর ॥২২॥

কুরুরাজ! ভীম আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অধর্ম্ম অনুসারে বলপূর্ব্বক গদাদ্বারা আপনার ঊরুযুগল ভগ্ন করিল! ॥২৩॥

তা'র পর ভীম যুদ্ধে অধর্ম্ম অনুসারে আপনাকে আহত করিয়া চরণদ্বারা আপনার মস্তকটী মথিত করিতে লাগিলে, যে ক্ষুদ্রাশয় তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই যুধিষ্ঠিরকে ধিক্ ॥২৪॥

ভীম আপনাকে শঠতাপূর্ব্বকই নিপাতিত করিয়াছে; অতএব যতকাল পৃথিবী-প্রভৃতি থাকিবে, নিশ্চয়ই ততকাল যাবৎ যোদ্ধারা নীচাশয় ভীমের নিন্দা করিবেন ॥২৫॥

মহারাজ! বলবান্ যদুনন্দন রাম বলিয়াছেন—'গদাযুদ্ধে পৃথিবীতে দুর্য্যোধনের সমান আর কেহ নাই' ॥২৬॥

(২৩) ধর্ম্মযুদ্ধে হ্যধর্ম্মেণ—বা নি। (২৬)...গদয়া ইতি বীর্য্যবান্—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ সো।

শ্লাঘতে ত্বাং হি বাষ্ণের্য়ো রাজন্ ! সংসৎসু ভারত ! ।
স শিষ্যো মম কৌরব্যো গদাযুদ্ধ ইতি প্রভো ! ॥২৭॥
যাং গতিং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ ।
হতস্যাভিমুখস্যাজৌ প্রাপ্তস্ত্বমসি তাং গতিম্ ॥২৮॥
দুর্য্যোধন ! ন শোচামি ত্বামহং পুরুষর্ষভ ! ।
হতপুত্রৌ তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ।
ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্ ॥২৯॥
ধিগস্তু কৃষ্ণং বাষ্ণের্য়মর্জ্জুনঞ্চাপি দুর্ম্মতিম্ ।
ধর্ম্মজ্ঞমানিনৌ যৌ ত্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাম্ ॥৩০॥
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্ব্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ! ।
কথং দুর্য্যোধনোঽস্মাভির্হত ইত্যনপত্রপাঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

শ্লাঘত ইতি। শ্লাঘতে প্রশংসতি, বাষ্ণের্য়ঃ স রামঃ ॥২৭॥

যামিতি। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥" ইত্যুক্তের্গতিমুত্তমলোকমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

দুর্য্যোধনেতি। ন শোচামি সদ্যঃ স্বর্গলাভাৎ। শোচামি যাবজ্জীবং তয়োঃ শোকাৎ। ভিক্ষুকৌ ধনজনাদিহীনত্বাৎ, বিচরিষ্যেতে গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রৌ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

ধিগিতি। উপেক্ষতাম্ উপেক্ষিতবন্তৌ ॥৩০॥

পাণ্ডবা ইতি। কথমিতি গর্হিতপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অনপত্রপা নির্লজ্জাঃ ॥৩১॥

প্রভু ভরতনন্দন রাজা ! বলরাম বীরসভায় সর্ব্বদা আপনার প্রশংসা করেন এবং বলেন—'সেই দুর্য্যোধন গদাশিক্ষায় আমার শিষ্য' ॥২৭॥

মহারাজ ! মহর্ষিরা সম্মুখযুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়ের যে উত্তম গতির বিষয় বলিয়া থাকেন, আপনি সেই গতিই লাভ করিবেন ॥২৮॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন ! আমি আপনার জন্য শোক করি না, কিন্তু হতপুত্র গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্যই শোক করিতেছি। কারণ, তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া শোক করিতে থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥২৯॥

অতএব বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণকে এবং দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্। যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞাভিমানী হইয়াও বধ করিবার সময়ে আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছে ॥৩০॥

নরনাথ ! নির্লজ্জ পাণ্ডবেরা এই কথাই বলিবে কি যে, আমরা অন্যায় ভাবে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছি ॥৩১॥

---

(২৭)···সুশিষ্যো—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

ধন্যস্ত্বমসি গান্ধারে ! যস্ত্বমায়োধনে হতঃ।
প্রয়াতোঽভিমুখঃ শত্রূন্ ধর্ম্মেণ পুরুষর্ষভ ! ॥৩২॥
হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা।
প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্দ্ধর্ষঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্যতে ॥৩৩॥
ধিগস্তু কৃতবর্ম্মাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্।
যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরস্কৃত্য পার্থিবম্ ॥৩৪॥
দাতারং সর্ব্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্।
যদ্বয়ং নানুগচ্ছামস্ত্বাং ধিগস্মান্ নরাধমান্ ॥৩৫॥
কৃপস্য তব বীর্য্যেণ মম চৈব পিতুশ্চ মে।
সভৃত্যানাং নরব্যাঘ্র ! রত্নবন্তি গৃহাণি চ ॥৩৬॥
ভবৎপ্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহবান্ধবৈঃ।
অবাপ্তাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ধন্য ইতি। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে" ইতীণ্, তৎসম্বোধনম্। আয়োধনে যুদ্ধে ॥৩২॥

হতেতি। প্রজ্ঞাচক্ষুর্ধৃতরাষ্ট্রঃ, প্রতিপৎস্যতে লপ্স্যতে ॥৩৩॥

ধিগিতি। পুরস্কৃত্য অগ্রেসরীকৃত্য। চিরানুচরাণাং তথৈবৌচিত্যাৎ ॥৩৪॥

দাতারমিতি। সর্ব্বকামানাং সর্ব্বাভীষ্টানাম্। অকৃতজ্ঞত্বাদেব নরাধমত্বমিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

কৃপস্যেতি। বীর্য্যেণ দানশক্ত্যা। সভৃত্যানাং নিজপোষ্যাণামস্মাকম্ ॥৩৬॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ গান্ধারীনন্দন ! আপনি ধন্য হইয়াছেন। কারণ, আপনি শত্রুর অভিমুখে যাইয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৩২॥

যাঁহাদের পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ নিহত হইয়াছে, সেই গান্ধারী ও দুর্দ্ধর্ষ ধৃতরাষ্ট্রের কি অবস্থা হইবে ॥৩৩॥

রাজা ! কৃতবর্ম্মাকে, আমাকে ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে ধিক্, যে আমরা আপনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বর্গে যাই নাই ॥৩৪॥

আপনি সকলেরই অভীষ্ট দান করিতেন এবং প্রজাদের হিতসাধন করিতেন। অতএব আমরা যে আপনার অনুসরণ করি নাই, তাহাতেই আমরা নরাধম হইয়াছি ; সুতরাং আমাদিগকে ধিক্ ॥৩৫॥

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! আমরা আপনার পোষ্য ছিলাম ; সুতরাং আপনার দানের প্রভাবে আমার, আমার পিতার ও কৃপাচার্য্যের গৃহ রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥৩৬॥

কুতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্ত্তিষ্যামহে বয়ম্।
যাদৃশেন পুরস্কৃত্য ত্বং গতঃ সর্ব্বপার্থিবান্ ॥৩৮॥
বয়মেব ত্রয়ো রাজন্! গচ্ছন্তং পরমাং গতিম্।
যদ্বৈ ত্বাং নানুগচ্ছামস্তেন তপ্স্যামহে বয়ম্ ॥৩৯॥
ত্বৎসঙ্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ সুকৃতস্য তে।
কিং নাম তদ্ভবেৎ কর্ম্ম যেন ত্বাং ন ব্রজাম বৈ ॥৪০॥
দুঃখং নূনং কুরুশ্রেষ্ঠ! চরিষ্যামি মহীমিমাম্।
হীনানাং নস্ত্বয়া রাজন্! কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ সুখম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ভবদিতি। অবাপ্তা অনুষ্ঠিতাঃ, ক্রতবো যজ্ঞাঃ, মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥৩৭॥

কুত ইতি। প্রবর্ত্তিষ্যামহে স্থাস্যামঃ। যাদৃশেন ভাবেন পুরস্কৃত্য প্রাধান্যেন প্রতিপাল্য ॥৩৮॥

বয়মিতি। তপ্স্যামহে শোচিষ্যামঃ ॥৩৯॥

ত্বদিতি। সুকৃতস্য উপকারস্য। স্মৃত্যর্থকর্ম্মণীতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥৪০॥

দুঃখমিতি। দুঃখং যথা স্যাৎ তথা। হীনানাং ত্যক্তানাম্ ॥৪১॥

মিত্র ও বন্ধুগণের সহিত আমরা আপনার অনুগ্রহে বহুতর প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাতে প্রচুর দক্ষিণাও দিয়াছি ॥৩৭॥

মহারাজ! আপনি যেভাবে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া, স্বর্গে সমস্ত রাজার সহিত মিলিত হইতে চলিলেন, আমরা পাপাত্মারা এখন হইতে কিপ্রকারে সেইভাবে থাকিব ॥৩৮॥

রাজা! আপনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, কেবল আমরা তিন জনই আপনার অনুগমন করিতেছি না; তাহাতে আমরা চিরকালই শোক অনুভব করিব ॥৩৯॥

মহারাজ! এখন আমরা আপনার সংসর্গবিহীন হইলাম, আপনার প্রদত্ত অর্থ আর পাইব না এবং চিরকালই আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিব; আপনার এমন কোন্ ব্যবহার থাকিতে পারে, যাহাতে আমরা আপনার অনুসরণ করিতেছি না ॥৪০॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমি এখন হইতে এই পৃথিবীতে অতিদুঃখে বিচরণ করিব। কারণ, আপনি না থাকায়, আমাদের সুখ বা শান্তি আসিবে কোথা হইতে ॥৪১॥

(৩৯)···বক্ষ্যামহে বয়ম্—বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

গত্বৈতস্তু মহারাজ ! সমেত্য চ মহারথান্।
যথাশ্রেষ্ঠং যথাজ্যেষ্ঠং পূজয়ের্বচনান্মম ॥৪২॥
আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
হতং ময়াদ্য শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাধিপ ! ॥৪৩॥
পরিষ্বজেথা রাজানং বাহ্লীকং সুমহারথম্।
সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ ॥৪৪॥
তথা পূর্ব্বগতানন্যান্ স্বর্গে পার্থিবসত্তমান্।
অস্মদ্বাক্যাৎ পরিষ্বজ্য পৃচ্ছেথাস্ত্বমনাময়ম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
সঞ্জয় উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্থমচেতনম্।
অশ্বত্থামা সমুদ্বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥৪৬॥
দুর্য্যোধন ! জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

গত্বেতি। ইতো মর্ত্ত্যলোকাৎ, গত্বা স্বর্গমিতি শেষঃ, সমেত্য প্রাপ্য ॥৪২॥
আচার্য্যমিতি। আচার্য্যং দ্রোণম্, কেতুং ধ্বজং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। শংসেথা ব্রূয়াঃ ॥৪৩॥
পরীতি। পরিষ্বজেথাস্ত্বমালিঙ্গেঃ। সৈন্ধবং সিন্ধুরাজং জয়দ্রথম্। পার্থিবসত্তমান্ ভগদত্তাদীন্। অনাময়ং পৃচ্ছেথাঃ "ক্ষত্রং পৃচ্ছেদনাময়ম্" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ ॥৪৪-৪৫॥
ইতীতি। ভগ্নসক্থং ভগ্নোরুম্। সমুদ্বীক্ষণং স্ববচনশ্রবণে অবধানদানার্থম্ ॥৪৬॥

মহারাজ ! আপনি এই মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গে যাইয়া, মহারথ দ্রোণপ্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার অনুরোধ অনুসারে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠক্রমে আপনি তাঁহাদের সম্মান করিবেন ॥৪২॥

রাজা ! আপনি যাইয়া সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে (দ্রোণকে) অভিবাদন করিয়া বলিবেন—'আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়াছি' ॥৪৩॥

আপনি—মহারথ রাজা বাহ্লীককে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে, সোমদত্তকে ও ভূরিশ্রবাকে আলিঙ্গন করিবেন এবং পূর্ব্বে স্বর্গগত রাজশ্রেষ্ঠ ভগদত্তপ্রভৃতিকে আমার বাক্য অনুসারে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন' ॥৪৪-৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'অশ্বত্থামা ভগ্নোরু ও অচেতন দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিয়া, পুনরায় তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—॥৪৬॥

(৪৬)...অশ্বত্থামা লঘুপ্রাণং—বা নি।

তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
অহঞ্চ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥৪৮॥
দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজাঃ।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্ব্বে মৎস্যশেষঞ্চ ভারত ! ॥৪৯॥
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ।
সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্ ॥৫০॥
ময়া চ পাপকর্ম্মাসৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে ! ।
প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ ॥৫১॥
দুর্য্যোধনস্তু তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্।
প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। পাণ্ডবতঃ পাণ্ডবপক্ষে, ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ কৌরবপক্ষীয়াঃ ॥৪৭॥
উভয়েষাং শেষাণাং পরিচয়মাহ ত ইতি। তে পাণ্ডবাঃ। শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ ॥৪৮॥
দ্রৌপেতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। মৎস্যানাং মৎস্যদেশীয়সৈন্যানাং শেষম্ ॥৪৯॥
কৃত ইতি। কৃতে অস্মাকমপকারে, প্রতিকৃতমস্মাভিরপি তেষাং প্রত্যপকারং কৃতং পশ্য। সৌপ্তিকে সুপ্তভাবে নিদ্রিতাবস্থায়ামিত্যর্থঃ, নরৈর্বাহনৈর্গজাদিভিশ্চ সহেতি তৎ ॥৫০॥
ময়েতি। পাপকর্ম্মা আচার্য্যঘাতিত্বাৎ। পশুমারেণ পশুমারণপ্রকারেণ ॥৫১॥
দুর্য্যোধন ইতি। চেতশ্চেতনাং পুনঃ প্রতিলভ্য প্রীত্যুদয়াৎ ॥৫২॥

'দুর্য্যোধন! আপনি জীবিত আছেন; অতএব কর্ণের সুখজনক বাক্য শ্রবণ করুন—পাণ্ডবপক্ষে সাত জন অবশিষ্ট আছেন এবং কৌরবপক্ষে আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি ॥৪৭॥

পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন পাণ্ডবপক্ষে অবশিষ্ট রহিয়াছেন; আর আমি, কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য—এই তিন জন কৌরবপক্ষে অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৪৮॥

ভরতনন্দন! দ্রৌপদীর সকল পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত পুত্র, সমস্ত পাঞ্চাল এবং মৎস্যদেশীয় অবশিষ্ট যোদ্ধারা সকলেই নিহত হইয়াছেন ॥৪৯॥

মহারাজ! দেখুন—পাণ্ডবেরা যে অপকার করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতিশোধ দিয়াছি। কারণ, পাণ্ডবগণের পুত্রেরাও নিহত হইয়াছে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ ও হস্তিপ্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের শিবিরও বিনষ্ট হইয়াছে ॥৫০॥

রাজা! আমি গত রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া, পশুর ন্যায় সেই পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিয়া ফেলিয়াছি' ॥৫১॥

ন মেঽকরোত্তদ্‌গাঙ্গেয়ো ন কর্ণো ন চ তে পিতা।
যত্ত্বয়া কৃপভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতম্ ॥৫৩॥
স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্দ্ধং শিখণ্ডিনা।
তেন মন্যে মঘবতা সমমাত্মানমদ্য বৈ ॥৫৪॥
স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা তূষ্ণীং স কুরুরাজো মহামনাঃ ॥৫৫॥
প্রাণানুদস্‌জদ্বীরঃ সুহৃদাং দুঃখমুৎসৃজন্।
আক্রামত দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ। ভোজঃ কৃতবর্ম্মা ॥৫৩॥
স ইতি। স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, সেনাপতিঃ পাণ্ডবানাম্। মঘবতা ইন্দ্রেণ ॥৫৪॥
স্বস্তীতি। স্বস্তি ধর্ম্মমস্তু, প্রাপ্নুত যথেষ্টং গচ্ছত, ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৫৫॥
প্রাণানিতি। সুহৃদাং দুঃখং শোকরূপম্। দিবং স্বর্গম্, আবিশদাশ্রয়ৎ ॥৫৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তে হত্বেতি ॥১—৪॥ চিখাদিষুন্ ভক্ষিতুমিচ্ছুন্ ॥৫—১৬॥ মাংসহেত্তবঃ মাংসার্থিনঃ ॥১৭—৩৮॥ ধক্ষ্যামহে ভস্মীভবেম ॥৩৯—৫২॥ ন মেঽকরোদিতি। পাপঃ কণ্ঠগতপ্রাণোঽপ্যভিনন্দতি পাপিনম্। দ্রৌণিং প্রসুপ্তবালঘ্নং পাংসুভুক্ কুরুরাড়িব ॥৫৩—৬২॥
ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

দুর্য্যোধন মনের প্রীতিজনক সেই বাক্য শুনিয়া পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া, এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

'আচার্য্যপুত্র! আজ আপনি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া আমার যাহা করিয়াছেন, তাহা ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও করিতে পারেন নাই ॥৫৩॥

সেই ক্ষুদ্রাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে; অতএব আজ আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান মনে করিতেছি ॥৫৪॥

আপনাদের ধর্ম্মলাভ হউক, আপনারা যাইতে পারেন, আপনাদের মঙ্গল হউক, পুনরায় স্বর্গলোকে আমাদের সম্মেলন হইবে।' এই কথা বলিয়া মহামনা দুর্য্যোধন নীরব হইলেন ॥৫৫॥

ক্রমে মহাবীর দুর্য্যোধন বন্ধুবর্গের শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তিনি পুণ্যময় স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন; আর তাঁহার শরীরটী ভূতলেই পড়িয়া রহিল ॥৫৬॥

---

(৫৫) ইত্যেবমুক্ত্বা পুত্রস্তে···বা নি। (৫৬) প্রাণানুপাসৃজদ্বীরঃ। অপাক্রামৎ—বা নি।

এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো নৃপ!।
অগ্রে যাত্বা রণে শূরঃ পশ্চাদ্বিনিহতঃ পরৈঃ ॥৫৭॥
তথৈব তে পরিষ্বক্তাঃ পরিষ্বজ্য চ তে নৃপম্।
পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুরুহূ রথান্ ॥৫৮॥
ইত্যহং দ্রোণপুত্রস্য নিশম্য করুণাং গিরম্।
প্রত্যুষকালে শোকার্ত্তঃ প্রাদ্রবন্ নগরং প্রতি ॥৫৯॥
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্! দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৬০॥
তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্ত্তস্য মমানঘ!।
ঋষিদত্তং প্রনষ্টং তদ্দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। যাত্বা শূরত্বাদেব গত্বা। পরৈঃ শত্রুভিঃ ॥৫৭॥
তথেতি। পরিষ্বক্তাঃ পূর্ব্বমালিঙ্গিতাঃ, নৃপং নৃপশরীরম্। স্বকান্ স্বকীয়ান্ ॥৫৮॥
ইতীতি। অহং সঞ্জয়ঃ। নগরং হস্তিনাম্ ॥৫৯॥
এবমিতি। বৃত্তো জাতঃ। ঘোরো মহান্, বিশসনো হিংসানিষ্পন্নঃ, রৌদ্রো ভীষণঃ ॥৬০॥
তবেতি। ঋষিণা বেদব্যাসেন দত্তম্, দিব্যদর্শিত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ॥৬১॥

রাজা! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বর্গে গমন করিয়াছেন; তিনি বীর বলিয়া সমস্ত সৈন্যের অগ্রে যাইয়া, পরে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছেন ॥৫৭॥

দুর্য্যোধন পূর্ব্বে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিতেন; সুতরাং তৎকালে তাঁহারাও তাঁহার দেহটীকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বার বার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, আপন আপন রথে আরোহণ করিলেন ॥৫৮॥

আমি অশ্বত্থামার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোকার্ত্ত হইয়া, প্রভাতকালে হস্তিনানগরে আগমন করিয়াছি ॥৫৯॥

রাজা! আপনার কুমন্ত্রণার ফলে কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের এইরূপ পরস্পরহিংসাপ্রযুক্ত ভীষণ মহাক্ষয় হইয়াছে ॥৬০॥

নিষ্পাপ মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বর্গে গমন করিলে, আমি শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলাম; তখন বেদব্যাসপ্রদত্ত আমার সেই দিব্যদৃষ্টি আজ বিনষ্ট হইয়া গেল' ॥৬১॥

(৫৯) ইত্যেবং…শোকার্ত্তাঃ—বা নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্ত্রস্য নিধনং তদা।
নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি সুপ্তবধে দুর্য্যোধনপ্রাণত্যাগে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:০:———

(২। ঐষীকপর্ব্ব।)

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিঃ।
শশংস ধর্ম্মরাজায় সৌপ্তিকে কদনং কৃতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নৃপতির্ধৃতরাষ্ট্রঃ। চিন্তাপরো ভাবিকর্ত্তব্যালোচনাশক্তঃ ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি সুপ্তবধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তস্যামিতি। শশংস উবাচ। সৌপ্তিকে সর্ব্বেষামেব সুপ্তাবস্থায়াম্, কদনং মহামারীম্ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন পুত্র দুর্য্যোধনের এইরূপ নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পরে চিন্তান্বিত হইলেন॥৬২॥

———:*:———

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই রাত্রি অতীত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যাইয়া—অশ্বত্থামা নিদ্রিত অবস্থায় সৈন্যগণের যে মহামারী ঘটাইয়াছিলেন, তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিল ॥১॥

---

(৬২)…জ্ঞাতিপুত্ত্রবধং তদা—বা নি। * '…নবমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

(১)…গত্বা শশংস পাণ্ডুভ্যঃ—বা নি।

সূত উবাচ। *

দ্রৌপদেয়া হতা রাজন্! দ্রুপদস্যাত্মজৈঃ সহ।
প্রমত্তা নিশি বিশ্বস্তাঃ স্বপন্তঃ শিবিরে স্বকে ॥২॥
গৌতমেন নৃশংসেন ভোজেন কৃতবর্ম্মণা।
অশ্বত্থাম্না চ পাপেন হতং বঃ শিবিরং নিশি ॥৩॥
এতৈর্নরগজাশ্বানাং প্রাসশক্তিপরশ্বধৈঃ।
সহস্রাণি নিকৃন্তদ্ভির্নিঃশেষং তে বলং কৃতম্ ॥৪॥
ছিদ্যমানস্য মহতো বনস্যেব পরশ্বধৈঃ।
শুশ্রুবে স মহান্ শব্দো বলস্য তব ভারত! ॥৫॥
অহমেকোঽবশিষ্টস্তু তস্মাৎ সৈন্যাম্মহীপতে!।
মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ধর্ম্মাত্মন্! ব্যগ্রস্য কৃতবর্ম্মণঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

* সূত ইতি। সূতো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য স্বসারথিঃ। "সূতঃ ক্ষত্তা চ সারথিঃ" ইত্যমরঃ।
দ্রৌপেতি। আত্মজৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ড্যাদিভিঃ। প্রমত্তা আত্মরক্ষায়ামনবহিতাঃ ॥২॥
গৌতমেনেতি। গৌতমেন গৌতমগোত্রেণ কৃপেণ, ভোজেন তদ্বংশীয়েন ॥৩॥
এতৈরিতি। নিকৃন্তদ্ভিশ্ছিন্দদ্ভিঃ, বলং সৈন্যম্ ॥৪॥
ছিদ্যেতি। শব্দ আর্ত্তনাদঃ ঠক্‌ঠকাদিধ্বনিশ্চ ॥৫॥
অহমিতি। ব্যগ্রস্য অন্যবধে ব্যাসক্তস্য কৃতবর্ম্মণঃ সকাশাৎ ॥৬॥

সেই সারথি বলিল—'রাজা! দ্রৌপদীর পুত্রেরা দ্রুপদের পুত্রগণের সহিত রাত্রিতে স্বকীয় শিবিরে অসাবধান অবস্থায় ও নিরুদ্বেগভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন; তখন অশ্বত্থামা যাইয়া তাঁহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছেন ॥২॥

নৃশংস ও পাপাত্মা কৃপ, কৃতবর্ম্মা এবং অশ্বত্থামা রাত্রিতে আপনাদের শিবিরটাই বিধ্বস্ত করিয়াছেন ॥৩॥

ইহারা প্রাস, শক্তি ও পরশুদ্বারা সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে ছেদন করিয়া করিয়া আপনার সৈন্যকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছেন ॥৪॥

ভরতনন্দন! পরশুদ্বারা বন ছেদন করিতে লাগিলে, তাহার যেমন ঠক্‌ঠক্-প্রভৃতি শব্দ শুনা যায়, তেমন সৈন্যগণকে ছেদন করিতে লাগিলে, তাহাদের তখন বিশাল আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল ॥৫॥

---

(৩) কৃতবর্ম্মণা নৃশংসেন গৌতমেন কৃপেণ চ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (৬)…ব্যগ্রাচ্চ কৃতবর্ম্মণঃ—বা নি।

তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পপাত মহ্যাং দুর্দ্ধর্ষঃ পুত্রশোকসমন্বিতঃ ॥৭॥
তং পতন্তমভিক্রম্য পরিজগ্রাহ সাত্যকিঃ।
ভীমসেনোঽর্জ্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৮॥
লব্ধচেতাস্তু কৌন্তেয়ঃ শোকবিহ্বলয়া গিরা।
জিত্বা শত্রূন্ জিতঃ পশ্চাৎ পর্য্যদেবয়দার্ত্তবৎ ॥৯॥
দুর্বিদা গতিরর্থানামপি যে দিব্যচক্ষুষঃ।
জীয়মানা জয়ন্ত্যন্যে জয়মানা বয়ং জিতাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অশিবম্ অমঙ্গলময়ম্। দুর্দ্ধর্ষত্বেঽপি পুত্রশোকসমন্বিতত্বাদেব পপাতেতি ভাবঃ ॥৭॥

তমিতি। অভিক্রম্য উৎপত্য গত্বা ॥৮॥

লব্ধেতি। লব্ধচেতাঃ প্রাপ্তচৈতন্যঃ, কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ। পর্য্যদেবয়ৎ ব্যলপৎ ॥৯॥

দুরিতি। দুর্বিদা দুর্বেদা। গুণাভাব আর্ষঃ। উক্তার্থে প্রমাণমাহ জীয়েতি ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

জয়েন হর্ষতামনুপদমেব শোকভয়ে প্রবর্ত্তেতে ইতি দর্শয়ন্নৈবীকমারভতে তস্যামিতি ॥১—৭॥ অতিক্রম্য ধৈর্য্যমর্য্যাদাং ত্যক্ত্বা পতন্তম্ ॥৮—৯॥ অন্যে শত্রবঃ, জয়মানাঃ

ধর্ম্মাত্মা রাজা! কৃতবর্ম্মা যখন অন্যান্য সৈন্যসংহারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তাঁহার নিকট দিয়া কোন প্রকারে আপনার সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছি' ॥৬॥

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্দ্ধর্ষ হইলেও সেই অমঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া, পুত্রশোকে আকুল হইয়া, ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৭॥

তিনি পতিত হইতে লাগিলে সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব লাফ দিয়া যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ॥৮॥

পরে যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ চিত্তস্থির হইয়া পূর্ব্বে জয় করিয়া পরে পরাজিত হওয়ায় আকুলের ন্যায় শোকবিহ্বলবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন—॥৯॥

'যাঁহারা দিব্য চক্ষু, তাঁহাদের পক্ষেও পদার্থের গতি বুঝা দুষ্কর। হায়! অন্য লোকেরা পরাজিত হইতে থাকিয়া জয়লাভ করে, আর আমরা জয় করিতে থাকিয়া পরাজিত হইলাম ॥১০॥

---

(৭)…পপাত মহ্যাং মহাত্মা…বা নি। (৮) তং পতন্তমভিক্রম্য—পি বঙ্গ সো।

হত্বা ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পিতৄন্ পুত্রান্ সুহৃদ্গণান্।
বন্ধূনমাত্যান্ পৌত্রাংশ্চ জিত্বা সর্ব্বান্ জিতা বয়ম্ ॥১১॥
অনর্থো হ্যর্থসঙ্কাশস্তথানর্থোঽর্থদর্শনঃ।
জয়োঽয়মজয়াকারো জয়স্তস্মাৎ পরাজয়ঃ ॥১২॥
যজ্জিত্বা তপ্যতে পশ্চাদাপন্ন ইব দুর্ম্মতিঃ।
কথং মন্যেত বিজয়ং ততো জিততরঃ পরৈঃ ॥১৩॥
যেষামর্থায় পাপং স্যাদ্বিজয়স্য সুহৃদ্বধৈঃ।
নির্জ্জিতৈরপ্রমত্তৈর্হি বিজিতা জিতকাশিনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

হত্বেতি। অহো দৈবগতির্বিচিত্রেতি ভাবঃ ॥১১॥

অনর্থ ইতি। দৈবাৎ প্রাণিনামনর্থোঽপি অর্থসঙ্কাশো ভবতি, কদাচিদনর্থশ্চ অর্থ ইব দৃশ্যত ইত্যর্থঃ, দর্শনো জায়তে। অর্থশব্দোঽত্র ইষ্টবিষয়পরঃ। অয়মস্মাকং জয়ঃ অজয়াকারঃ সর্ব্বসৈন্যনাশাৎ। অস্মাৎ অতএব এষ জয়ঃ পরাজয় এব ॥১২॥

যদিতি। আপন্ন পাপংপ্রাপ্তঃ। ততো জয়লাভাৎ পরম্। মমাপ্যেষৈবাবস্থেতি ভাবঃ ॥১৩॥

যেষামিতি। যেষাং বিজয়স্যার্থায় সুহৃদ্বধৈঃ পাপং স্যাৎ, তে জিতেন জয়েন কাশন্তে শোভন্ত ইতি জিতকাশিনো জনাঃ, নির্জ্জিতৈরপি অপ্রমত্তৈঃ শত্রুজয়ে সাবধানৈর্জনৈর্বিজিতাঃ স্যুঃ। তথা চ বিজয়ার্থং কৃতৈঃ সুহৃদ্বধৈরস্মাকং পাপং জাতম্, তস্মাৎ পাপাদেব চ বয়ং জিতকাশিনঃ ... ঽপি নির্জ্জিতৈরস্মৎসৈন্যসংহারে সাবধানৈশ্চাশ্বত্থামাদিভিরিদানীং বিজিতা ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

আমরা ভ্রাতৃগণ, বয়স্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, সুহৃদ্গণ, বন্ধুগণ, অমাত্যগণ ও পৌত্রগণকে বধ করিয়া এবং অন্যান্য সকলকে জয় করিয়া, পরিশেষে পরাজিত হইলাম ॥১১॥

দৈববশতঃ প্রাণিগণের পক্ষে কোন সময়ে অনিষ্টও বাস্তবিকই ইষ্টস্বরূপ হইয়া থাকে; আবার কোন সময়ে অনিষ্টকে ইষ্টের ন্যায় দেখা যায় (বাস্তবিকপক্ষে সেটা ইষ্ট নহে)। আমাদেরও এই জয়টা অজয়ের সদৃশই হইয়াছে; সুতরাং আমাদের এই জয় পরাজয়ই বটে ॥১২॥

দুর্বুদ্ধি মানুষ যে জয়লাভ করিয়া পরে বিপদাপন্নের ন্যায় অনুতপ্ত হয়; সে, সে জয়কে কি করিয়া জয় বলিয়া মনে করে। কারণ, তাহার পর শত্রুরা তাহাকে গুরুতরভাবে জয় করে ॥১৩॥

কর্ণিনালীকদংষ্ট্রস্য খড়্গজিহ্বস্য সংযুগে।
চাপব্যাত্তাস্যরৌদ্রস্য জ্যাতলস্বননাদিনঃ ॥১৫॥
ক্রুদ্ধস্য নরসিংহস্য সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
যে ব্যমুঞ্চন্ত কর্ণস্য প্রমাদাত্ত ইমে হতাঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
রথহ্রদং শরবর্ষোর্ম্মিমন্তং রত্নাচিতং বাহনবাজিযুক্তম্।
শক্ত্যৃষ্টিমীনধ্বজনাগনক্রং শরাসনাবর্ত্তমহেষুফেনম্ ॥১৭॥
সংগ্রামচন্দ্রোদয়বেগবেলং দ্রোণার্ণবং জ্যাতলনেমিঘোষম্।
যে তেরুরুচ্চাবচশস্ত্রনৌভিস্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কর্ণীতি। কর্ণিনো নালীকাশ্চ বাণবিশেষা দংষ্ট্রা দন্তপঙ্‌ক্তিরিব যস্য তস্য, খড়্গো জিহ্বেব যস্য তস্য। চাপং ধনুঃ ব্যাত্তাস্যং বিবৃতবদনমিব তেন রৌদ্রস্য ভীষণস্য, জ্যাতল-স্বনো ধনুর্গুণশব্দো নাদো গর্জনমিবাস্যাস্তীতি তস্য। নরঃ সিংহ ইব তস্য। কর্ণস্য সকাশাদিতি শেষঃ, প্রমাদাৎ অনবধানতাবশাৎ ॥১৫—১৬॥

রথেতি। রথা এব হ্রদা গর্ত্তা যস্য তম্, শরবর্ষমেব ঊর্ম্মিস্তরঙ্গোঽস্যাস্তীতি তম্, রত্নৈরাচিতং ব্যাপ্তম্, বাহনানি রথাশ্বা এব বাজিনো জলাশ্বাস্তৈর্যুক্তম্। শক্তয় ঋষ্টয়শ্চৈব মীনা ধ্বজা এব নাগাঃ সর্পাঃ, নক্রা জলজন্তবশ্চ যস্য তম্, শরাসনং ধনুরেব আবর্ত্তো জলভ্রমির্যস্য স চাসৌ মহেষবো মহাবাণা এব ফেনা যস্য স চেতি তম্। সংগ্রাম এব চন্দ্রস্তস্য উদয়েন বেগো যস্যাঃ সা তাদৃশী বেলা অম্বুবিকৃতিঃ পূরো যস্য তম্, দ্রোণ এব অর্ণবস্তম্, জ্যাতল-নেমীনাং গুণহস্তাবরণচক্রপ্রান্তানাং ঘোষঃ শব্দ এব ঘোষো গর্জ্জনং যস্য তঞ্চ উচ্চাবচানি নানাবিধানি শস্ত্রাণ্যেব নাবস্তাভিঃ, প্রমাদাৎ অনবধানাৎ ॥১৭—১৮॥

জয়লাভের জন্য সুহৃদ্ বধ করায় যাহাদের পাপ হয়, তাহারা জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াও পরাজিত ও অবহিত শত্রুগণকর্ত্তৃক পুনরায় পরাজিত হয় ॥১৪॥

কর্ণি ও নালীকপ্রভৃতি বাণসমূহ যাহার দন্তশ্রেণিতুল্য, খড়্গ যাহার জিহ্বার স্থায়, আকৃষ্ট ধনু যাহার প্রকটিতমুখের সদৃশ এবং ধনুর গুণ ও হস্তাবরণের শব্দ যাহার গর্জ্জনের সমান ছিল, সেই সিংহসদৃশ ক্রুদ্ধ ও ভীষণ, যুদ্ধে অপলায়ী কর্ণের নিকট হইতে যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, আজ তাহারা অনবধানতাবশতঃ নিহত হইয়াছে ॥১৫—১৬॥

রথ—যাহার গর্ত্ত, বাণবর্ষণ—যাহার তরঙ্গ, বাহনগুলি—যাহার জলাশ্ব, শক্তি ও ঋষ্টি—যাহার মৎস্য, ধ্বজ—যাহার সর্প ও জলজন্তু, ধনু—যাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমি—ঘোলা), বিশাল বাণ—যাহার ফেন, যুদ্ধরূপ চন্দ্রের উদয়ে বেগ—যাহার পূর (জোয়ার) এবং ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও রথচক্রের শব্দই যাহার গর্জ্জনস্বরূপ ছিল, সেই দ্রোণ-

ন হি প্রমাদাৎ পরমোঽস্তি কশ্চিদ্বধো নরাণামিহ জীবলোকে।
প্রমত্তমর্থা হি নরং সমন্তাৎ ত্যজন্ত্যনর্থাশ্চ সমাবিশন্তি ॥১৯॥
ধ্বজোত্তমাগ্রোচ্ছ্রিতধূমকেতুং শরার্চ্চিষং কোপমহাসমীরম্।
মহাধনুর্জ্যাতলনেমিঘোষং তনুত্রনানাবিধশস্ত্রহোমম্ ॥২০॥
মহাচমূকক্ষদবাভিপন্নং মহাহবে ভীষ্মমহাদবাগ্নিম্।
যে তেরুরুচ্চাবচশস্ত্রবেগৈস্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ন হীতি। বধো বধহেতুঃ। প্রমত্তমনবহিতম্, অর্থা অভীষ্টবিষয়াঃ, অনর্থা অনভীষ্টবিষয়াঃ, সমাবিশন্তি আশ্রয়ন্তি ॥১৯॥

ধ্বজেতি। ধ্বজোত্তমস্য অগ্রে উচ্ছ্রিত উত্থিতো ধূমঃ কেতুঃ পতাকারূপো যস্য তম্, শরা বাণা এব অর্চ্চিষঃ শিখা যস্য তম্, কোপঃ ক্রোধ এব মহান্ সমীরো বর্দ্ধকো বায়ুর্যস্য তম্। মহাধনুর্জ্যাতলনেমীনাং ঘোষ এব ঘোষঃ শব্দে যস্য তম্, তনুত্রাণি বর্ম্মাণি নানাবিধানি শস্ত্রাণি চ তেষাং হোমো হবিস্ত্যাগো যস্মিন্ তম্। মহাচমূরেব কক্ষদবঃ শুষ্কতৃণবনং তত্র অভিপন্নং লগ্নম্, ভীষ্ম এব মহান্ দবাগ্নির্দাবানলস্তম্। উচ্চাবচানি নানাবিধানি শস্ত্রাণি তেষাং বেগৈঃ ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

জয়ন্তঃ, জিতানাং জয়ো জয়তাং পরাজয়ঃ ফলতোঽভূদিতি মহদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥ ব্যমুক্তন্ত মুক্তাঃ, কর্ণস্য কর্ণাৎ, প্রমাদাদসৎকৃতাদসান্নিধ্যাৎ ॥১৬—১৯॥ তনুত্রাণি নানাবিধানি শস্ত্রাণি চ তেষাং হোমঃ প্রক্ষেপো যত্র তং তনুত্রনানাবিধশস্ত্রহোমম্ ॥২০॥ ভীষ্মময়ং ভীষ্মপ্রধানমগ্নিদাহং ভীষ্মরূপেণাগ্নিনা দাহমিত্যর্থঃ। তে সেহিরে সোঢ়বন্তঃ ॥২১—৩১॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

পরিপূর্ণ দ্রোণরূপ সমুদ্রকে যাঁহারা নানাবিধ অস্ত্ররূপ নৌকাদ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত্রেরা অনবধানতাবশতঃ আজ নিহত হইয়াছেন ॥১৭-১৮॥

এই জীবলোকে অনবধানতাব্যতীত মানুষের বিনাশের অন্য কোন প্রধান কারণ নাই। কারণ, সমস্ত অভীষ্ট বিষয়ই অসাবধান লোককে পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত অনর্থ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে ॥১৯॥

উত্তম ধ্বজের উপরে পতাকারূপ যাহার ধূম, বাণ যাহার শিখা, ক্রোধ যাহার প্রবল বায়ু, বিশাল ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও চক্রপ্রান্তের শব্দ যাহার রব, বর্ম্ম ও নানাবিধ অস্ত্র যাহার আহুতি এবং যাহা বিশাল সৈন্যরূপ শুষ্কতৃণবনে লগ্ন হইত, সেই ভীষ্মস্বরূপ মহাদাবানলকে যাঁহারা মহাযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রবেগদ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত্রেরাই অনবধানতাবশতঃ নিহত হইয়াছেন ॥২০—২১॥

---

(২০) ইতঃপ্রভৃতি পুস্তকভেদাদেব পাঠভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

ন হি প্রমত্তেন নরেণ শক্যমাপ্তুং বসু শ্রীর্বিপুলং যশো বা।
পশ্যাপ্রমাদেন নিহত্য শত্রূন্ সর্ব্বান্ মহেন্দ্রং সুখমেধমানম্ ॥২২॥
ইন্দ্রোপমান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্ পশ্যাবিশেষেণ হতান্ প্রমাদাৎ।
তীর্ত্ব্বা সমুদ্রং বণিজঃ সমৃদ্ধা মগ্নাঃ কুনদ্যামিব সীদমানাঃ ॥২৩॥
অমর্ষিতৈর্যে নিহতাঃ শয়ানা নিঃসংশয়ং তেঽপি দিবং প্রপন্নাঃ।
কৃষ্ণাস্তু শোচামি কথং নু সাধ্বী শোকার্ণবং সাদ্য বিশক্ষ্যতীতি ॥২৪॥
ভ্রাতৄংশ্চ পুত্রাংশ্চ হতান্ নিশম্য পাঞ্চালরাজং পিতরঞ্চ বৃদ্ধম্।
ধ্রুবং বিসংজ্ঞা পতিতা পৃথিব্যাং সা শেষ্যতে শোককৃশাঙ্গযষ্টিঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ন হীতি। প্রমত্তেন অনবহিতেন। আপ্তুং লব্ধুম্, বসু ধনম্, শ্রীর্ভবনাদিশোভা। অপ্রমাদেন সাবধানতয়া, এধমানং বর্দ্ধমানং স্বর্গাধিপতিভূতমিত্যর্থঃ ॥২২॥

ইন্দ্রেতি। পার্থিবানাং রাজ্ঞাং পুত্রপৌত্রান্, হতান্ অস্মাকং শিবিরেষু, প্রমাদাৎ অনবধানতাবশাৎ। উক্তার্থে সাদৃশ্যমাহ তীর্ত্বেতি। সমৃদ্ধা ধনলাভেন সম্পন্নাঃ সন্তঃ, সীদমানা অবসন্না অনবহিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ ভীষ্মাদিবধেন বিজয়িনী মৎসেনা অনবধানতাবশাদেব কেনচিৎ ক্ষুদ্রেণ ব্রাহ্মণেন হতেতি ভাবঃ ॥২৩॥

অমর্ষিতৈরিতি। অমর্ষিতৈঃ ক্রুদ্ধৈরশ্বত্থামাদিভিঃ। দিবং স্বর্গম্, প্রপন্নাঃ কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্যাৎ প্রাপ্তাঃ, অতস্তেষামর্থে শোকো নাস্তীতি ভাবঃ। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ ॥২৪॥

ভ্রাতৄনিতি। বিসংজ্ঞা অচেতনা। শেষ্যতে শয়নং করিষ্যতি ॥২৫॥

অসাবধান মানুষ ধন, শোভা কিংবা বিপুল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ—ইন্দ্র সাবধানতাবশতই সমস্ত শত্রুকে সংহার করিয়া, অনায়াসে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥২২॥

আরও দেখ—ইন্দ্রের তুল্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্রেরা অনবধানতাবশতই অ-বিশেষভাবে আমাদের শিবিরে নিহত হইয়াছেন। অতএব সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিকেরা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আসিয়া অসাবধানতাবশতঃ যেমন ক্ষুদ্র নদীতে মগ্ন হয়, সেইরূপ আমাদের সেই যোদ্ধারা ভীষ্মপ্রভৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আজ ক্ষুদ্র অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥২৩॥

ক্রুদ্ধ শত্রুরা যে সকল নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে, তাঁহারাও স্বর্গেই গিয়াছেন (সুতরাং তাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে)। কিন্তু দ্রৌপদীর জন্যই শোক করিতেছি। কেন না, সেই সাধ্বী আজ কি করিয়া এই শোকসাগর সহ্য করিবেন ॥২৪॥

---

(২৪) অমর্ষিতৈর্যে নিহতা নরেন্দ্রা...বা নি, সা বিবহিষ্যতীতি...বা নি।

তচ্ছোকজং দুঃখমপারয়ন্তী কথং ভবিষ্যত্যুচিতা সুখানাম্।
পুত্রক্ষয়ভ্রাতৃবধপ্রণুন্না প্রদহ্যমানেব হুতাশনেন ॥২৬॥
ইত্যেবমার্ত্তঃ পরিদেবয়ন্ স রাজা কুরূণাং নকুলং বভাষে।
গচ্ছানয়ৈনামিহ মন্দভাগ্যাং সমাতৃপক্ষামিতি রাজপুত্রীম্ ॥২৭॥
মাদ্রীসুতস্তৎ পরিগৃহ্য বাক্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মপ্রতিমস্য রাজ্ঞঃ।
যযৌ রথেনালয়মাশু দেব্যাঃ পাঞ্চালরাজস্য চ যত্র দারাঃ ॥২৮॥
প্রস্থাপ্য মাদ্রীসুতমাজমীঢ়ঃ শোকার্দ্দিতস্তৈ সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
রোরূয়মাণঃ প্রযযৌ সুতানামায়োধনং ভূতগণানুকীর্ণম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অপারয়ন্তী সোঢ়ুমশক্নুবতী, কথং কীদৃশী, সুখানামুচিতা ভোগে অভ্যস্তা। পুত্রাণাং ক্ষয়েণ ভ্রাতৄণাং বধেন চ প্রণুন্না বিহ্বলীকৃতা ॥২৬॥

ইতীতি। পরিদেবয়ন্ বিলপন্। এনাং কৃষ্ণাম্, মাতৃপক্ষেণ নিহতানাং মাতৃগণেন সহেতি সা তাম্ ॥২৭॥

মাদ্রীতি। ধর্ম্মপ্রতিমস্য ধর্ম্মসমানস্য। দেব্যা দ্রৌপদ্যাঃ ॥২৮॥

প্রস্থাপ্যেতি। আজমীঢ় অজমীঢ়বংশোৎপন্নো যুধিষ্ঠিরঃ। রোরূয়মাণঃ পুনরার্ত্তনাদং কুর্ব্বন্, আয়োধনং রণস্থলম্, ভূতগণৈর্মাংসভোজিপ্রাণিগণৈঃ অনুকীর্ণং ব্যাপ্তম্ ॥২৯॥

ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ দ্রুপদরাজাকে নিহত শুনিয়া শোকে ক্ষীণ ও অচেতন হইয়া দ্রৌপদী নিশ্চয়ই আজ ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিবেন ॥২৫॥

সুখভোগে অভ্যস্তা দ্রৌপদী অগ্নির ন্যায় পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশশোকে দহ্যমান ও আকুল হইয়া, সেই শোকদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া দ্রৌপদী আজ কিরূপ হইয়া পড়িবেন' ॥২৬॥

কুরুরাজ যুধিষ্ঠির শোকার্ত্ত হইয়া এরূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া নকুলকে বলিলেন—'নকুল! তুমি যাও, মাতৃগণের সহিত মন্দভাগা দ্রৌপদীকে এইখানে আনয়ন কর' ॥২৭॥

ধর্ম্মের গুণে ধর্ম্মদেবের তুল্য যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ গ্রহণ করিয়া নকুল—যে স্থানে দ্রুপদরাজার ভার্য্যারা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্রৌপদীর ভবনে গমন করিলেন ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির নকুলকে প্রেরণ করিয়া, বন্ধুগণের সহিত মিলিত ও শোকার্ত্ত হইয়া, গুরুতর আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, জন্তুগণে পরিপূর্ণ পুত্রদিগের সংহারস্থানে গমন করিলেন ॥২৯॥

---

(২৬)···রোরুয়তে জাতিবধাভিতপ্তা···বা নি।

স তৎ প্রবিশ্যাশিবমুগ্ররূপং দদর্শ পুত্রান্ সুহৃদঃ সখীংশ্চ।
ভূমৌ শয়ানান্ রুধিরার্দ্রগাত্রান্ বিভিন্নদেহান্ প্রহৃতোত্তমাঙ্গান্ ॥৩০॥
স তাংস্তু দৃষ্ট্বা ভৃশমার্ত্তরূপো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
উচ্চৈঃ প্রচুক্রোশ চ কৌরবাগ্র্যঃ পপাত চোর্ব্ব্যাং সগণো বিসংজ্ঞঃ ॥৩১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্ব্বণি ঐষীকে যুধিষ্ঠিরানুতাপে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:০:——

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

——:০*০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স দৃষ্ট্বা নিহতান্ সংখ্যে পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
মহাদুঃখপরীতাত্মা বভূব জনমেজয়! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অশিবম্ অমঙ্গলময়ম্। বিভিন্নগাত্রান্ বিদীর্ণদেহান্, প্রহৃতানি জন্তুভিরাকৃষ্যাপনীতানি উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি যেষাং তান্ ॥৩০॥

স ইতি। প্রচুক্রোশ পুত্রাদীনাজুহাব, সগণঃ সপরিজনঃ, বিসংজ্ঞঃ অচেতনঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

স ইতি। সংখ্যে রণস্থল ইব শিবিরে। মহাদুঃখেন পরীতাত্মা ব্যাপ্তচিত্তঃ ॥১॥

যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গলময় ও ভীষণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পুত্রগণ, সুহৃদ্গণ ও সখিগণ ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে এবং জন্তুগণ অনেকেরই মস্তক অপহরণ করিয়া নিয়াছে ॥৩০॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া তাহাদিগকে উচ্চস্বরে ডাকিতে থাকিয়া অচেতন হইয়া, পরিজনগণের সহিত ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩১॥

---

* '...দশবোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

ততস্তস্য মহান্ শোকঃ প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
স্মরতঃ পুত্রপৌত্রাণাং ভ্রাতৄণাং স্বজনস্য চ ॥২॥
তমশ্রুপরিপূর্ণাক্ষং বেপমানমচেতনম্।
সুহৃদো ভৃশসংবিগ্নাঃ সান্ত্বয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৩॥
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে জবনৈর্বাজিভির্হেমমালিভিঃ।
নকুলঃ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধমুপায়াৎ পরমার্ত্তয়া ॥৪॥
উপপ্লব্যং গতা সা তু শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
তদা বিনাশং পুত্রাণাং সর্ব্বেষাং ব্যথিতাভবৎ ॥৫॥
কম্পমানেব কদলী বাতেনাভিসমীরিতা।
কৃষ্ণা রাজানমাসাদ্য শোকার্ত্তা ন্যপতদ্ভুবি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পুত্রপৌত্রাণামিত্যাদৌ "স্মৃত্যর্থকর্ম্মণি" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥২॥
তমিতি। অচেতনং প্রায়েণাসংজ্ঞম্। ভৃশসংবিগ্না অতীবাস্থিরাঃ ॥৩॥
তস্মিন্নিতি। জবনৈর্বেগবদ্ভিঃ। কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা, উপায়াৎ যুধিষ্ঠিরসমীপমাগচ্ছৎ ॥৪॥
উপেতি। উপপ্লব্যং তদাখ্যং বিরাটনগরম্, গতা যুদ্ধকালে অধিষ্ঠিতা, সা কৃষ্ণা ॥৫॥
কম্পেতি। অভিসমীরিতা সর্ব্বতঃ সঞ্চালিতা। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! যুধিষ্ঠির পুত্র, পৌত্র ও সখাদিগকে নিহত দেখিয়া গুরুতর দুঃখে আকুল হইয়া পড়িলেন ॥১॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠির তৎকালে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনদিগকে স্মরণ করিতে থাকায় তাঁহার গুরুতর শোক উপস্থিত হইল ॥২॥

তখন যুধিষ্ঠির অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও কম্পিতকলেবর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলে, সুহৃদ্গণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

সেই সময়েই নকুল বেগবান্ ও স্বর্ণমালালঙ্কৃত অশ্বগণের গুণে অত্যন্তদুঃখিতা দ্রৌপদীর সহিত সত্বর সে স্থানে আগমন করিলেন ॥৪॥

দ্রৌপদী সেই যুদ্ধের সময়ে বিরাটরাজের উপপ্লব্যনগরে ছিলেন; তৎকালে তিনি নকুলের নিকট গুরুতর অপ্রিয় সমস্ত পুত্রেরই নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকে আকুল হইয়াছিলেন ॥৫॥

ক্রমে শোকার্ত্তা দ্রৌপদী বায়ুসঞ্চালিত কদলীস্তম্ভের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৬॥

(৪) ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কল্যো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

বভূব বদনং তস্যাঃ সহসা শোককর্ষিতম্।
ফুল্লপদ্মপলাশাক্ষ্যাস্তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্ ॥৭॥
ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা সংরম্ভী সত্যবিক্রমঃ।
বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ ॥৮॥
সা সমাশ্বাসিতা তেন ভীমসেনেন ভাবিনী।
রুদতী পাণ্ডবং কৃষ্ণা সহভ্রাতরমব্রবীৎ ॥৯॥
দিষ্ট্যা রাজন্! অবাপ্যেমামখিলাং ভোক্ষ্যসে মহীম্।
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্ম্মেণ সম্প্রদায় যমায় বৈ ॥১০॥
দিষ্ট্যা ত্বং পার্থ! কুশলী মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিষ্যসি ॥১১॥
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্ম্মেণ শ্রুত্বা শূরান্ নিপাতিতান্।
উপপ্লব্যে ময়া সার্দ্ধং দিষ্ট্যা ত্বং ন স্মরিষ্যসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বভূবেতি। শোকেন কর্ষিতং ম্লানম্। তমসা রাহুণা গ্রস্তস্তমোগ্রস্তঃ, অংশুমান্ চন্দ্রঃ ॥৭॥
তত ইতি। সংরম্ভী ক্রোধী। সমুৎপত্য উৎপ্লুত্য গত্বা ॥৮॥
সেতি। ভাবিনী অভিপ্রায়বিশেষবতী। পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরম্, ভ্রাতৃভিঃ সহেতি সহভ্রাতরম্ ॥৯॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। রাজ্যলাভেন ত্বমাশ্বস্তো ভবিষ্যসি, ন ত্বহমিতি ভাবঃ ॥১০॥
দিষ্ট্যেতি। কুশলী অক্ষতদেহঃ। সৌভদ্রমভিমন্যুম্ ॥১১॥

প্রস্ফুটিতপদ্মপলাশনয়না দ্রৌপদীর মুখখানি শোকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়া গেল ॥৭॥

তাহার পর দ্রৌপদীকে পতিত দেখিয়া, কোপনস্বভাব ও যথার্থবিক্রমশালী ভীমসেন লাফ দিয়া যাইয়া বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥৮॥

ক্রমে ভীমসেন আশ্বস্ত করিলে, দ্রৌপদী রোদন করিতে থাকিয়া বিশেষ অভিপ্রায়ে ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—॥৯॥

'রাজা! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে পুত্রদিগকে যমকে দান করিয়া, ভাগ্যবশতঃ সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া ভোগ করিতে থাকিবেন ॥১০॥

পৃথানন্দন! আপনি ভাগ্যবশতঃ অক্ষতদেহ থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া মত্তমাতঙ্গগামী অভিমন্যুকে আর স্মরণ করিবেন না ॥১১॥

(৯) ··ভীমসেনেন ভামিনী—বা সো নি। (১০)·· শ্রুত্বা শূরান্ নিপাতিতান্—পি বর্দ্ধ সো।

প্রসুপ্তানাং বধং শ্রুত্বা দ্রৌণিনা পাপকর্ম্মণা।
শোকস্তপতি মাং পার্থ! হুতাশন ইবাশ্রয়ম্ ॥১৩॥
তস্য পাপকৃতো দ্রৌণের্ন চেদস্য ত্বয়া মৃধে।
হ্রিয়তে সানুবন্ধস্য যুধি বিক্রম্য জীবিতম্ ॥১৪॥
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে তন্নিবোধত পাণ্ডবাঃ।
ন চেৎ ফলমবাপ্নোতি দ্রৌণিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণা পাণ্ডবং প্রত্যুপাবিশৎ।
যুধিষ্ঠিরং যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজং তপস্বিনী ॥১৬॥
দৃষ্ট্বোপবিষ্টাং রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো মহিষীং প্রিয়াম্।
প্রত্যুবাচ স ধর্ম্মাত্মা দ্রৌপদীং চারুদর্শনাম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

আত্মজানিতি। উপপ্লব্যে প্রাগুক্তে তদাখ্যে বিরাটনগরে ॥১২॥

প্রেতি। প্রসুপ্তানাং নিদ্রিতানাম্, দ্রৌণিনা অশ্বত্থাম্না। তপতি দহতি ॥১৩॥

তস্যেতি। মৃধে যুদ্ধে। সানুবন্ধস্য অনুচরসহিতস্য। প্রায়ম্ অনশনং যাবৎ, আসিষ্যে স্থাস্যামি ॥১৪—১৫॥

এবমিতি। তপস্বিনী শোচ্যা, "দীনশোচ্যৌ তপস্বিনৌ" ইত্যমরঃ ॥১৬॥

আপনি পুত্রগণকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে নিপাতিত শুনিয়াও ভাগ্যবশতই উপপ্লব্যনগরে আমার সহিত তাহাদিগকে আর স্মরণ করিবেন না ॥১২॥

পৃথানন্দন! পাপকারী অশ্বত্থামা নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে বধ করিয়াছে ইহা শ্রবণ করায় অগ্নি যেমন আপন আশ্রয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥১৩॥

অতএব অদ্য আপনি যদি বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে সেই পাপকারী অশ্বত্থামার জীবন হরণ না করেন এবং অশ্বত্থামা যদি সেই পাপকার্য্যের ফলভোগ না করে, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব; হে পাণ্ডবগণ! আপনারা আমার এই প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া থাকুন' ॥১৪—১৫॥

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া শোচনীয়া দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সেই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিলেন ॥১৬॥

তখন চারুদর্শনা প্রিয়মহিষী দ্রৌপদীকে প্রায়োপবিষ্টা দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৭॥

---

(১৬)···যশস্বিনী—বা সো সি।

ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞে! প্রাপ্তাস্তে নিধনং শুভে!।
পুত্রাস্তে ভ্রাতরশ্চৈব তান্ন শোচিতুমর্হসি ॥১৮॥
স কল্যাণি! বনং দুর্গং দূরং দ্রৌণিরিতো গতঃ।
তস্য ত্বং পাতনং সংখ্যে কথং জ্ঞাস্যসি শোভনে! ॥১৯॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

দ্রোণপুত্রস্য সহজো মণিঃ শিরসি মে শ্রুতঃ।
নিহত্য সংখ্যে তং পাপং পশ্যেয়ং মণিমাহৃতম্।
রাজন্! শিরসি তে কৃত্বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ ॥২০॥
ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবং কৃষ্ণা রাজানং চারুদর্শনা।
ভীমসেনমথাভ্যেত্য পরমং বাক্যমব্রবীৎ ॥২১॥
ত্রাতুমর্হসি মাং ভীম! ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্।
জহি তং পাপকর্ম্মাণং শম্বরং মঘবানিব ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। উপবিষ্টামস্তগমনায়েতি শেষঃ ॥১৭॥
ধর্ম্ম্যমিতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম, ধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়াচারেণ ॥১৮॥
স ইতি। দুর্গং দুর্গমম্। কথং জ্ঞাস্যসি কথমপি নেত্যর্থঃ, দূরস্থত্বাৎ ॥১৯॥
দ্রোণেতি। মে ময়া। জীবেয়ং তৎপাতনাবগমাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥
ইতীতি। পরমমুত্তমম্, সর্ব্বথা যুক্তিযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥২১॥

'শুভে ধর্ম্মজ্ঞে! তোমার সেই পুত্রেরা ও ভ্রাতারা ক্ষত্রিয়নিয়মানুসারে ধর্ম্মসঙ্গত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং তুমি আর তাঁহাদের জন্য শোক করিতে পার না ॥১৮॥

কল্যাণি! সেই অশ্বত্থামা এ স্থান হইতে দূরবর্ত্তী ও দুর্গম বনমধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে; অতএব শোভনে! তুমি এ স্থানে থাকিয়া তাহাকে নিপাত করা কি করিয়া দেখিবে' ॥১৯॥

দ্রৌপদী বলিলেন—'রাজা! আমি শুনিয়াছি—জন্মাবধি অশ্বত্থামার মস্তকে একটী মণি রহিয়াছে; আপনি সেই পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে বধ করিয়া সেই মণিটী মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আনয়ন করিবেন, তাহা আমি দেখিব, তাহা হইলে জীবন-ধারণ করিতে পারিব, ইহাই আমার ধারণা' ॥২০॥

চারুদর্শনা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের নিকটে যাইয়া এই উত্তম বাক্য বলিলেন—॥২১॥

ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ পুমানস্তীহ কশ্চন।
শ্রুতং তৎ সর্ব্বলোকেষু পরমব্যসনে তথা ॥২৩॥
দ্বীপোঽভূস্ত্বং হি পার্থানাং নগরে বারণাবতে।
হিড়িম্বদর্শনে চৈব তথা ত্বমভবো গতিঃ ॥২৪॥
তথা বিরাটনগরে কীচকেন ভৃশার্দ্দিতাম্।
মামপ্যুদ্ধৃতবান্ কৃচ্ছ্রাৎ পৌলোমীং মঘবানিব ॥২৫॥
যথৈতান্যকৃথাঃ পার্থ! মহাকর্ম্মাণি বৈ পুরা।
তথা দ্রৌণিমমিত্রঘ্ন! বিনিহত্য সুখী ভব ॥২৬॥
তস্যা বহুবিধং দুঃখং নিশম্য পরিদেবিতম্।
ন চামর্ষত কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্রাতুমিতি। পাপকর্ম্মাণমশ্বত্থামানম্, শম্বরং নামাসুরম্, মঘবানিন্দ্রঃ ॥২২॥
নেতি। পরমব্যসনে মহাবিপদি, তথা বিক্রমে তত্তুল্যঃ কশ্চিন্নাস্তীতি সম্বন্ধঃ ॥২৩॥
দ্বীপ ইতি। বারণাবতে নগরে জতুগৃহদাহসময় ইত্যর্থঃ, দ্বীপঃ সমুদ্রে দ্বীপ ইবাশ্রয়ঃ ॥২৪॥
তথেতি। পৌলোমীং শচীম্ অসুরব্যসনাদিত্যাশয়ঃ ॥২৫॥
যথেতি। এতানি হিড়িম্ববধাদীনি। হে অমিত্রঘ্ন! শত্রুহন্তঃ! ॥২৬॥
তস্যা ইতি। দুঃখং দুঃখসূচকম্, পরিদেবিতং বিলাপম্। অমর্ষত অসহত ॥২৭॥

'মধ্যমপাণ্ডব! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আপনি সেইরূপ পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামাকে বধ করুন ॥২২॥

এই জগতে সাধারণ অবস্থায় কিংবা মহাবিপদের সময় বিক্রমপ্রকাশ করিবার পক্ষে আপনার তুল্য কোন পুরুষই নাই, ইহা সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥২৩॥

বারণাবতনগরে জতুগৃহদাহের সময়ে আপনি পাণ্ডবগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং হিড়িম্বরাক্ষসের আক্রমণের কালেও আপনিই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৪॥

আর ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অসুরসঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, আপনিও তেমন বিরাটনগরে কীচকের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৫॥

শত্রুহন্তা পৃথানন্দন! আপনি পূর্ব্বে যেমন এই সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ এখনও অশ্বত্থামাকে বধ করিয়া সুখী হউন' ॥২৬॥

---

(২৬) ইতঃ পরং 'বৈশম্পায়ন উবাচ' বা নি। (২৭)...পরমব্যসনে যথা—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ সো।

স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গমারুরোহ মহারথম্।
আদায় রুচিরং চিত্রং সমার্গণগুণং ধনুঃ ॥২৮॥
নকুলং সারথিং কৃত্বা দ্রোণপুত্রবধে ধৃতঃ।
বিস্ফার্য্য সশরং চাপং তূর্ণমশ্বানচোদয়ৎ ॥২৯॥
তে হয়াঃ পুরুষব্যাঘ্র! চোদিতা বাতরংহসঃ।
বেগেন ত্বরিতা জগ্মুর্হরয়ঃ শীঘ্রগামিনঃ ॥৩০॥
শিবিরাৎ স্বাদ্‌গৃহীত্বা স রথস্য পদমচ্যুতঃ।
দ্রোণপুত্ত্রগতেনাশু যযৌ মার্গেণ ভারত! ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি ঐষীকে দ্রৌণিবধার্থং ভীমগমনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। কাঞ্চনেন বিচিত্রাণি অঙ্গানি অবয়বা যস্য তম্। মার্গণৈঃ শরৈর্গুণেন চ সহেতি তৎ ॥২৮॥

নকুলমিতি। ধৃতঃ সযত্নঃ সন্। অচোদয়ৎ চালয়িতুমাদিশৎ ॥২৯॥

ত ইতি। বাতরংহসো বায়ুবেগাঃ। হরয়ঃ কপিলবর্ণাঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স দৃষ্ট্বেতি ॥১—৯॥ দিষ্ট্যেতি পুত্রনাশাপেক্ষয়া রাজ্যপ্রাপ্তিসুখং তব মহদিত্যধিক্ষেপঃ ॥১০—৩০॥ পদং গমনমার্গচিহ্নম্, গৃহীত্বালক্ষ্য ॥৩১॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

তখন মহাবল কুন্তীনন্দন ভীমসেন দ্রৌপদীর বহুবিধ দুঃখসূচক সেই সকল বিলাপ শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না ॥২৭॥

ক্রমে ভীমসেন বাণ ও গুণযুক্ত এবং সুন্দর ও বিচিত্র ধনু ধারণ করিয়া স্বর্ণখচিত বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥২৮॥

পরে ভীমসেন অশ্বত্থামার বধে উৎসাহী হইয়া নকুলকে সারথি করিয়া, বাণযুক্ত ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক অশ্বগুলিকে সত্বর চালাইবার আদেশ করিলেন ॥২৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! বায়ুর ন্যায় বেগবান্, শীঘ্রগামী, পিঙ্গলবর্ণ ও ত্বরান্বিত সেই অশ্বগুলি নকুলকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল ॥৩০॥

---

(৩১)···দ্রোণপুত্ত্ররথস্যাশু যযৌ বেগেন বীর্য্যবান্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো। * '···একাদশো-ঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো সি।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্দ্ধর্ষে যদূনামৃষভস্ততঃ।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥
এষ পাণ্ডব! তে ভ্রাতা পুত্রশোকপরায়ণঃ।
জিঘাংসুর্দ্রৌণিমাক্রন্দে এক এবাভিধাবতি ॥২॥
ভীমঃ প্রিয়স্তে সর্ব্বেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভরতর্ষভ!।
তং কৃচ্ছ্রগতমদ্য ত্বং কস্মান্নাভ্যুপপদ্যসে ॥৩॥
যত্তদাচষ্ট পুত্রায় দ্রোণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দহেত পৃথিবীমপি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শিবিরাদিতি। রথস্য অশ্বত্থাম্নঃ স্যন্দনস্য, পদং গমনচিহ্নম্। অচ্যুতো বীরধর্ম্মাদভ্রষ্টঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তস্মিন্নিতি। যদূনামৃষভো যাদবানাং শ্রেষ্ঠঃ। পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥
এষ ইতি। জিঘাংসুর্হন্তুমিচ্ছুঃ, আক্রন্দে দারুণযুদ্ধে ॥২॥
ভীম ইতি। কৃচ্ছ্রগতং সম্ভাব্যমানকষ্টশ্রিতম্, নাভ্যুপপদ্যসে সাহায্যেন ন বর্দ্ধয়সি ॥৩॥

ভরতনন্দন! মহাবীর ভীমসেন রথচক্রের চিহ্ন ধরিয়া অশ্বত্থামার পথ অনুসরণ করিয়া, আপন শিবির হইতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

——:০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন প্রস্থান করিলে, যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১॥

পাণ্ডুনন্দন! আপনার এই ভ্রাতা ভীমসেন একাকীই মহাযুদ্ধে অশ্বত্থামাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়াছেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন অন্য সকল ভ্রাতা হইতেই আপনার অধিক প্রিয়; অথচ তিনি বিপন্ন হইতে চলিয়াছেন; সুতরাং আপনি উঁহার সাহায্য করিতেছেন না কেন ॥৩॥

তন্মহাত্মা মহাভাগঃ কেতুঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
প্রত্যপাদয়দাচার্য্যঃ প্রীয়মাণো ধনঞ্জয়ম্ ॥৫॥
তং পুত্রোঽপ্যেক এবৈনমন্বযাচদমর্ষণঃ।
ততঃ প্রোবাচ পুত্রায় নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥৬॥
বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাত্মজস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদাচার্য্যঃ সোঽন্বশাৎ স্বসুতং ততঃ ॥৭॥
পরমাপদ্গতেনাপি ন স্ম তাত! ত্বয়া রণে।
ইদমস্ত্রং প্রয়োক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ॥৮॥
ইত্যুক্তবান্ গুরুঃ পুত্রং দ্রোণঃ পশ্চাদথোক্তবান্।
ন ত্বং জাতু সতাং মার্গে স্থাতেতি পুরুষর্ষভ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। আচষ্ট উপাদিশৎ। অস্ত্রং কর্ত্তৃ ॥৪॥
তদিতি। কেতুর্ধ্বজঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। প্রত্যপাদয়দশিক্ষয়ৎ ॥৫॥
তমিতি। একঃ পুত্রোঽশ্বত্থামা অন্বযাচৎ তদস্ত্রমযাচত, অমর্ষণঃ কোপনঃ ॥৬॥
বিদিতমিতি। চাপলং চঞ্চলঃ স্বভাবঃ। অন্বশাৎ উপাবিশৎ ॥৭॥
কিমন্বশাদিত্যাহ পরমেতি। প্রয়োক্তব্যং নিক্ষেপ্তব্যম্ ॥৮॥
ইতীতি। জাতু কদাচিৎ, স্থাতা স্থাস্যসি। অতএবেত্থমুপদিষ্টমিতি ভাবঃ ॥৯॥

বিপক্ষনগরবিজয়ী দ্রোণাচার্য্য পুত্র অশ্বত্থামাকে যে অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মশির'নামক সেই অস্ত্র পৃথিবীও দগ্ধ করিতে পারে ॥৪॥

এবং মহাত্মা, মহাভাগ ও সমস্ত ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া সেই 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র অর্জ্জুনকেও শিখাইয়া ছিলেন ॥৫॥

একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামাও দ্রোণাচার্য্যের নিকট সেই অস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহার পর দ্রোণাচার্য্য অনতিহৃষ্টচিত্ত হইয়াই যেন সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র অশ্বত্থামাকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥৬॥

অশ্বত্থামার চঞ্চলস্বভাব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের বিদিত ছিল; সুতরাং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার পরে, অশ্বত্থামাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন— ॥৭॥

'বৎস! তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াও এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না; বিশেষতঃ মানুষের উপরে কখনও না' ॥৮॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামাকে প্রথমে এই কথা বলিয়া পরে বলিলেন— 'তুমি কখনও সৎপথে থাকিবে না' ॥৯॥

স তদাজ্ঞায় দুষ্টাত্মা পিতুর্বচনমপ্রিয়ম্ ।
নিরাশঃ সর্ব্বকল্যাণৈঃ শোকাৎ পর্য্যচরন্ মহীম্ ॥১০॥
ততস্তদা কুরুশ্রেষ্ঠ! বনস্থে ত্বয়ি ভারত! ।
অবসদ্দ্বারকামেত্য বৃষ্ণিভিঃ পরমার্চ্চিতঃ ॥১১॥
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বসন্ দ্বারবতীমনু ।
এক একং সমাগম্য মামুবাচ হসন্নিব ॥১২॥
যত্তদুগ্রং তপঃ কৃষ্ণ! চরন্ সত্যপরাক্রমঃ ।
অগস্ত্যাদ্ভারতাচার্য্যঃ প্রত্যপদ্যত মে পিতা ॥১৩॥
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দেবগন্ধর্ব্বপূজিতম্ ।
তদদ্য ময়ি দাশার্হ! যথা পিতরি মে তথা ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। দুষ্টাত্মা খলস্বভাবঃ। সর্ব্বকল্যাণৈঃ সর্ব্ববিধাভীষ্টৈঃ ॥১০॥

তত ইতি। বৃষ্ণিভিরস্মদ্বংশীয়ৈঃ, পরমার্চ্চিতো বিশেষাদরেণ শুশ্রূষিতঃ ॥১১॥

স ইতি। অনু লক্ষ্যীকৃত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥১২॥

যদিতি। ভারতাচার্য্যো ভরতবংশীয়ানামস্ত্রগুরুঃ, প্রত্যপদ্যত অলভত। অদ্যেদানীম্ ॥১৩—১৪॥

খলস্বভাব অশ্বত্থামা পিতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সম্পাদনে নিরাশ হইয়া শোকে পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥১০॥

ভরতনন্দন কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহার পর আপনি বনবাসী হইলে, অশ্বত্থামা দ্বারকানগরে যাইয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণের বিশেষ আদর-যত্ন পাইতে থাকিয়া, বাস করিতে লাগিল ॥১১॥

তাহার পর কোন সময়ে সমুদ্রের নিকটে দ্বারকানগরীর ভিতরে একাকী একক আমার নিকটে যাইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিল—॥১২॥

'কৃষ্ণ! ভরতবংশীয়গণের গুরু আমার পিতৃদেব গুরুতর তপস্যা করিতে থাকিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে সেই যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, দেবগন্ধর্ব্বপূজিত সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র এখন আমার নিকট আসিয়াছে। অতএব কৃষ্ণ! ব্রহ্মশির অস্ত্র পিতার যেমন বিদিত আছে, আমারও তেমনই বিদিত হইয়াছে ॥১৩—১৪॥

---

(১৩) ..চরন্নমিতবিক্রমঃ—বা দি।

অস্মত্তস্তদুপাদায় দিব্যমস্ত্রং যদুত্তম ! ।
মমাপ্যস্ত্রং প্রয়চ্ছ ত্বং চক্রং রিপুহণং রণে ॥১৫॥
স রাজন্ ! প্রীয়মাণেন ময়াপ্যুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
যাচমানঃ প্রযত্নেন মত্তোঽস্ত্রং ভরতর্ষভ ! ॥১৬॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বমনুষ্যপতগোরগাঃ ।
ন সমা মম বীর্য্যস্য শতাংশেনাপি পিণ্ডিতাঃ ॥১৭॥
ইদং ধনুরিয়ং শক্তিরিদং চক্রমিয়ং গদা ।
যদ্‌যদিচ্ছসি চেদস্ত্রং মত্তস্তত্তদ্দদানি তে ॥১৮॥
যচ্ছক্নোষি সমুদ্‌যন্তুং প্রয়োক্তুমপি বা রণে ।
তদ্‌গৃহাণ বিনাস্ত্রেণ যন্মে দাতুমভীপ্সসি ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অস্মদিতি। মমাপি মহ্যমপি। রিপূন্ হন্তীতি রিপুহণম্। হন্তেঃ পচাদিত্বাদচ্ ॥১৫॥

স ইতি। মত্তো মম সকাশাৎ, অস্ত্রং মদীয়ং চক্রম্ ॥১৬॥

দেবেতি পতগাঃ পক্ষিণঃ, উরগাঃ সর্পাঃ। পিণ্ডিতা একীভূতাঃ সন্তোঽপি ॥১৭॥

ইদমিতি শক্তিরপ্যস্ত্রবিশেষঃ। মত্তশ্চেদস্ত্রং গ্রহীতুমিচ্ছসি তদা যদ্‌যদিচ্ছসীতি সম্বন্ধঃ ॥১৮॥

যদিতি। উদ্‌যন্তুমুত্তোলয়িতুম্ অস্ত্রেণ স্বকীয়াস্ত্রদানেন, যৎ স্বকীয়মস্ত্রম্ ॥১৯॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ! আপনি আমার নিকট হইতে সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, আমাকে শত্রুনাশক স্বকীয় সুদর্শনচক্রটী দান করুন ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলাম—॥১৬॥

'দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পক্ষী ও সর্পগণ একত্র হইয়াও আমার বলের শতাংশের একাংশের তুল্যও হয় না ॥১৭॥

আচার্য্যপুত্র ! আপনি যদি আমার নিকট অস্ত্রগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমার এই ধনু, এই শক্তি, এই চক্র এবং এই গদা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে যাহা যাহা আপনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাহাই আমি আপনাকে দান করিব ॥১৮॥

আপনি যাহা উত্তোলন করিতে কিংবা যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মশির অস্ত্র আমাকে দান করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা দান করিবার প্রয়োজন নাই' ॥১৯॥

(১৫)··· স চাপ্যস্ত্রং—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (১৮)···মত্তস্তত্তদ্দামি তে—বা নি।

স সুনাভং সহস্রারং বজ্রনাভময়স্ময়ম্ ।
বব্রে চক্রং মহাভাগো মত্তঃ স্পর্দ্ধন্ময়া সহ ॥২০॥
গৃহাণ চক্রমিত্যুক্তো ময়া তু তদনন্তরম্ ।
জগ্রাহোৎপত্য সহসা চক্রং সব্যেন পাণিনা ॥২১॥
ন চৈনমশকৎ স্থানাৎ সঞ্চালয়িতুমপ্যুত ।
অথৈনং দক্ষিণেনাপি গ্রহীতুমুপচক্রমে ।
সর্ব্বযত্নেন তেনাপি গৃহ্ণন্নেবমিদং ততঃ ॥২২॥
ততঃ সর্ব্ববলেনাপি যদৈনং ন শশাক হ ।
উদ্যন্তুং বা চালয়িতুং দ্রৌণিঃ পরমদুর্ম্মনাঃ ।
কৃত্বা যত্নং পরিশ্রান্তঃ সংন্যবর্ত্তত ভারত ! ॥২৩॥
নিবৃত্তমনসং তস্মাদভিপ্রায়াদ্বিচেতসম্ ।
অহমামন্ত্র্য সংবিগ্নমশ্বত্থামানমব্রুবম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। শোভনা নাভির্মধ্যদেশো যস্য তৎ, সহস্রম্ অরাস্তির্য্যগ্‌দণ্ডা যস্য তৎ, বজ্রমিব দৃঢ়া নাভির্মধ্যদেশো যস্য তৎ, অয়স্ময়ং লৌহময়ম্। বব্রে গ্রহীতুমিয়েষ, স্পর্দ্ধন্ স্পর্দ্ধমানঃ ॥২০॥

গৃহাণেতি। সব্যেন বামেন। অবজ্ঞাসূচনায়েতি ভাবঃ ॥২১॥

নেতি। দক্ষিণেনাপি পাণিনা। অপিশব্দাদ্বামেন চ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥

তত ইতি। উদ্যন্তুম্ উত্তোলয়িতুম্। সংন্যবর্ত্তত উদ্যমাচ্চালনাচ্চ। ষট্‌পাদঃ ॥২৩॥

আমার সহিত স্পর্দ্ধাকারী সেই মহাবল অশ্বত্থামা তখন সুন্দর নাভিযুক্ত, বহুসংখ্যক তির্য্যগ্‌দণ্ডসমন্বিত, বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, মধ্যদেশশালী এবং লৌহময় আমার সুদর্শনচক্রটী গ্রহণ করিতে চাহিল ॥২০॥

তাহার পর আমি বলিলাম—'আপনি চক্রটী গ্রহণ করুন'; তখন অশ্বত্থামা বেগে উঠিয়া যাইয়া বামহস্তদ্বারা সেই চক্রটী ধরিল ॥২১॥

সেই অবস্থায় চক্রটীকে স্বস্থান হইতে সঞ্চালিত করিতেও পারিল না; তাহার পর দক্ষিণহস্তদ্বারাও ধরিবার উপক্রম করিল; তৎপরে দুই হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়াও তাহা সঞ্চালিত করিতে পারিল না ॥২২॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর অশ্বত্থামা সমস্ত বলপ্রয়োগ এবং যত্ন করিয়াও যখন ঐ চক্রটীকে উত্তোলন বা সঞ্চালন করিতে পারিল না, তখন অত্যন্তদুঃখিত চিত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্তি পাইল ॥২৩॥

---

(২৩)…স ন্যবর্ত্তত—বা সি।

যঃ স দেবমনুষ্যেষু প্রমাণং পরমং গতঃ।
গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্বঃ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥২৫॥
যঃ সাক্ষাদ্দেবদেবেশং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিষ্ণুস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥২৬॥
যস্মাৎ প্রিয়তরো নাস্তি মমান্যঃ পুরুষো ভুবি।
নাদেয়ং যস্য মে কিঞ্চিদপি দারাঃ সুতাস্তথা ॥২৭॥
তেনাপি সুহৃদা ব্রহ্মন্! পার্থেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
নোক্তপূর্ব্বমিদং বাক্যং যত্ত্বং মামভিভাষসে ॥২৮॥ (কলাপকম্)
ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্ঘোরং চীর্ত্ত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্।
হিমবৎপার্শ্বমভ্যেত্য যো ময়া তপসার্জ্জিতঃ ॥২৯॥
সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোঽন্বজায়ত।
সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নিবৃত্তেতি। বিচেতসং বিষণ্ণচিত্তম্। সংবিগ্নং ক্ষুব্ধহৃদয়ম্ ॥২৪॥

য ইতি। প্রমাণং বীরত্বেন বিশ্বাসম্। পরাজিষ্ণুঃ পরাজেতা। দারাঃ সুতা অপি চ নাদেয়া ইত্যর্থঃ। পার্থেন অর্জ্জুনেন ॥২৫—২৮॥

ব্রহ্মেতি। চীর্ত্ত্বা চরিত্বা। অর্জ্জিতো লব্ধঃ। সনৎকুমার ইব ॥২৯—৩০॥

পরে সেই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত, বিষণ্ণ ও অস্থিরচিত্ত অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম—॥২৪॥

'সেই যিনি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে মহাবীর বলিয়া সকলেরই বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন এবং যাঁহার ধনুর নাম গাণ্ডীব, অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ও ধ্বজের উপরে বিশাল একটা বানর রহিয়াছে; যিনি—সাক্ষাৎ দেবদেব, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, উমাপতি শঙ্করকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; জগতে অন্য পুরুষ যাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তম নাই এবং যাঁহাকে কোন বস্তু এমন কি স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্তও আমার অদেয় নহে; ব্রাহ্মণ! অনায়াসে কার্য্যকারী পরমসুহৃৎ সেই অর্জ্জুনও পূর্ব্বে এরূপ বাক্য বলেন নাই, যাহা আপনি আমাকে বলিতেছেন ॥২৫—২৮॥

আমি হিমালয়ের পার্শ্বে যাইয়া দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণ করিয়া এবং গুরুতর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া যাহাকে লাভ করিয়াছি এবং যিনি

(২৭)...কিঞ্চিদপি প্রাণান্ মহাত্মনঃ—বা নি।

তেনাপ্যেতন্মহদ্দিব্যং চক্রমপ্রতিমং মম।
ন প্রার্থিতমভূন্মূঢ়! যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥৩১॥
রামেণাতিবলেনৈতন্নোক্তপূর্ব্বং কদাচন।
ন গদেন ন শাম্বেন যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥৩২॥
দ্বারকাবাসিভিশ্চান্যৈর্বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ।
নোক্তপূর্ব্বমিদং জাতু যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥৩৩॥
ভারতাচার্য্যপুত্রস্ত্বং মানিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ।
চক্রেণ রথিনাং শ্রেষ্ঠ! কং নু তাত! যুযুৎসসে ॥৩৪॥
এবমুক্তো ময়া দ্রৌণির্মামিদং প্রত্যুবাচ হ।
প্রযুজ্য ভবতে পূজাং যোৎস্যে কৃষ্ণ! ত্বয়া সহ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। দিব্যমলৌকিকম্, অপ্রতিমং তুলনারহিতম্। এতৎপ্রার্থনয়ৈব তে মূঢ়ত্ব-মিতি ভাবঃ ॥৩১॥

রামেণেতি। অতিবলেনাপি প্রয়োক্তুমশক্যত্বাৎ ন প্রার্থিতমিত্যাশয়ঃ। গদেন তদাখ্যেন যাদবেন ॥৩২॥

দ্বারকেতি। বৃষ্ণ্যন্ধকেষু তত্তদ্বংশীয়েষু মহারথৈঃ। জাতু কদাচিৎ ॥৩৩॥

ভারতেতি। ভারতানাং ভরতবংশীয়ানাম্ আচার্য্যোঽস্ত্রগুরুর্দ্রোণস্তস্য পুত্রঃ। যুযুৎসসে যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥৩৪॥

আমারই তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সনৎকুমারের ন্যায় তেজস্বী আমার সেই পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন ॥২৯—৩০॥

মূঢ় ব্রাহ্মণ! আমার সেই পুত্র প্রদ্যুম্নও বিশাল, অলৌকিক ও অতুলনীয় এই চক্র প্রার্থনা করেন নাই; তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে ॥৩১॥

তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে, মহাবল রাম, শাম্ব এবং গদও ইহা কখনও প্রার্থনা করেন নাই ॥৩২॥

এবং তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে, দ্বারকাবাসী, বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় মহারথেরাও এরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বে কখনও করেন নাই ॥৩৩॥

'রথিশ্রেষ্ঠ বৎস! তুমি ভারতাচার্য্য দ্রোণের পুত্র; সুতরাং যদুবংশীয়েরা সকলেই তোমার সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি এই চক্রদ্বারা কাহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর' ॥৩৪॥

(৩৩)…নোক্তপূর্ব্বমিদং ক্ষুদ্রং তদিদং—বা সো সি। (৩৫)…যোৎস্যে কৃষ্ণ! ত্বয়েত্যুত—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

প্রার্থিতং তে ময়া চক্রং দেবদানবপূজিতম্।
অজেয়ঃ স্যামিতি বিভো! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩৬॥
ত্বত্তোঽহং দুর্লভং কামমনবাপ্যৈব কেশব!।
প্রতিযাস্যামি গোবিন্দ! শিবেনাভিবদস্ব মাম্ ॥৩৭॥
এতৎ সুভীমং ভীমানামৃষভেণ ত্বয়া ধৃতম্।
চক্রমপ্রতিচক্রেণ ভুবি নান্যোঽভিপদ্যতে ॥৩৮॥
এতাবদুক্ত্বা দ্রৌণির্মাং যুগ্যানশ্বান্ ধনানি চ।
আদায়োপযযৌ কালে রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রবুদ্ধ্য দাতৃত্বেন মহাবীরত্বেন চ বিধায়। ভবতে তুভ্যম্ ॥৩৫॥

প্রার্থিতমিতি। অজেয়ঃ সর্ব্বেষামেবেতি শেষঃ। অতএব প্রার্থিতমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

ত্বত্ত ইতি। কামমভীষ্টং চক্রম্। শিবেন মঙ্গলেন প্রসন্নচিত্তেনেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

এতদিতি। কেশব! ভীমানাং ভীষণানাং বীরাণাম্ ঋষভেণ শ্রেষ্ঠেন ন বিদ্যতে প্রতিচক্রম্ ঈদৃশচক্রং যস্য তেন তাদৃশেন ত্বয়া ধৃতং সুভীমম্ এতচ্চক্রং অন্যো জনঃ নাভিপদ্যতে ধর্ত্তুং ন শক্নোতি ॥৩৮॥

এতাবদিতি। যুগ্যান্ বাহনীভূতান্। বিবিধানি রত্নানি চাদায়েতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯॥

আমি এইরূপ বলিলে, অশ্বত্থামা প্রত্যুত্তর করিয়াছিল যে, 'কৃষ্ণ! আমি আপনার প্রতি সম্মান দেখাইয়া, এই চক্রদ্বারা আপনারই সহিত যুদ্ধ করিব ॥৩৫॥

প্রভু কৃষ্ণ! আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিতেছি—দেবদানবপূজিত আপনার এই চক্রটী আমি প্রার্থনা করিয়াছি এই জন্য যে—আমি ইহা ধারণ করিয়া সকলেরই অজেয় হইব ॥৩৬॥

কেশব! এখন আপনার নিকট আমি সেই দুর্লভ অভীষ্ট বিষয় লাভ না করিয়াই ফিরিয়া যাইব; অতএব গোবিন্দ! আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে অনুমতি করুন ॥৩৭॥

কৃষ্ণ! মহাভয়ঙ্কর বীর ও প্রতিচক্রশূন্য বলিয়াই আপনি এই চক্র ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন; কিন্তু এই পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই এই চক্র ধারণ করিতে সমর্থ হয় না' ॥৩৮॥

অশ্বত্থামা আমাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া যথাসময়ে আরোহণোপযোগী অশ্ব, ধন এবং নানাবিধ রত্ন লইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিয়াছিল ॥৩৯॥

স সংরম্ভী দুরাত্মা চ চপলঃ ক্রূর এব চ।
বেদ চাস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তস্মাদ্রক্ষ্যো বৃকোদরঃ ॥৪০॥
এবমুক্ত্বা যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বযাদবনন্দনঃ।
সর্ব্বায়ুধবরোপেতমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥৪১॥
যুক্তং পরমকাম্বোজৈস্তুরগৈর্হেমমালিভিঃ।
আদিত্যোদয়বর্ণস্য ধুরং রথবরস্য তু ॥৪২॥
দক্ষিণামবহচ্ছৈব্যঃ সুগ্রীবঃ সব্যতোঽভবৎ।
পার্ষ্ণিবাহৌ তু তস্যাস্তাং মেঘপুষ্পবলাহকৌ ॥৪৩॥ (বিশেষকম্)
বিশ্বকর্ম্মকৃতা দিব্যা রত্নধাতুবিভূষিতা।
উচ্ছ্রিতেব রথে মায়া ধ্বজযষ্টিরদৃশ্যত ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং স্বমতমাহ স ইতি। সংরম্ভী ক্রোধী, ক্রূরো নিষ্ঠুরঃ। বেদ জানাতি ॥৪০॥

এবমিতি। যুধাং যোধানাম্। পরমাশ্চ তে কাম্বোজাস্তদ্দেশীয়াশ্চেতি তৈঃ। আদিত্যোদয়বর্ণস্য অরুণবর্ণস্য, ধুরং ভারম্। দক্ষিণাং দক্ষিণপার্শ্বীয়াং ধুরম্। শৈব্যো নাম তুরগঃ। সব্যতো বামপার্শ্বে সুগ্রীবো নাম তুরগঃ। পার্ষ্ণিং তদগ্রং বহত ইতি তৌ, মেঘপুষ্পবলাহকৌ নাম তুরগৌ ॥৪১—৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১॥ আক্রন্দে সংগ্রামে ॥২—৮॥ স্নাতা স্নাগুসি ॥৯—১৮॥ যে মহ্যং দাতুমিচ্ছসি তেন বিনাপি গৃহাণ, ত্বদীয়েঽস্ত্রে মমেচ্ছা নাস্তীতি ভাবঃ ॥১৯—৪০॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

সেই অশ্বত্থামা ক্রোধী, দুষ্টচিত্ত, চঞ্চলস্বভাব ও নিষ্ঠুরহৃদয় এবং সে ব্রহ্মশির অস্ত্রও জানে; সুতরাং তাহার হস্ত হইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে হইবে' ॥৪০॥

এইরূপ বলিয়া যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও যদুবংশের আনন্দজনক কৃষ্ণ—সমস্ত উত্তম অস্ত্রযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। সেই উত্তম রথে স্বর্ণমালাধারী কাম্বোজদেশীয় উত্তম চারিটী অশ্ব সংযোজিত ছিল এবং সেই অরুণবর্ণ উত্তম রথের দক্ষিণপার্শ্বের ভার শৈব্যনামক অশ্ব বহন করিতে লাগিল, সুগ্রীব বামদিকে থাকিল; আর মেঘপুষ্প ও বলাহক তাহার সম্মুখভাগ বহন করিতে লাগিল ॥৪১—৪৩॥

এবং সেই রথে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রত্ন ও ধাতুবিভূষিত একটী ধ্বজদণ্ড উত্তোলন করা হইল; তাহা যেন কৃষ্ণেরই মায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৪৪॥

---

(৪০) ইতঃ পরং '...দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ। বৈশম্পায়ন উবাচ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।
(৪১)...কুরুশ্রেষ্ঠং—বা নি। (৪২)...উদিতাদিত্যসঙ্কাশং...বা নি।

বৈনতেয়ঃ স্থিতস্তস্যাং প্রভামণ্ডলরশ্মিবান্।
তস্য সত্যবতঃ কেতুর্ভুজগারিরদৃশ্যত ॥৪৫॥
অন্বারোহদ্ধৃষীকেশঃ কেতুঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
অর্জ্জুনঃ সত্যকর্ম্মা চ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৬॥
অশোভেতাং মহাত্মানৌ দাশার্হমভিতঃ স্থিতৌ।
রথস্থং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥৪৭॥
তাবুপারোপ্য দাশার্হঃ স্যন্দনং লোকপূজিতম্।
প্রতোদেন জবোপেতান্ পরমাশ্বানচোদয়ৎ ॥৪৮॥
তে হয়াঃ সহসোৎপেতুর্গৃহীত্বা স্যন্দনোত্তমম্।
আস্থিতং পাণ্ডবেয়াভ্যাং যদূনামৃষভেণ চ ॥৪৯॥
বহতাং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ পক্ষিণাং পততামিব ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বেতি। উচ্ছ্রিতা উত্তোলিতা মায়েব, ধ্বজযষ্টিঃ কেতুদণ্ডঃ ॥৪৪॥

বৈনেতি। যোপধত্বাবন্তঃ। কেতুর্ধ্বজো ধ্বজচিহ্নমিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

অন্বিতি। কেতুঃ শ্রেষ্ঠঃ। অর্জ্জুনরথস্থ দগ্ধত্বাদেষাং কৃষ্ণরথারোহণম্ ॥৪৬॥

অশোভেতামিতি। দাশার্হং কৃষ্ণম্, অভিতঃ পার্শ্বয়োঃ। "তসোভয়াভিপরিসর্ব্বৈ"রিতি দ্বিতীয়া। অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥৪৭॥

তাবিতি। স্যন্দনং রথম্। প্রতোদেন কষয়া। অচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ ॥৪৮॥

ত ইতি। উৎপেতুঃ উৎপত্যোৎপত্যেব জগ্মুঃ। আস্থিতমারূঢ়ম্ ॥৪৯॥

প্রভামণ্ডল ও কিরণসঞ্চয়শালী গরুড় আসিয়া সেই ধ্বজের উপরে অবস্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণের সেই ধ্বজটাকে গরুড়ধ্বজরূপে দেখা যাইতে লাগিল ॥৪৫॥

ক্রমে কৃষ্ণ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও সত্যকর্ম্মা যুধিষ্ঠির সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥৪৬॥

তখন কৃষ্ণের উভয়পার্শ্বস্থিত মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন ইন্দ্রের উভয়পার্শ্বস্থিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৪৭॥

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া কষাঘাত করিয়া, বেগবান্ অশ্বগুলিকে সত্বর চালাইয়া দিলেন ॥৪৮॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন আরোহণ করিলে, সেই অশ্বগণ উড়িতে থাকিয়াই যেন উত্তম রথখানাকে বহন করিতে লাগিল ॥৪৯॥

(৪৬)···অর্জ্জুনঃ স চ ধর্ম্মাত্মা···নি।

তে সমার্চ্ছন্ নরব্যাঘ্রাঃ ক্ষণেন ভরতর্ষভ !।
ভীমসেনং মহেষ্বাসং সমনুক্রম্য বেগিতাঃ ॥৫১॥
ক্রোধদীপ্তস্তু কৌন্তেয়ং দ্বিষদর্থে সমুদ্যতম্।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমেত্যাপি মহারথাঃ ॥৫২॥
স তেষাং প্রেক্ষতামেব শ্রীমতাং দৃঢ়ধন্বিনাম্।
যযৌ ভাগীরথীকচ্ছং হরিভির্ভৃশবেগিতঃ।
যত্র স্ম শ্রূয়তে দ্রৌণিঃ পুত্রহন্তা মহাত্মনাম্ ॥৫৩॥
স দদর্শ মহাত্মানমুদকান্তে যশস্বিনম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমাসীনমৃষিভিঃ সহ ॥৫৪॥
তঞ্চৈব ক্রূরকর্ম্মাণং ঘৃতাক্তং কুশচীরিণম্।
রজসা ধ্বস্তমাসীনং দদর্শ দ্রৌণিমন্তিকে ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

বহতামিতি। শার্ঙ্গধন্বানং কৃষ্ণম্। পততাং পর্ব্বতাদাববতরতাম্ ॥৫০॥

ত ইতি। সমার্চ্ছন্ প্রাপ্নুবন্। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। সমনুক্রম্য অনুসৃত্য ॥৫১॥

ক্রোধেতি। কৌন্তেয়ং ভীমসেনম্, দ্বিষদর্থে অশ্বত্থামবিনাশে ॥৫২॥

স ইতি। তেষামিত্যনাদরে ষষ্ঠী। কচ্ছং জলপ্রায়দেশম্। হরিভিরশ্বৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৩॥

স ইতি। উদকান্তে জলসমীপদেশে। আসীনমুপবিষ্টম্ ॥৫৪॥

সেই অশ্বগণ কৃষ্ণকে লইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, পর্ব্বতের উপরে পতনশীল পক্ষিগণের ন্যায় সেগুলির গুরুতর শব্দ হইতে থাকিল ॥৫০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নরশ্রেষ্ঠেরা বেগে অনুসরণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই যাইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইলেন ॥৫১॥

মহারথ কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন উপস্থিত হইয়াও ক্রোধে উত্তেজিত এবং শত্রুবিনাশের জন্য উদ্যত ভীমসেনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৫২॥

দৃঢ়ধনুর্দ্ধারী ও বীরশোভাশালী সেই কৃষ্ণপ্রভৃতি দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভীমসেন বেগবান্ অশ্বগণের গুণে গঙ্গাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন—মহাত্মাদের পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা যে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া লোকমুখে শুনা গিয়াছিল ॥৫৩॥

ক্রমে ভীমসেন দেখিলেন—মহাত্মা ও যশস্বী বেদব্যাস অন্যান্য ঋষিগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥৫৪॥

(৫১) তে সমর্থা মহাবাহুঃ···নি। (৫৩) স তেষামগ্রতঃ শূরঃ···হরিভির্ভৃশবেগিতৈঃ—নি।

তমভ্যধাবৎ কৌন্তেয়ঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥৫৬॥
স দৃষ্ট্বা ভীমধন্বানং প্রগৃহীতশরাসনম্।
ভ্রাতরৌ পৃষ্ঠতশ্চাস্য জনার্দ্দনরথে স্থিতৌ।
ব্যথিতাত্মাভবদ্‌দ্রৌণিঃ প্রাপ্তঞ্চেদমমন্যত ॥৫৭॥
স তদ্দিব্যমদীনাত্মা পরমাস্ত্রমচিন্তয়ৎ।
জগ্রাহ চ স চেষীকাং দ্রৌণিঃ সব্যেন পাণিনা ॥৫৮॥
স তামাপদমাসাদ্য দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ।
অমৃষ্যমাণস্তান্ শূরান্ দিব্যায়ুধধরান্ স্থিতান্।
অপাণ্ডবায়েতি রুষা ব্যসৃজদ্দারুণং বচঃ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। ঘৃতাক্তং শস্ত্রক্ষতবেদনানিবারণায় ঘৃতলিপ্তগাত্রম্, কুশচীরিণং কুশময়কৌপীন-ধারিণম্। রজসা ধূল্যা, ধ্বস্তনাবৃতম্ ॥৫৫॥

তমিতি। তং দ্রৌণিম্ ॥৫৬॥

স ইতি। ব্যথিতাত্মা ভয়েন পীড়িতচিত্তঃ। প্রাপ্তমুচিতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৭॥

স ইতি। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ। ইষীকাং তৃণবিশেষম্। সব্যেন বামেন ॥৫৮॥

স ইতি। উদৈরয়ৎ নিক্ষেপ্তুমৈচ্ছৎ। অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ। ব্যসৃজদব্রবীৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৯॥

তিনি সেস্থানে অশ্বত্থামাকেও দেখিতে পাইলেন। সে সময় নিষ্ঠুরকার্য্যকারী অশ্বত্থামা কুশময় কৌপীন ধারণ করিয়া, গাত্রে ঘৃত লেপনপূর্ব্বক ধূলিধূসরদেহে তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥৫৫॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন এবং 'থাক থাক' এই কথা বলিলেন ॥৫৬॥

ভীষণধনুর্দ্ধর ভীমসেন ধনু ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠভাগে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের রথে রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে গুরুতর ভয় জন্মিল; সুতরাং তিনি ইহাই মনে করিলেন যে, 'এই সময়ে এইরূপ করাই উচিত' ॥৫৭॥

অকাতরচিত্ত অশ্বত্থামা তখন সেই অলৌকিক মহাস্ত্র স্মরণ করিলেন এবং তিনি বামহস্তদ্বারা একটী ইষীকা (নলখাগড়া) গ্রহণ করিলেন ॥৫৮॥

অলৌকিক অস্ত্রধারী সেই বীরগণকে উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সহ্য

---

(৫৯)...বাচমুৎসৃজ্য দারুণম্—নি।

ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দ্দূল ! দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
সর্ব্বলোকপ্রমোহার্থং তদস্ত্রং প্রমুমোচ হ ॥৬০॥
ততস্তস্যামিষীকায়াং পাবকঃ সমজায়ত ।
প্রধক্ষ্যন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ কালান্তকযমোপমঃ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি ঐষীকে ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রত্যাগে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ইঙ্গিতেনৈব দাশার্হস্তমভিপ্রায়মাদিতঃ ।
দ্রৌণেবুর্দ্ধ্বা মহাবাহুরর্জ্জুনং প্রত্যভাষত ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তদ্ব্রহ্মশিরো নাম ॥৬০॥

তত ইতি । ইষীকায়াং তৃণবিশেষে । অজায়ত মন্ত্রপ্রভাবাৎ ॥৬১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

ইঙ্গিতেনেতি । ইঙ্গিতেন মুখভঙ্গ্যাদিমাত্রেণ, দাশার্হঃ কৃষ্ণঃ, আদিতঃ প্রথম এব ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১৮॥ অপাণ্ডবায় পাণ্ডবানামভাবায় ॥২০—২১॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩॥

করিতে পারিবেন না ভাবিয়া, বিপদাপন্ন হইয়া অশ্বত্থামা অলৌকিক ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলেন । তৎপরে তিনি ক্রোধবশতঃ 'পাণ্ডবগণের ধ্বংস হউক' এইরূপ দারুণ বাক্য বলিলেন ॥৫৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! প্রতাপশালী অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিবার জন্য সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৬০॥

তদনন্তর ত্রিভুবন দগ্ধ করিবে বলিয়াই যেন সেই ইষীকাতে (নলখাগড়ায়) প্রলয়কালের যমের ন্যায় ভীষণ অগ্নিরাশি উৎপন্ন হইল ॥৬১॥

অর্জ্জুনার্জ্জুন! যদ্দিব্যমস্ত্রং তে হৃদি বর্ত্ততে।
দ্রোণোপদিষ্টং তস্যায়ং কালঃ সংপ্রতি পাণ্ডব! ॥২॥
ভ্রাতৄণামাত্মনশ্চৈব পরিত্রাণায় ভারত!।
বিসৃজৈতত্ত্বমপ্যাজাবস্ত্রমস্ত্রনিবারণম্ ॥৩॥
কেশবেনৈরমুক্তস্তু পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
অবাতরদ্রথাত্তূর্ণং প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥৪॥
পূর্ব্বমাচার্য্যপুত্রায় ততোঽনন্তরমাত্মনে।
ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সর্ব্বেভ্যঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা পরন্তপঃ ॥৫॥
দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সর্বশঃ।
উৎসসর্জ্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তদস্ত্রং সহসা সৃষ্টং গাণ্ডীবধন্বনা।
প্রজজ্বাল মহার্চ্চিষ্মদ্‌যুগান্তানলসন্নিভম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অর্জ্জুনেতি। সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ। তস্য তৎপ্রয়োগস্য ॥২॥

ভ্রাতৄণামিতি। বিসৃজ নিক্ষিপ, অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম। অস্ত্রনিবারণং দ্রৌণ্যস্ত্রনিবর্ত্তকম্ ॥৩॥

কেশবেনেতি। পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ, পরবীরহা বিপক্ষবীরহন্তা ॥৪॥

পূর্ব্বমিতি। স্বস্তি মঙ্গলমস্তু। আচার্য্যপুত্রবধো ব্রহ্মবধশ্চ মা ভবতু ইত্যভিপ্রায়েণাচার্য্যপুত্রায়েত্যুক্তম্। শিবং সর্ব্বেষাং মঙ্গলম্। শাম্যতাং শাম্যতু ইতি চ ধ্যায়ন্নিত্যর্থঃ ॥৫—৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবাহু কৃষ্ণ প্রথমেই অশ্বত্থামার মুখভঙ্গীপ্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥১॥

'পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! দ্রোণোপদিষ্ট যে অলৌকিক অস্ত্র তোমার মনে রহিয়াছে; এই সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবারই সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥২॥

ভরতনন্দন! নিজেকে এবং ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থামার অস্ত্রনিবারক তোমার সেই অস্ত্র এখন নিক্ষেপ কর' ॥৩॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বিপক্ষবীরহন্তা অর্জ্জুন ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥৪॥

'প্রথমে অশ্বত্থামার, পরে নিজের, ভ্রাতৃগণের ও অন্যান্য সমস্ত লোকের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিয়া এবং সমস্ত দেবতা ও গুরুজনকে নমস্কার করিয়া, জগতের মঙ্গল চিন্তা করিতে থাকিয়া 'আমার অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবৃত্ত হউক' এইরূপ বলিয়া বিপক্ষসন্তাপকারী অর্জ্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৫—৬॥

তথৈব দ্রোণপুত্রস্য তদস্ত্রং তিগ্মতেজসঃ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালং তেজোমণ্ডলসংবৃতম্ ॥৮॥
নির্ঘাতা বহবশ্চাসন্ পেতুরুল্কাঃ সহস্রশঃ।
মহদ্ভয়ঞ্চ ভূতানাং সর্ব্বেষাং সমজায়ত ॥৯॥
সশব্দমভবদ্ব্যোম জ্বালামালাকুলং ভৃশম্।
চচাল চ মহী কৃৎস্না সপর্বতবনদ্রুমা ॥১০॥
তাবস্ত্রতেজসা লোকাংস্ত্রাসয়ন্তৌ ততঃ স্থিতৌ।
মহর্ষী সহিতৌ তত্র দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥১১॥
নারদঃ সর্বভূতাত্মা ভারতানাং পিতামহঃ।
উভৌ শময়িতুং বীরৌ ভারদ্বাজধনঞ্জয়ৌ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সৃষ্টং ক্ষিপ্তম্, গাণ্ডীবধন্বনা অর্জ্জুনেন। মহার্চ্চিম্মদ্ বিশালশিখাশালি ॥৭॥

তথেতি। মহতী জ্বালা শিখা যস্য তৎ ॥৮॥

নিরিতি। নির্ঘাতা বাতাহতবাতপাতাঃ। এতৎপ্রমাণস্তু বহুশ এব পূর্ব্বমুক্তম্ ॥৯॥

সেতি। জ্বালামালয়া অগ্নিশিখাসমূহেন আকুলং ব্যাপ্তম্ ॥১০॥

তাবিতি। তৌ অর্জ্জুনাশ্বত্থামানৌ। মহর্ষী নারদকৃষ্ণদ্বৈপায়নৌ, দর্শয়ামাসতুর্দদৃশতুঃ, দৃশেঃ স্বার্থে ইন্ আর্ষঃ ॥১১॥

তদনন্তর অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত মহাশিখাশালী সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল ॥৭॥

সেইরূপই তীক্ষ্ণতেজা অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রও বিশালশিখা ও তেজোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৮॥

তখন বহুতর নির্ঘাত হইতে থাকিল, সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং তত্রত্য সমস্ত প্রাণীরই মহাভয় উপস্থিত হইল ॥৯॥

আকাশে বিশাল শব্দ হইতে থাকিল, অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং পর্ব্বত ও বনবৃক্ষের সহিত সমগ্র পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল ॥১০॥

তৎকালে অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা আপন আপন অস্ত্রের তেজে সকলেরই ত্রাস জন্মাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি নারদ ও বেদব্যাস সম্মিলিতভাবে তাহা দেখিতে থাকিলেন ॥১১॥

(১১)···তে স্বস্ত্রতেজসী লোকাংস্তাপয়ন্তৌ ব্যবস্থিতে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (১২)··নারদঃ সর্ব্বধর্ম্মাত্মা ভরতানাং পিতামহঃ—বঙ্গ নি।

তৌ মুনী সর্বধর্ম্মজ্ঞৌ সর্বভূতহিতৈষিণৌ।
দীপ্তয়োরস্ত্রয়োর্মধ্যে স্থিতৌ পরমতেজসৌ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তদন্তরমথাধৃষ্যাবুপাগম্য যশস্বিনৌ।
আস্তামৃষিবরৌ তত্র জ্বলিতাবিব পাবকৌ ॥১৪॥
প্রাণভৃদ্ভিরনাধৃষ্যৌ দেবদানবসম্মতৌ।
অস্ত্রতেজঃ শময়িতুং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

নানাশস্ত্রবিদঃ পূর্ব্বে যেঽপ্যতীতা মহারথাঃ।
নৈতদস্ত্রং মনুষ্যেষু তৈঃ প্রমুক্তং কথঞ্চন।
কিমিদং সাহসং বীরৌ! কৃতবন্তৌ মহাত্যয়ম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে অর্জ্জুনাস্ত্রত্যাগে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

নারদ ইতি। সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা হিতসাধনযত্নো যস্মিন্ সঃ, ভারতানাং পিতামহো দ্বৈপায়নশ্চ। দীপ্তয়োর্জ্বলিতয়োঃ ॥১২—১৩॥

তদিতি। তয়োরগ্নিরাশ্যোঃ অন্তরং মধ্যদেশম্, অধৃষ্যৌ অদাহ্যৌ, তপঃপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ। প্রাণভৃদ্ভিরনাধৃষ্যৌ, অতএব দ্রৌণ্যর্জ্জুনাভ্যামপ্যজেয়াবিত্যাশয়ঃ ॥১৪—১৫॥

নানেতি। হে বীরৌ! মহাত্যয়ং জগত এব মহাবিপজ্জনকম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

পরে সর্ব্বভূতহিতৈষী নারদ ও বেদব্যাস অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামাকে শান্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। ক্রমে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্বভূতহিতৈষী ও মহাতেজস্বী নারদ এবং বেদব্যাস উভয় অস্ত্রের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইলেন ॥১২—১৩॥

তাহার পর তপস্যার প্রভাবে অতিদুর্দ্ধর্ষ ও যশস্বী নারদ এবং বেদব্যাস সেই অগ্নিরাশি দুইটার মধ্যস্থানে যাইয়া অপর দুইটা প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় দাঁড়াইলেন। তাঁহারা সকল প্রাণীরই অজেয় এবং দেব ও দানবগণের প্রিয় ছিলেন; আর জগতের হিতের জন্য সেই অস্ত্রতেজ নিবারণ করার তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল ॥১৪—১৫॥

---

(১৬) মহাস্ত্রবিদুষঃ পূর্ব্বে···নি।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দৃষ্ট্বৈব নরশার্দ্দূল! তাবগ্নিসমতেজসৌ।
সংজহার শরং দিব্যং ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥১॥
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ! তাবৃষী প্রাঞ্জলিস্তদা।
প্রযুক্তমস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতামিতি বৈ ময়া ॥২॥
সংহৃতে পরমাস্ত্রেঽস্মিন্ সর্বানস্মানশেষতঃ।
পাপকর্ম্মা ধ্রুবং দ্রৌণিঃ প্রধক্ষ্যত্যস্ত্রতেজসা ॥৩॥
যদত্র হিতমস্মাকং লোকানাঞ্চৈব সর্বথা।
ভবন্তৌ দেবসঙ্কাশৌ তথা সংমন্তুমর্হথঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। দৃষ্ট্বৈব নিজাস্ত্রসম্মুখ ইতি শেষঃ। সংজহার নিবর্ত্তয়ামাস ॥১॥
উবাচেতি। উবাচ অর্জ্জুন ইতি শেষঃ। অস্ত্রমশ্বত্থাম্নঃ, অস্ত্রেণ মদীয়েন ॥২॥
সমিতি। পাপকর্ম্মত্বাদেব প্রধক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥৩॥

পরে নারদ ও বেদব্যাস বলিলেন—'নানাশাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন বহু মহারথ অতীত হইয়া গিয়াছেন; তাঁহারা কোন কারণেই এই অস্ত্র মনুষ্যের উপরে প্রয়োগ করেন নাই। অতএব হে বীরদ্বয়! তোমরা জগতের মহাবিপত্তিজনক এই সাহস করিলে কেন?' ॥১৬॥

——:০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! আপন অস্ত্রের সম্মুখভাগে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই ঋষি দুইজনকে দেখিয়াই অর্জ্জুন ত্বরান্বিত হইয়া আপন অস্ত্রের কিঞ্চিদুপসংহার করিলেন ॥১॥

*ভরতশ্রেষ্ঠ! এবং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ঋষিদিগকে বলিলেন—'আমার অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারিত হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥২॥

আমি এই উত্তম অস্ত্র উপসংহার করিলে, পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই নিজের অস্ত্রের প্রভাবে আমাদের সকলকেই দগ্ধ করিবে ॥৩॥

ইত্যুক্ত্বা সংজহারাস্ত্রং পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ।
সংহারো দুষ্করস্তস্য দেবৈরপি হি সংযুগে ॥৫॥
বিসৃষ্টস্য রণে তস্য পরমাস্ত্রস্য সংগ্রহে।
অশক্তঃ পাণ্ডবাদন্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥৬॥
ব্রহ্মতেজোদ্ভবং তদ্ধি বিসৃষ্টমকৃতাত্মনা।
ন শক্যমাবর্ত্তয়িতুং ব্রহ্মচারিব্রতাদৃতে ॥৭॥
অচীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যঃ সৃষ্ট্বাবর্ত্তয়তে পুনঃ।
তদস্ত্রং সানুবন্ধস্য মূর্দ্ধানং তস্য কৃন্ততি ॥৮॥
ব্রহ্মচারী ব্রতী চাপি দুরাচারমবাপ্য তৎ।
পরমব্যসনার্ত্তোঽপি নার্জ্জুনোঽস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। সংযন্তুমবধারয়িতুম্। যুবাং দ্রৌণ্যস্ত্রনিবারণমপি কুরুতমিতি ভাবঃ ॥৪॥
ইতীতি। সংজহার সাকুল্যেনেত্যর্থঃ। সংযুগে যুদ্ধে ॥৫॥
বিসৃষ্টস্যেতি। সংগ্রহে সংহারে। শতক্রতুরিন্দ্রোঽপ্যশক্ত ইত্যর্থঃ ॥৬॥
ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মতেজোদ্ভবমিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। ঋতে বিনা ॥৭॥
অস্ত্রস্বভাবমাহ অচীর্ণেতি। সৃষ্ট্বা নিক্ষিপ্য। সানুবন্ধস্য অনুচরসহিতস্য ॥৮॥

এখন আমাদের এবং সমস্ত লোকের যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হয়, দেবতার তুল্য প্রভাবশালী আপনারা সেইরূপ অবধারণ করুন' ॥৪॥

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন পুনরায় নিজের অস্ত্রের সম্পূর্ণ উপসংহার করিলেন; কিন্তু যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষেও সেই ব্রহ্মশির অস্ত্রের উপসংহার করা দুষ্কর হইয়া থাকে ॥৫॥

ব্রহ্মশির অস্ত্র একবার নিক্ষেপ করিলে, পুনরায় তাহার উপসংহার করার পক্ষে অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য সকলেই অসমর্থ হইয়া থাকে; এমন কি সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সে বিষয়ে অসমর্থ হন ॥৬॥

কারণ, সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অসংশোধিতচিত্ত লোক যদি একবার প্রয়োগ করে, তবে পুনরায় তাহার উপসংহার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় ॥৭॥

যে লোক ব্রহ্মচর্য্যব্রত না করিয়া এই অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক আবার ফিরাইবার চেষ্টা করে, এই অস্ত্র অনুচরগণের সহিত সেই লোকের মস্তক ছেদন করে ॥৮॥

(৭) ব্রহ্মতেজো ভবেত্তদ্ধি···সৃষ্ট্বাবর্ত্তয়তে পুনঃ—পি।

সত্যব্রতধরঃ শূরো ব্রহ্মচারী চ পাণ্ডবঃ।
গুরুবর্ত্তী চ তেনাস্ত্রং সংজহারার্জ্জুনঃ পুনঃ ॥১০॥
দ্রৌণিরপ্যথ সংপ্রেক্ষ্য তাবৃষী পুরতঃ স্থিতৌ।
ন শশাক পুনর্ঘোরমস্ত্রং সংহর্ত্তুমোজসা ॥১১॥
অশক্তঃ প্রতিসংহারে পরমাস্ত্রস্য সংযুগে।
দ্রৌণির্দীনমনা রাজন্! দ্বৈপায়নমভাষত ॥১২॥
উত্তমব্যসনার্ত্তেন প্রাণত্রাণমভীপ্সুনা।
ময়ৈতদস্ত্রমুৎসৃষ্টং ভীমসেনভয়ান্মুনে! ॥১৩॥
অধর্ম্মশ্চ কৃতোঽনেন ধার্ত্তরাষ্ট্রং জিঘাংসতা।
মিথ্যাচারেণ ভগবন্! ভীমসেনেন সংযুগে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি। দুরাচারং দুর্য্যোধনাদীনাং দুর্ব্যবহারম্। ব্যসনং বিপৎ ॥৯॥
সত্যেতি। গুরুনু বর্ত্তত ইতি গুরুবর্ত্তী গুরূণামনুকূল ইত্যর্থঃ ॥১০॥
দ্রৌণিরিতি। পুরতঃ অস্ত্রসম্মুখে। ওজসা আত্মনঃ শক্ত্যা ॥১১॥
অশক্ত ইতি। দীনমনা অকার্য্যসম্ভবাদ্বিষণ্ণচিত্তঃ ॥১২॥
উত্তমেতি। উত্তমব্যসনার্ত্তেন অতীববিপৎপীড়িতেন। অভীপ্সুনা কর্ত্তুমিচ্ছুনা ॥১৩॥
অধর্ম্ম ইতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনম্। মিথ্যাচারেণ নাভেরধো গদাপ্রহারাৎ ॥১৪॥

এদিকে অর্জ্জুন পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ব্রত করিয়াছিলেন; পরে দুর্য্যোধন-প্রভৃতির সেই সকল দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াও এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই ॥৯॥

অর্জ্জুন সত্যবাদী, বীর ও পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যব্রতকারী এবং সর্ব্বদাই গুরুজনের প্রতি অনুকূল ছিলেন। সেই জন্যই অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও আবার তাহার উপসংহার করিয়াছিলেন ॥১০॥

কিন্তু অশ্বত্থামা নিজের অস্ত্রের সম্মুখে সেই ঋষি দুইজনকে দেখিয়াও আপন শক্তিতে সেই অস্ত্রের উপসংহার করিতে সমর্থ হন নাই ॥১১॥

রাজা! অশ্বত্থামা নিজের দারুণ ব্রহ্মশির অস্ত্র উপসংহার করিতে সমর্থ না হওয়ায় বিষণ্ণ চিত্ত হইয়া বেদব্যাসকে বলিলেন—॥১২॥

'মুনি! আমি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া, ভীমসেনের ভয়বশতঃ এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৩॥

(১১)…সোঽস্তরা তাবৃষী স্থিতৌ…নি।

অতঃ সৃষ্টমিদং ব্রহ্মন্! ময়াস্ত্রমকৃতাত্মনা।
তস্য ভূয়োঽদ্য সংহারং কর্ত্তুং নাহমিহোৎসহে ॥১৫॥
বিসৃষ্টং হি ময়া দিব্যমেতদস্ত্রং দুরাসদম্।
অপাণ্ডবায়েতি মুনে! বহ্নিতেজোঽনুমন্ত্র্য বৈ ॥১৬॥
তদিদং পাণ্ডবেয়ানামন্তকায়াভিসংহিতম্।
অদ্য পাণ্ডুসুতান্ সর্ব্বান্ জীবিতাদ্‌ভ্রংশয়িষ্যতি ॥১৭॥
কৃতং পাপমিদং ব্রহ্মন্! রোষাবিষ্টেন চেতসা।
বধমাশাস্য পার্থানাং ময়াস্ত্রং সৃজতা রণে ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি। সৃষ্টং ক্ষিপ্তম্। অকৃতাত্মনা অশোধিতবুদ্ধিনা। উৎসহে শক্নোমি ॥১৫॥
বিসৃষ্টমিতি। ইতি উক্ত্বেতি শেষঃ। অনুমন্ত্র্য আহূয় ॥১৬॥
তদিতি। অন্ত এবান্তকস্তস্মৈ বিনাশায়েত্যর্থঃ। অভিসংহিতং সর্ব্বথা সন্ধায় ক্ষিপ্তম্ ॥১৭॥
কৃতমিতি। আশাস্য উদ্দিশ্য, পার্থানাং পাণ্ডবানাম্, সৃজতা ক্ষিপতা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্ট্বেতি ॥১—৭॥ আবর্ত্তয়তে উপসংহরতি, এতেনার্জ্জুনস্যাস্ত্রমুপসংহরতশ্চীর্ণব্রহ্মচর্য্যত্বং খ্যাপ্যতে ॥৮—১৬॥ অন্তকায়ান্তায়, স্বার্থে কঃ ॥১৭—৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

ভগবন্! এই ভীমসেন গদাযুদ্ধের সময় দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করায় অধর্ম্ম করিয়াছে ॥১৪॥

'মহর্ষি! আমার চিত্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য নহে। সেই জন্যই আমি আজ এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি; কিন্তু আমি পুনরায় এখন তাহার উপসংহার করিতে সমর্থ নহি ॥১৫॥

মুনি! 'পাণ্ডবগণের ধ্বংস হউক' এইরূপ বলিয়া অগ্নির তেজ আহ্বান করিয়া, অলৌকিক ও দুর্দ্ধর্ষ এই ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৬॥

অতএব পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্যই অভিসংহিত এই অস্ত্র আজ সমস্ত পাণ্ডবকেই জীবন শূন্য করিবে ॥১৭॥

ব্রহ্মর্ষি! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের বধের উদ্দেশে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পাপের কার্য্য করিয়াছি' ॥১৮॥

---

(১৭)…অন্তায়ৈবাভিসংহিতম্…নি।

ব্যাস উবাচ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তাত! বিদ্বান্ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
উৎসৃষ্টবান্ ন রোষেণ ন নাশায় তবাহবে ॥১৯॥
অস্ত্রমস্ত্রেণ তু রণে তব সংশময়িষ্যতা।
বিসৃষ্টমর্জ্জুনেনেদং পুনশ্চ প্রতিসংহৃতম্ ॥২০॥
ব্রহ্মাস্ত্রমপ্যবাপ্যৈতদুপদেশাৎ পিতুস্তব।
ক্ষত্রধর্ম্মান্মহাবাহুর্নাকম্পত ধনঞ্জয়ঃ ॥২১॥
এবং ধৃতিমতঃ সাধোঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদুষঃ সতঃ।
সভ্রাতৃবন্ধোঃ কস্মাত্ত্বং বধমস্য চিকীর্ষসি ॥২২॥
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো যত্র পরমাস্ত্রেণ বধ্যতে।
সমা দ্বাদশ পর্জ্জন্যস্তদ্রাষ্ট্রং নাভিবর্ষতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রমিতি। বিদ্বান্ অবগতঃ। উৎসৃষ্টবান্ নিক্ষিপ্তবান্ ॥১৯॥
তর্হি কিমর্থমুৎসৃষ্টমিত্যাহ অস্ত্রমিতি। সংশময়িষ্যতা নিবারয়িষ্যতা ॥২০॥
অর্জ্জুনবিবেকং প্রশংসন্নাহ ব্রহ্মেতি। নাকম্পত নাচ্যবত ॥২১॥
এবমিতি। ধৃতিমতো ধৈর্য্যশালিনঃ, সর্ব্বাস্ত্রবিদুষঃ সমস্তাস্ত্রাভিজ্ঞস্য ॥২২॥
অস্ত্রমিতি। পরমাস্ত্রেণ অপরেণোত্তমব্রহ্মশিরোঽস্ত্রেণ, বধ্যতে প্রতিহন্যতে। সমা বৎসরান্, পর্জ্জন্যো মেঘঃ, অভি লক্ষ্যীকৃত্য ॥২৩॥

বেদব্যাস বলিলেন—'বৎস! পৃথানন্দন অর্জ্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র জানেন; কিন্তু তথাপি তিনি ক্রোধবশতঃ কিংবা তোমার বিনাশের জন্য এ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই ॥১৯॥

তবে অর্জ্জুন নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিবেন বলিয়াই তাহা নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং পুনরায় তাহার উপসংহারও করিয়াছেন ॥২০॥

তা'র পর মহাবাহু অর্জ্জুন তোমার পিতার উপদেশে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই ॥২১॥

অর্জ্জুন এইরূপ ধৈর্য্যশালী, সাধুপ্রকৃতি, সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ ও সত্যবাদী; অতএব ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের সহিত উঁহার বধ তুমি ইচ্ছা করিতেছ কেন? ॥২২॥

যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা অপর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করা হয়, সে রাজ্যে বার বৎসর পর্য্যন্ত মেঘ জলবর্ষণ করে না ॥২৩॥

(১৯)…উৎসৃষ্টবানহিংসার্থং…সি।

এতদর্থং মহাবাহুঃ শক্তিমানপি পাণ্ডবঃ।
ন বিহন্যাত্তদস্ত্রন্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥২৪॥
পাণ্ডবাস্ত্বঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ সদা সংরক্ষ্যমেব হি।
তস্মাৎ সংহর দিব্যং ত্বমস্ত্রমেতন্মহাভুজ। ॥২৫॥
অরোষস্তব চৈবাস্তু পার্থাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।
ন হ্যধর্ম্মেণ রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো জেতুমিচ্ছতি ॥২৬॥
মণিঞ্চৈব প্রয়চ্ছেভ্যো যস্তে শিরসি তিষ্ঠতি।
এতমাদায় তে প্রাণান্ প্রতিদাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥২৭॥

দ্রৌণিরুবাচ।

পাণ্ডবৈর্যানি রত্নানি যচ্চান্যৎ কৌরবৈর্ধনম্।
অবাপ্তমিহ তেভ্যোঽয়ং মণির্মম বিশিষ্যতে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। প্রজানাং জনানাং হিতচিকীর্ষয়া হিতকরণেচ্ছয়া ॥২৪॥
পাণ্ডবা ইতি। দিব্যমলৌকিকম্, এতদব্রহ্মশিরো নাম ॥২৫॥
অরোষ ইতি। অরোষঃ ক্রোধশূন্য আত্মা। পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৬॥
ধ্যানেন দ্রৌপদ্যভিপ্রায়মবগম্যাহ মণিমিতি। প্রয়চ্ছ দেহি, এভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ ॥২৭॥
পাণ্ডবৈরিতি। বিশিষ্যতে মূল্যেনাতিরিচ্যতে ॥২৮॥

এই জন্যই মহাবাহু অর্জ্জুন সমর্থ হইয়াও লোকের হিতসাধন করিবার ইচ্ছায় নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করেন নাই ॥২৪॥

মহাবাহু অশ্বত্থামা! পাণ্ডবগণ, তুমি ও রাজ্য এ সমস্তই তোমার রক্ষণীয়। অতএব তুমি তোমার এই অলৌকিক অস্ত্রের প্রতিসংহার কর ॥২৫॥

তোমার চিত্ত ক্রোধশূন্য হউক এবং পাণ্ডবেরা নিরুপদ্রব হউন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির অধর্ম্ম অনুসারে জয় করিতে ইচ্ছা করেন না ॥২৬॥

(অতএব আমি বলি—) তোমার মস্তকে যে মণিটী রহিয়াছে, তুমি এই মণিটী পাণ্ডবগণকে দান কর। পাণ্ডবেরা এই মণিটী লাভ করিয়া তোমার প্রাণ প্রতিদান করিবেন' ॥২৭॥

অশ্বত্থামা বলিলেন—'মহর্ষি! এযাবৎ পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা যত ধন ও রত্ন লাভ করিয়াছেন, সে সমস্ত হইতেই আমার এই মণিটীর মূল্য অধিক ॥২৮॥

(২৫)…সদা সংরক্ষ্যমেব মঃ…নি। (২৭)…প্রযচ্ছাত…নি।

যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শস্ত্রব্যাধিক্ষুধাশ্রয়ম্ ।
দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথঞ্চন ॥২৯॥
ন চ রক্ষোগণভয়ং ন তস্করভয়ং তথা ।
এবং বীর্য্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন ॥৩০॥
যত্তু মে ভগবানাহ তন্মে কার্য্যমনন্তরম্ ।
অয়ং মণিরয়ঞ্চাহমিষীকা তু পতিষ্যতি ।
গর্ভেষু পাণ্ডুপুত্রাণামুত্তরায়াস্তথোদরে ॥৩১॥
ন চ শক্তোঽস্মি ভগবন্ ! সংহর্ত্তুং পুনরুদ্যতম্ ।
এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্ ।
ন চ বাক্যং ভগবতো ন করিষ্যে মহামুনে ! ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যমিতি । আবধ্য অঙ্গে ধৃত্বা । কথঞ্চন কিঞ্চিদপি ॥২৯॥

নেতি । এবমীদৃশং বীর্য্যং শক্তির্যস্য তৎ ॥৩০॥

যদিতি । কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যম্ । অয়ং মণির্ময়া দেয়ঃ, অয়ঞ্চাহং জীবামীতি শেষঃ । গর্ভেষু শিশুসন্তানেষু, উত্তরায়া গর্ভবত্যা অভিমন্যুভার্য্যায়াঃ, অপাণ্ডবায়েতি ময়াভিধানাৎ সর্ব্বথা নিবারয়িতুমশক্যত্বাচ্চেতি ভাবঃ । ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

এতদেবাহ নেতি । উদ্যতং নিক্ষিপ্তং ব্রহ্মশিরঃ । করিষ্যে পালয়িষ্যে । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩২॥

যে মণিকে অঙ্গে ধারণ করায় মানুষের অস্ত্র, রোগ ও ক্ষুধার ভয় থাকে না এবং দেব, দানব ও নাগ হইতে কোন ভয় হয় না ॥২৯॥

রাক্ষসের ভয় কিংবা চোরের ভয়ও হয় না। এই মণিটীর এইরূপই শক্তি। অতএব আমি ইহা কোনপ্রকারেই ত্যাগ করিতে পারি না ॥৩০॥

কিন্তু পূর্ব্বে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ; সুতরাং এই মণি এবং এই আমি রহিয়াছি। আর ইষীকা পাণ্ডবগণের শিশুসন্তান ও উত্তরার গর্ভে যাইয়া পতিত হইবে ॥৩১॥

মহর্ষি ! আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব না, এমন হইতে পারে না ; অথ চ ভগবন্ ! নিক্ষিপ্ত অস্ত্র উপসংহার করিতেও সমর্থ নহি। অতএব এই অস্ত্র শিশুদের উপরে নিক্ষেপ করিব' ॥৩২॥

(৩১)…পাণ্ডবেয়ানামবোধং চৈতদ্দুত্ততম্…পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ব্যাস উবাচ।

এবং কুরু ন চান্যা তু বুদ্ধিঃ কার্য্যা ত্বয়ানঘ ! ।
গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানাং বিসৃজ্যৈতদুপারম ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পরমমস্ত্রন্তু দ্রৌণিরুদ্যতমাহবে।
দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা গর্ভেষু প্রমুমোচ হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি ঐষীকে ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রস্য পাণ্ডবগর্ভপ্রবেশে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদাজ্ঞায় হৃষীকেশো বিসৃষ্টং পাপকর্ম্মণা।
হৃষ্যমাণ ইদং বাক্যং দ্রৌণিং প্রত্যব্রবীত্তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। উপারম অনিষ্টসাধনাদ্বিরম ॥৩৩॥

তত ইতি। গর্ভেষু পাণ্ডবানাং শিশুসন্তানেষু ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তদিতি। আজ্ঞায় অনুমানেনাবগম্য, হৃষীকেশঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

বেদব্যাস বলিলেন—'নিষ্পাপ অশ্বত্থামা ! তুমি এই প্রকারই কর, অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না। পাণ্ডবগণের শিশুসন্তানদের উপরে ইহা নিক্ষেপ করিয়া বিরত হও' ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অশ্বত্থামা বেদব্যাসের বাক্য শুনিয়া উদ্যত ব্রহ্মশির অস্ত্র পাণ্ডবগণের শিশুসন্তানদের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৪॥

বিরাটস্য সুতাং পূর্ব্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধম্বনঃ।
উপপ্লব্যগতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ ॥২॥
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদস্য পরিক্ষিত্ত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ॥৩॥
তস্য তদ্বচনং সাধোঃ সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি।
পরিক্ষিদ্ভবিতা হ্যেষাং পুনর্বংশকরঃ সুতঃ ॥৪॥
এবং ব্রুবাণং গোবিন্দং সাত্বতাং প্রবরং তদা।
দ্রৌণিঃ পরমসংরব্ধঃ প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্ ॥৫॥
নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং পক্ষপাতেন কেশব!।
বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ! ন চ মদ্বাক্যমন্যথা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বিরাটস্যেতি। স্নুষাং পুত্রবধূম্। উপপ্লব্যগতাং তদাখ্যবিরাটনগরস্থিতাম্ ॥২॥

পরীতি। এতৎ এতৎকারণকম্, পরিক্ষিত্ত্বং পরিক্ষিন্নামকত্বম্ ॥৩॥

তস্যেতি। পরিক্ষিৎ পরিক্ষিন্নামকঃ, এষাং পাণ্ডবানাম্, "ভ্রাতৃপুত্রেণ পুত্রবতে"তি স্মরণাৎ ॥৪॥

এবমিতি। সাত্বতাং তদ্বংশীয়ানাম্। পরমং সংরব্ধঃ ক্রুদ্ধঃ সন্। স্বাহতস্যাপি জীবন-শ্রবণাৎ ॥৫॥

নেতি। এবং ভবিষ্যতীতি শেষঃ, আত্থ ব্রবীষি। অন্যথা ভবেৎ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভে ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়াও কৃষ্ণ তখন আনন্দিত হইয়াই অশ্বত্থামাকে এই কথা কহিলেন—॥১॥

'বিরাটরাজার কন্যা ও অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাকে উপপ্লব্যনগরে দেখিয়া ব্রতনিষ্ঠ কোন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—॥২॥

'উত্তরা! কুরুবংশ যুদ্ধে ক্ষয় পাইয়া গেলে, তোমার একটী পুত্র জন্মিবে; এই কারণেই তাহার নাম হইবে—'পরিক্ষিৎ' ॥৩॥

সেই সাধুব্রাহ্মণের এই কথা সত্যই হইবে। ইঁহাদের বংশরক্ষক 'পরিক্ষিৎ'—নামে একটী পুত্র জন্মিবে' ॥৪॥

সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলে, তখন অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫॥

'কৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবগণের পক্ষপাত করিয়া যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইবে না। কেন না, পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না ॥৬॥

পতিষ্যতি তদস্ত্রং হি গর্ভে তস্যা ময়োদ্যতম্‌।
বিরাটদুহিতুঃ কৃষ্ণ! যং ত্বং রক্ষিতুমিচ্ছসি ॥৭॥

ভগবানুবাচ।

অমোঘঃ পরমাস্ত্রস্য পাতস্তস্য ভবিষ্যতি।
স তু গর্ভো মৃতো জাতো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যতি ॥৮॥
ত্বাস্তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্ব্বে মনীষিণঃ।
অসকৃৎ পাপকর্ম্মাণং বালজীবিতঘাতকম্‌।
তস্মাত্ত্বমস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাপ্নুহি ॥৯॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্‌।
অপ্রাপ্নুবন্‌ কচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ ॥১০॥
নির্জনানসহায়স্ত্বং দেশান্‌ প্রবিচরিষ্যসি।
ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র! জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

পতিষ্যতীতি। উদ্যতং নিক্ষিপ্তম্‌। বিরাটদুহিতুঃ উত্তরায়াঃ ॥৭॥

অমোঘ ইতি। তদস্ত্রপাতাদেব মৃতো ভবিষ্যতি পুনশ্চ মৎপ্রভাবেণ জাতো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৮॥

ত্বামিতি। বালজীবিতঘাতকত্বাদেব কাপুরুষত্বাদিকমিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥

শাপং দত্তে ত্রীণীতি। কচিৎ কুত্রচিৎ, সংবিদং সংলাপম্‌। জাতু কদাচিৎ ॥১০॥

নির্জনানিতি। ভবিত্রী ভবিষ্যতি। হে ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্রহৃদয়! বালঘাতকত্বাৎ ॥১১॥

কৃষ্ণ! তুমি যাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ, উত্তরার সেই গর্ভেই আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র পতিত হইবে' ॥৭॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'অশ্বত্থামা! তোমার ভীষণাস্ত্রক্ষেপও অব্যর্থ হইবে এবং তাহাতে গর্ভস্থ বালকটীও মরিয়া যাইবে। আবার সে বালকটী জীবিত হইবে ও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে ॥৮॥

বুদ্ধিমান্‌ লোকেরা সকলেই জানেন যে, তুমি কাপুরুষ, পাপাত্মা ও বার বার পাপকার্য্যকারী এবং এখনও তুমি বালকের জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব তুমি এই পাপকার্য্যের ফল লাভ কর ॥৯॥

তুমি তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কোন্‌ স্থানে কোন সময়ে কোনও ব্যক্তির সহিতই আলাপসুখ না পাইতে থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ॥১০॥

ক্ষুদ্রহৃদয়! তুমি অসহায়ভাবে নির্জ্জন দেশে বিচরণ করিবে। কিন্তু লোকমধ্যে কখনও তোমার অবস্থিতি ঘটিবে না ॥১১॥

পূযশোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ।
বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্! সর্ব্বব্যাধিসমন্বিতঃ ॥১২॥
বয়ঃ প্রাপ্য পরিক্ষিত্তু বেদব্রতমবাপ্য চ।
কৃপাচ্ছারদ্বতাচ্ছূরঃ সর্ব্বাস্ত্রাণ্যুপলপ্স্যতে ॥১৩॥
বিদিত্বা পরমাস্ত্রাণি ক্ষত্রধর্ম্মব্রতে স্থিতঃ।
ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্ম্মাত্মা বসুধাং পালয়িষ্যতি ॥১৪॥
ইতশ্চোর্দ্ধং মহাবাহুঃ কুরুরাজো ভবিষ্যতি।
পরিক্ষিন্নাম নৃপতির্মিষতস্তে সুদুর্ম্মতে! ॥১৫॥
অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্য্যং সত্যস্য চ নরাধম! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

পূযেতি। দুর্গং দুর্গমং স্থানং কান্তারং মহারণ্যঞ্চ সংশ্রয়ো যস্য সঃ ॥১২॥
বয় ইতি। বেদব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্। শারদ্বতাৎ শরদ্বতঃ পুত্রাৎ ॥১৩॥
বিদিত্বেতি। ক্ষত্রধর্ম্মস্য ব্রতে নিয়মে। ষষ্টিং বর্ষাণি যাবৎ ॥১৪॥
ইত ইতি। ইতশ্চোর্দ্ধমতঃপরম্। মহাবাহুরুত্তরাপুত্রঃ। মিষতঃ পশ্যতঃ ॥১৫॥
নমু মৃতঃ কথং পুনর্জাতো ভবেদিত্যাহ অহমিতি। শস্ত্রাগ্নিতেজসা তব। আত্মন ঈশ্বরভাবং গোপয়ন্নাহ পশ্যেতি। সত্যস্য বাক্যস্য ব্যবহারস্য চ ॥১৬॥

পাপাত্মা! তুমি পূয ও রক্তের গন্ধে আকুল হইয়া এবং দুর্গম মহারণ্যে থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিবে ॥১২॥

আর এদিকে উত্তরার পুত্র পরিক্ষিৎ উপযুক্ত বয়সে ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিতে থাকিয়া বীর হইয়া, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র লাভ করিবে ।১৩॥

এবং ধর্ম্মাত্মা পরিক্ষিৎ সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে থাকিয়া এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ষাট বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিবে ॥১৪॥

অতিদুর্ম্মতি! মহাবাহু সেই উত্তরার পুত্র ইঁহাদের পরে তোমার সমক্ষেই 'পরিক্ষিৎ' নামক কুরুদেশের রাজা হইবে ॥১৫॥

নরাধম! তোমার অস্ত্রাগ্নির তেজে সেই বালকটী দগ্ধ হইলে, আমি তাহাকে জীবিত করিব। তুমি আমার তপস্যার ও সত্যের প্রভাব দেখ' ॥১৬॥

(১২)···চিরমেকো বসুন্ধরাম্—নি।

ব্যাস উবাচ।

যস্মাদনাদৃত্য কৃতং ত্বয়াস্মান্ কর্ম্ম দারুণম্।
ব্রাহ্মণস্য সতশ্চৈব যস্মাত্তে বৃত্তমীদৃশম্ ॥১৭॥
তস্মাদ্‌যদ্দেবকীপুত্র উক্তবানুত্তমং বচঃ।
অসংশয়ং তে তদ্ভাবি ক্ষত্রধর্ম্মস্ত্বয়াশ্রিতঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

অশ্বত্থামোবাচ।

সহৈব ভবতা ব্রহ্মন্! স্থাস্যামি পুরুষেষ্বিহ।
সত্যবাগস্তু ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রদায়াথ মণিং দ্রৌণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
জগাম বিমনাস্তেষাং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং বনম্ ॥২০॥
পাণ্ডবাশ্চাপি গোবিন্দং পুরস্কৃত্য হতদ্বিষঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঞ্চৈব নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥২১॥
দ্রোণপুত্রস্য সহজং মণিমাদায় সত্বরাঃ।
দ্রৌপদীমভ্যধাবন্ত প্রায়োপেতাং মনস্বিনীম্ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি। বৃত্তমাচরণম্। যত্রীণীত্যাদীনি। আশ্রিতঃ নিষ্ঠুরাচরণাৎ ॥১৭—১৮॥
সহেতি। স্থাস্যামি অসংলাপেন। পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণঃ ॥১৯॥
প্রদায়েতি। বিমনাঃ কিমপি কর্ত্তুমশক্তত্বাদ্বিষণ্ণচিত্তঃ ॥২০॥

বেদব্যাস বলিলেন—'অশ্বত্থামা! তুমি যখন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া দারুণ কার্য্য করিয়াছ এবং তুমি ব্রাহ্মণ হইলেও যখন তোমার আচরণ এইরূপ হইয়াছে; তখন তোমার সম্বন্ধে কৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, অবশ্যই তাহা হইবে। বিশেষতঃ তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ' ॥১৭—১৮॥

অশ্বত্থামা বলিলেন—'মহর্ষি! এই জগতে মানুষগণের মধ্যে আমি আপনার সহিতই থাকিব। তাহাতে এই ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্যও সত্য হইবে' ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অশ্বত্থামা মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে নিজের মণিটী দান করিয়া, তাঁহাদের সকলের সমক্ষেই বনে গমন করিলেন ॥২০॥

(১৭)·· বৃত্তমন্যায়বর্ত্তিনঃ—নি। (১৮)···আলোকান্তব তদ্ভাবি···নি।
(২১)···সদাশার্হাস্তানুযানভিযান্ত চ···নারদশ্চৈব পর্ব্বতম্—নি।

ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সদশ্বৈরনিলোপমৈঃ।
অভ্যয়ুঃ সহদাশার্হাঃ শিবিরং পুনরেব হি ॥২৩॥
অবতীর্য্য রথাভ্যাস্তু ত্বরমাণা মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্রৌপদীং কৃষ্ণামার্ত্তামার্ত্ততরাঃ স্বয়ম্ ॥২৪॥
তামুপেত্য নিরানন্দং দুঃখশোকসমন্বিতাম্।
পরিবার্য্য ব্যতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ॥২৫॥
ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রদদৌ তং মণিং দিব্যং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥২৬॥
অয়ং ভদ্রে! তব মণিঃ পুত্রহন্তা জিতঃ স তে।
উত্তিষ্ঠ শোকমুৎসৃজ্য ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মর ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবা ইতি। পুরস্কৃত্য অগ্রেসরীকৃত্য। প্রায়োপেতাং প্রায়োপবিষ্টাম্ ॥২১—২২॥
তত ইতি। অনিলোপমৈর্বায়ুবদ্বেগবদ্ভিঃ। সহদাশার্হাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ ॥২৩॥
অবেতি। আর্ত্তাং পুত্রশোকেন, আর্ত্ততরাস্তদবস্থাদর্শনেন পুত্রাদিশোকেন চ ॥২৪॥
তামিতি। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য। সহকেশবাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ ॥২৫॥
তত ইতি। রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ। মণ্যানয়নায় ভীমং প্রত্যেব দ্রৌপদ্যনুরোধাৎ ॥২৬॥
অয়মিতি। পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা। ক্ষত্রং খল্বাত্মীয়বধে শোকং ন করোতীতি ভাবঃ ॥২৭॥

শত্রুবিজয়ী পাণ্ডবেরাও অশ্বত্থামার সহজাত মণিটী লইয়া কৃষ্ণ, মহর্ষি বেদব্যাস ও নারদকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রায়োপবিষ্টা মনস্বিনী দ্রৌপদীর দিকে সত্বর ধাবিত হইলেন ॥২১—২২॥

তদনন্তর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠেরা বায়ুর ন্যায় বেগবান্ উত্তম অশ্বগণের গুণে কৃষ্ণের সহিত সত্বরই যাইয়া পুনরায় শিবিরে উপস্থিত হইলেন ॥২৩॥

পরে মহারথ পাণ্ডবেরা রথদ্বয় হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া, অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া শোকাকুলা দ্রৌপদীকে দর্শন করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া—অবসন্না, শোকার্ত্তা ও দুঃখপীড়িতা দ্রৌপদীকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন ॥২৫॥

তৎপরে মহাবল ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সেই মণিটী দ্রৌপদীকে দিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥২৬॥

'ভদ্রে! এই তোমার সেই মণিটী এবং তোমার সেই পুত্রহন্তাও পরাজিত

(২৩) ইতঃ পূর্ব্বং 'বৈশম্পায়ন উবাচ' কল্প সো।

প্রয়াণে বাসুদেবস্য শমার্থমসিতেক্ষণে!।
যান্যুক্তানি ত্বয়া ভীরু! বাক্যানি মধুঘাতিনি ॥২৮॥
নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ভ্রাতরো ন চ।
নৈব ত্বমিতি গোবিন্দ! শর্ম্মমিচ্ছতি রাজনি ॥২৯॥
উক্তবত্যসি তীব্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমম্।
ক্ষত্রধর্ম্মানুরূপাণি তানি ত্বং স্মর্ত্তুমর্হসি ॥৩০॥ (বিশেষকম্)
হতো দুর্য্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্য পরিপন্থিকঃ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং বিস্ফুরতো ময়া ॥৩১॥
বৈরস্য গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্।
জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্‌গৌরবেণ চ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

প্রয়াণ ইতি। প্রয়াণে হস্তিনাং প্রতি প্রস্থানকালে। শমার্থং সন্ধিসম্পাদনেন শান্তিসম্পাদনার্থম্, হে অসিতেক্ষণে! নীলনয়নে!, মধুঘাতিনি মধুসূদনে কৃষ্ণং প্রতীত্যর্থঃ। রাজনি যুধিষ্ঠিরে শমং সন্ধিসম্ভূতাং শান্তিম্, ইচ্ছতি সতি। তীব্রাণি যুদ্ধঘটকত্বাৎ ॥২৮—৩০॥

হত ইতি। রাজ্যস্য অস্মদ্‌রাজ্যলাভস্য, পরিপন্থিকঃ প্রতিঘাতী শত্রুঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

তদেতি ॥১—৯॥ সংবিদং সংলাপম্ ॥১০—২১॥ প্রায়োপেতাং মরণার্থং যো নিয়মস্তেনোপেতাম্ ॥২২—২৩॥ হৃষ্টাম্ অশ্বত্থাম্নঃ পরাভবেণ, আর্ত্তাং পুত্রাদেঃ শোকেন ॥২৪—২৭॥ মধুঘাতিনি মধুদৈত্যহন্তরি ॥২৮—৩১॥ বিবক্ষতাং বক্তুমিচ্ছতাম্, বাচ্যাঃ নিন্দ্যাঃ নৈব স্ম ॥৩২—৩৭॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে যোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

হইয়াছে, এখন তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ কর ॥২৭॥

ভীরু নীলনয়নে! কৃষ্ণ যখন সন্ধিসংস্থাপনের জন্য হস্তিনানগরে প্রস্থান করিতেছিলেন এবং রাজাও যখন সন্ধি কামনাই করিতেছিলেন, তখন তুমি এই সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুরূপ তীব্র বাক্য বলিয়াছিলে যে, 'কৃষ্ণ! আমার পতিরা নাই, পুত্রেরা নাই, ভ্রাতারা নাই, তুমিও নাই' এখন তুমি সেই সকল কথা স্মরণ করিতে পার ॥২৮—৩০॥

আমাদের রাজ্যলাভের পরিপন্থি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে আমি নিহত করিয়াছি এবং দুঃশাসনকে ভূতলে নিপাতিত করিলে, সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, সেই অবস্থায় আমি তাহার রক্ত পান করিয়াছি ॥৩১॥

যশোঽস্য পাতিতং দেবি ! শরীরন্ত্ববশেষিতম্ ।
বিয়োজিতশ্চ মণিনা ভ্রংশিতশ্চায়ুধং ভুবি ॥৩৩॥
দ্রৌপদ্যুবাচ ।
কেবলানৃণ্যমাপ্তাস্মি গুরুপুত্রো গুরুর্মম ।
শিরস্যেতং মণিং রাজা প্রতিবধ্নাতু ভারত ! ॥৩৪॥
তং গৃহীত্বা ততো রাজা শিরস্যেবাকরোত্তদা ।
গুরোরুচ্ছিষ্টমিত্যেব দ্রৌপদ্যা বচনাদপি ॥৩৫॥
ততো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ ।
শুশুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্ব্বতঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

বৈরস্যেতি । বাচ্যা নিন্দনীয়া, বিবক্ষতাং নিন্দিতুমিচ্ছতাম্ ॥৩২॥

যশ ইতি। পাতিতং নাশিতম্। ভ্রংশিতস্ত্যাজিতঃ। এতৎ সর্ব্বং পূর্ব্বমনুক্তমপি এতদুক্তিবশাৎ সঞ্জাতমেবেতি বোধ্যম্ ॥৩৩॥

কেবলেতি। কেবলানৃণ্যং নিহতানাম্, গুরুপুত্রো মমাপি গুরুঃ, অতএব তদ্বধে ন মে নির্ব্বন্ধ ইত্যাশয়ঃ। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, প্রতিবধ্নাতু ধারয়তু, তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ ॥৩৪॥

তমিতি। অকরোৎ অধারয়ৎ। গুরোরুচ্ছিষ্টং শিষ্যেণ গ্রাহ্যমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৫॥

তত ইতি। পর্ব্বতসাম্যেন যুধিষ্ঠিরস্য দীর্ঘাকৃতিঃ সূচিতা ॥৩৬॥

শত্রুতার নিকটে অনৃণী হইয়াছি। অতএব পরনিন্দাকারী লোকেরা আর আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না ; তা'র পর অশ্বত্থামাকে জয় করিয়াছি ; কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি ॥৩২॥

দেবি ! অশ্বত্থামার যশ একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছি, তাহার শরীরটী মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছি, মণিটী কাড়িয়া লইয়াছি এবং তাহাকে ভূতলে অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছি ॥৩৩॥

দ্রৌপদী বলিলেন—'ভরতনন্দন ! আপনার এই কার্য্যে আমি নিহত পুত্র-প্রভৃতির নিকট কেবল ঋণশূন্যই হইলাম ; কিন্তু গুরুপুত্র আমারও গুরু বলিয়া তাঁহার বধে আমার আগ্রহ নাই। তবে রাজাই এই মণিটী মস্তকে বন্ধন করুন' ॥৩৪॥

'ইহা গুরুর উচ্ছিষ্ট' এই বলিয়া এবং দ্রৌপদীর অনুরোধে তখনই যুধিষ্ঠির সেই মণিটী গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন ॥৩৫॥

---

(৩৪)…গ্রহীতুমনঘোঽর্হতি—নি।

উত্তস্থৌ পুত্রশোকার্ত্তা ততঃ কৃষ্ণা মনস্বিনী।
কৃষ্ণঞ্চাপি মহাবাহুং পরিপপ্রচ্ছ ধর্ম্মরাট্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি ঐষীকে দ্রৌপদীসান্ত্বনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
হতেষু সর্ব্বসৈন্যেষু সৌপ্তিকে তৈ রথৈস্ত্রিভিঃ।
শোচন্ যুধিষ্ঠিরো রাজা দাশার্হমিদমব্রবীৎ ॥১॥
কথং নু কৃষ্ণ! পাপেন ক্ষুদ্রেণাকৃতকর্ম্মণা।
দ্রৌণিনা নিহতাঃ সর্ব্বে মম পুত্রা মহারথাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

উদিতি। কৃষ্ণা দ্রৌপদী, মনস্বিনী দৃঢ়হৃদয়া, অতএব ন শোক-মোহ ইতি ভাবঃ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

হতেষ্বিতি। সৌপ্তিকে সুপ্তাবস্থায়াম্, রথৈ রথিভিঃ, ত্রিভিঃ কৃপ-কৃতবর্ম্মাশ্বত্থামভিঃ ॥১॥

তাহার পর প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির সেই মণিটী মস্তকে ধারণ করিয়া চন্দ্রসমন্বিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর মনস্বিনী দ্রৌপদী পুত্রশোকার্ত্ত হইয়াও গাত্রোত্থান করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির মহাবাহু কৃষ্ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৭॥

——:০:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা অবশিষ্ট সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির শোক করিতে থাকিয়া কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥১॥

'কৃষ্ণ! পাপাত্মা ও নীচাশয় অশ্বত্থামা তাদৃশ কার্য্য করিবার উপযোগী তপস্যা না করিয়া কি প্রকারে আমাদের মহারথ পুত্রগণকে সংহার করিল ॥২॥

---

(২)···ক্ষুদ্রেণ শঠবুদ্ধিনা···নি।

তথা কৃতাস্ত্রা বিক্রান্তাঃ সহস্রশতযোধিনঃ।
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রোণপুত্রেণ পাতিতাঃ ॥৩॥
যস্য দ্রোণো মহেষ্বাসো ন প্রাদাদাহবে মুখম্।
নিজঘ্নে রথিনাং শ্রেষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নং কথং নু সঃ ॥৪॥
কিং নু তেন কৃতং কর্ম্ম তথাযুক্তং নরর্ষভ !।
যদেকঃ সমরে সর্ব্বানবধীন্নো গুরোঃ সুতঃ ॥৫॥

ভগবানুবাচ।

নূনং স দেবদেবানামীশ্বরেশ্বরমব্যয়ম্।
জগাম শরণং দ্রৌণিরেকস্তেনাবধীদ্বহূন্ ॥৬॥
প্রসন্নো হি মহাদেবো দদ্যাদমরতামপি।
বীর্য্যঞ্চ গিরীশো দদ্যাদ্‌যেনেন্দ্রমপি শাতয়েৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। ন কৃতং কর্ম্ম একস্য সর্ব্ববধসম্পাদনোপযোগি তপো যেন তেন ॥২॥

তথেতি। কৃতাস্ত্রাঃ শিক্ষিতসর্ব্বাস্ত্রাঃ। দ্রোণপুত্রেণ একেন, এতদপ্যসম্ভবমেবেতি ভাবঃ ॥৩॥

যস্যেতি। প্রাদাৎ ভয়েন প্রাদর্শয়ৎ, মুখং বদনম্ ॥৪॥

কিমিতি। তথাযুক্তং তাদৃশফলজননোপযোগি। নঃ অস্মাকম্ ॥৫॥

ঈশ্বরত্বেন সর্ব্বজ্ঞোঽপি তদ্ভাবং গোপয়ন্ সম্ভাবনামাহ নূনমিতি। দেবৈর্দিব্যন্তি ক্রীড়ন্তীতি দেবদেবা ইন্দ্রাদয়স্তেষামপি ঈশ্বরৌ বিষ্ণুবিরিঞ্চী তয়োরপীশ্বরম্। অব্যয়মনশ্বরম্ ॥৬

প্রসন্ন ইতি। বীর্য্যং শক্তিম্, শাতয়েৎ নিপাতয়েৎ ॥৭॥

এবং সর্ব্বাস্ত্রে সুশিক্ষিত, বিক্রমশালী ও লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ দ্রুপদরাজার পুত্রগণকেই বা কি প্রকারে একাকী অশ্বত্থামা নিহত করিল ॥৩॥

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ভয়বশতঃ যাঁহাকে মুখ প্রদর্শন করেন নাই; অশ্বত্থামা কি প্রকারে সেই রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিল ॥৪॥

নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! অশ্বত্থামা কি তপস্যা করিয়াছিল যে, সে একাকী যুদ্ধে আমাদের সমস্ত সৈন্যকে সংহার করিতে সমর্থ হইল' ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা দেবদেবগণের অধীশ্বরদিগেরও ঈশ্বর ও অবিনশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই সে একাকীই সকলকে বধ করিতে পারিয়াছে ॥৬॥

(৩)···সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ···নি।

বেদাহং হি মহাদেবং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ! ।
যানি চাস্য পুরাণানি কর্ম্মাণি বিবিধানি চ ॥৮॥
আদিরেষ হি ভূতানাং মধ্যমন্তশ্চ ভারত ! ।
বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্ব্বমস্যৈব কর্ম্মণা ॥৯॥
এবং সিসৃক্ষুর্ভূতানি দদর্শ প্রথমং বিভুঃ।
পিতামহোঽব্রবীচ্চৈনং ভূতানি সৃজ মা চিরম্ ॥১০॥
হরিকেশস্তথেত্যুক্ত্বা ভূতানাং দোষদর্শিবান্।
দীর্ঘকালং তপস্তেপে মগ্নোঽম্ভসি মহাতপাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বেদেতি। বেদ জানামি, তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন ॥৮॥

আদিরিতি। বিচেষ্টতে প্রবর্ত্ততে। কর্ম্মণা ইঙ্গিতমাত্রেণ ॥৯॥

এবমিতি। সিসৃক্ষুঃ স্রষ্টুমিচ্ছুঃ। দদর্শ এনমেবেশ্বরম্। পিতামহো ব্রহ্মা ॥১০॥

হরীতি। হরয়ঃ পিঙ্গলবর্ণাঃ কেশা যস্য স হরিকেশঃ শিবঃ। দোষং রোগশোকাদিকং দৃষ্টবানিতি দোষদর্শিবান্। দৃশেরিড়াগম আর্ষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

হতেষ্বিতি ॥১—৮॥ "তরতি শোকমাত্মবি"দিতি শ্রুতের্যুধিষ্ঠিরাদীনাং শোকমপনিনীষু-রাত্মজ্ঞানমাহ—আদিরিতি। যথা কনকং কুণ্ডলাদেরাদির্মধ্যমন্তশ্চৈবং রুদ্রোঽপি জগত ইত্যর্থঃ। তর্হি সাংখ্যাভিমতপ্রধানবদচেতনঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিচেষ্টত ইতি। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা"দিতি শ্রুতেঃ প্রাণাপানচেষ্টা-পীশ্বরাধীনা কিমুত মরণামরণাদিরিতি সর্ব্বস্যেশ্বরাধীনত্বাৎ ন কৃতাকৃতাভ্যাং পুরুষেণ সন্তাপঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ ॥৯॥ ন কেবলং বয়মেবাস্য কর্ম্মণা চেষ্টাং কুর্ম্মোঽপি তু ব্রহ্মাদয়োঽপীত্যাহ

কারণ, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া মানুষকে অমরত্বও দিয়া থাকেন এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া মানুষকে এমন শক্তি দান করেন যে, মানুষ ইন্দ্রকেও নিপাতিত করিতে পারে ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি যথার্থরূপে মহাদেবকে জানি এবং উঁহার অতীত বিবিধ কর্ম্ম সকলও অবগত আছি ॥৮॥

ভরতনন্দন ! মহাদেব ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্তকালবর্ত্তী এবং উঁহার ইঙ্গিতেই এই সমগ্র জগৎ আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে ॥৯॥

প্রভাবশালী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে মহাদেবকে দেখিয়াছিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে, 'আপনি ভূত সৃষ্টি করুন, বিলম্ব করিবেন না' ॥১০॥

(১১)···দীর্ঘদর্শী তদা প্রভুঃ···নি।

সুমহান্তং ততঃ কালং প্রতীক্ষ্যৈনং পিতামহঃ।
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং সসর্জ্জ মনসাপরম্ ॥১২॥
সোঽব্রবীৎ পিতরং দৃষ্ট্বা গিরিশং সুপ্তমম্ভসি।
যদি মে নাগ্রজোঽস্ত্যন্যস্ততঃ স্রক্ষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥১৩॥
তমব্রবীৎ পিতা নাস্তি ত্বদন্যঃ পুরুষোঽগ্রজঃ।
স্থাণুরেষ জলে মগ্নো বিশ্রব্ধঃ কুরু বৈ প্রজাঃ ॥১৪॥
স ভূতান্যসৃজৎ সপ্ত দক্ষাদীংশ্চ প্রজাপতীন্।
যৈরিমং ব্যকরোৎ সর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সুমহান্তমিতি। কালং যাবৎ, এনং শিবম্। মনসা মনঃসঙ্কল্পেন ॥১২॥

স ইতি। সুপ্তং সুপ্তবৎ নিশ্চেষ্টং স্থিতম্, গিরীশং দৃষ্ট্বা পিতরং ব্রহ্মাণম্ অব্রবীদিতি সম্বন্ধঃ ॥১৩॥

তমিতি। পিতা ব্রহ্মা, অগ্রজঃ পূর্ব্বজাতঃ। স্থাণুঃ স্থিরতরো নিত্য ইত্যর্থঃ, অতএবাস্য জন্মাভাবন্নাগ্রজত্বমিতি ভাবঃ। ততশ্চাগ্রজাভাবে বিশ্রব্ধো বিশ্বস্তঃ সন্ প্রজাঃ লোকান্ কুরু সৃজ ॥১৪॥

স ইতি। সপ্ত দেব-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-মানুষ-পশু পক্ষিরূপাণি, সরীসৃপাদীনাং পশুষন্তর্ভাবঃ। ব্যকরোৎ বিস্তারেণাসৃজৎ, চতুর্বিধম্—জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জরূপম্ ॥১৫॥

পরে মহাদেব 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া ভূতগণের নানাবিধ দোষ দেখিয়া জলে মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥১১॥

ক্রমে ব্রহ্মা দীর্ঘকাল মহাদেবের প্রতীক্ষা করিয়া—আপন সঙ্কল্পদ্বারা অন্য একজন সৃষ্টিকর্ত্তাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥১২॥

সেই বিরাটপুরুষ মহাদেবকে জলমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া, পিতা ব্রহ্মাকে বলিলেন—'আমার যদি অন্য কেহ অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি লোক সৃষ্টি করিব' ॥১৩॥

পিতা ব্রহ্মা সেই বিরাটপুরুষকে বলিলেন—'তুমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ তোমার পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই। ইনি ত স্থাণু, নিত্যপুরুষ; অথ চ জলে মগ্ন রহিয়াছেন। অতএব তুমি বিশ্বস্তচিত্তে লোক সৃষ্টি কর' ॥১৪॥

তাহার পর সেই বিরাটপুরুষ সপ্তবিধ প্রাণী ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন। যাঁহাদের দ্বারা তিনি বিস্তৃতভাবে এই চতুর্বিধ প্রাণীকে উৎপাদন করিয়াছেন ॥১৫॥

---

(১৪)···কুরু বৈরুতব্—পি বজ বর্দ্ধ সো।

তাঃ সৃষ্টমাত্রাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিম্।
বিভক্ষয়িষবো রাজন্! সহসা প্রাদ্রবংস্তদা ॥১৬॥
স ভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাদ্রবৎ।
আভ্যো মাং ভগবাংস্ত্রাতু বৃত্তিরাসাং বিধীয়তাম্ ॥১৭॥
ততস্তাভ্যো দদাবন্নমোষধীঃ স্থাবরাণি চ।
জঙ্গমানি চ ভূতানি দুর্ব্বলানি বলীয়সাম্ ॥১৮॥
বিহিতান্নাঃ প্রজাস্তাস্ত জগ্মুঃ সৃষ্টা যথাগতম্।
ততো ববৃধিরে রাজন্! প্রীতিমত্যঃ স্বযোনিষু ॥১৯॥
ভূতগ্রামে বিবৃদ্ধে তু তুষ্টে লোকগুরাবপি।
উদতিষ্ঠজ্জলাজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রজাশ্চেমা দদর্শ সঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি। বিভক্ষয়িষবো ভক্ষয়িতুমিচ্ছবঃ। প্রাদ্রবন্ অগচ্ছন্ ॥১৬॥
স ইতি। ভক্ষ্যমাণস্তেনভূতগ্রামেণ। আভ্যঃ প্রজাভ্যঃ, বৃত্তিঃ খাদ্যম্ ॥১৭॥
তত ইতি। ওষধীর্লতাঃ, স্থাবরাণি ভূকুষ্মাণ্ডাদীনি ॥১৮॥
বিহিতেতি। বিহিতানি অন্নানি খাদ্যানি যাসাং তাঃ। স্বযোনিষু স্বজাতিষু ॥১৯॥
ভূতেতি। ভূতগ্রামে প্রাণিসমূহে, লোকগুরৌ ব্রহ্মণি। জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বেভ্যো বৃদ্ধঃ শিবঃ ॥২০॥

রাজা! সৃষ্টিমাত্রই সেই প্রাণীরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, তখনই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ॥১৬॥

সেই প্রাণীরা সেই প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, প্রজাপতি আত্মরক্ষার্থী হইয়া বেগে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন (এবং বলিলেন—) 'ভগবন্! আপনি ইহাদের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা করুন; ইহাদের খাদ্য বিধান করুন' ॥১৭॥

তাহার পর ব্রহ্মা ওষধী, স্থাবর এবং প্রবলগণের পক্ষে দুর্ব্বল প্রাণিগণকে তাহাদের খাদ্যরূপে নির্ব্বাচন করিলেন ॥১৮॥

রাজা! তদনন্তর প্রজাপতিসৃষ্ট সেই প্রাণীরা নির্ব্বাচিত খাদ্য লাভ করিয়া যথাস্থানে গমন করিল; তৎপরে সেই প্রাণীরা আপন আপন জাতিতে প্রীতিমান্ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥১৯॥

প্রাণিসমূহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলে, সেই আদিপুরুষ মহাদেব জল হইতে উঠিলেন এবং এই সকল প্রাণী দর্শন করিলেন ॥২০॥

---

(১৯)···জগ্মুস্তুষ্টা যথাগতম্—বা নি।

বহুরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বিবৃদ্ধাশ্চ স্বতেজসা।
চুক্রোধ ভগবান্ রুদ্রো লিঙ্গং স্বং চাপ্যবিধ্যত ॥২১॥
তৎ প্রবিদ্ধং তথা ভূমৌ তথৈব প্রত্যতিষ্ঠত।
তমুবাচাব্যয়ো ব্রহ্মা বচোভিঃ শময়ন্নিব ॥২২॥
কিং কৃতং সলিলে শর্ব্ব! চিরকালস্থিতেন তে।
কিমর্থং চেদমুৎপাদ্য লিঙ্গং ভূমৌ প্রবেরিতম্ ॥২৩॥
সোঽব্রবীৎ জাতসংরম্ভস্তথা লোকগুরুর্গুরুম্।
প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরেণেমাঃ কিং করিষ্যাম্যনেন বৈ ॥২৪॥
তপসাধিগতং চান্নং প্রজার্থং মে পিতামহ!।
ওষধ্যঃ পরিবর্ত্তেরন্ যথৈব সততং প্রজাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বহ্বিতি। চুক্রোধ আত্মনঃ পরিহারেণ ব্রহ্মণা প্রজাসৃষ্টৈরিতি ভাবঃ। অবিধ্যত ভূমাবপাতয়ৎ ॥২১॥

তদিতি। প্রবিদ্ধং শিবপ্রভাবেণৈব বৃদ্ধিপ্রাপ্তং সৎ। অব্যয়ঃ শিবকোপেঽপি স্বশক্ত্যে-বানশ্বরঃ ॥২২॥

কিমিতি। হে শর্ব্ব! মহাদেব!। তে ত্বয়া। প্রবেরিতং প্রক্ষিপ্তম্ ॥২৩॥

স ইতি। জাতসংরম্ভ উৎপন্নক্রোধঃ। অনেন লিঙ্গেন। লিঙ্গস্য! প্রজাসৃষ্টিরেব প্রয়োজনম্, তস্যাশ্চান্যেন কৃতত্বাৎ লিঙ্গস্যানর্থকত্বমেবেত্যাশয়ঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিত্যাদিনা। প্রথমং রুদ্রং তমোময়ম্, বিভুস্ত্রিগুণময় ঈশ্বরঃ ॥১০—১১॥ অপরং চতুর্ম্মুখং রজোময়ম্ ॥১২—১৩॥ বৈকৃতং বিকারম্ ॥১৪—১৬॥ ত্রাতু রক্ষতু ॥১৭—২০॥ লিঙ্গং প্রসবসামর্থ্যং মেঢ্ররূপেণ অবিধ্যত ভূমৌ পাতিতবান্, এতদেব পূজিতং তৎ সর্ব্বসিদ্ধি-

---

নানারূপ প্রাণীর সৃষ্টি হইল এবং তাহারা আপন আপন তেজে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের লিঙ্গটাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥২১॥

তখন সেই লিঙ্গটা ভূতলে পতিত হইয়া, বৃদ্ধি পাইয়া সেই ভাবেই থাকিল। পরে অনশ্বর ব্রহ্মা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্যই যেন বলিলেন—॥২২॥

‘মহাদেব! আপনি দীর্ঘকাল জলে থাকিয়া কি করিলেন এবং কি জন্যই বা এই লিঙ্গটা উৎপাদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন?’ ॥২৩॥

জগদ্গুরু মহাদেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—‘অন্য ব্যক্তি এই সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছে; অতএব আমি এই লিঙ্গদ্বারা কি করিব ॥২৪॥

---

(২৩)···প্রবেশিতম্—বা নি। (২৫)···তথৈব সততং প্রজাঃ—পি সো।

এবমুক্ত্বা স সক্রোধো জগাম বিমনা ভবঃ।
গিরের্মুঞ্জবতঃ পাদং তপস্তপ্তুং মহাতপাঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি ঐষীকে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:০*০:—

ভগবানুবাচ।

ততো দেবযুগেঽতীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্।
যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্‌যষ্টুমীপ্সবঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তপসেতি। হে পিতামহ! ব্রহ্মন্! ময়াপি তপসা ওষধ্য এবান্নমধিগতং প্রাপ্তম্। যথা প্রজা লোকা বাল্যযৌবনাদিভেদেন পরিবর্ত্তন্তে, তথৈব ওষধয়োঽপি পরিবর্ত্তেরন্, নবীনপ্রাচীনত্বাদিনা বিভিন্নরূপা ভবেয়ুঃ ॥২৫॥

এবমিতি। ভবো মহাদেবঃ। মুঞ্জবতস্তদাখ্যস্য ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রদমাপ্তিকানাং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ ॥২১—২৪॥ তপসেতি। যে মম তপসা জলবাস-রূপেণ প্রজার্থমন্নং জাতম্, অন্নাদন্নমিত্যেবংরূপেণ ওষধ্যো বীজাঙ্কুরসন্তানক্রমেণ পরিবর্ত্তন্তে, এবমেবান্নাদ্রেতোদ্বারা প্রজাতঃ প্রজাশ্চ পরিবর্ত্তন্তে, অতঃ প্রবাহরূপেণ সৃষ্টিস্থিতিকার্য্যয়ো-র্নির্ব্বাহে সাতত্যেন প্রবৃত্তে কিমীশ্বরেণেত্যভিপ্রায়েণ লিঙ্গেঽনাদৃতে সতি ঈশ্বরস্তিরোধানং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥২৫—২৬॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

পিতামহ! আমি জলে থাকিয়া তপস্যাদ্বারা ওষধিরূপ প্রাণিগণের খাদ্য লাভ করিয়াছি; প্রাণীরা যেমন ক্রমে বিভিন্নরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ওষধিগুলিও বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে' ॥২৫॥

এই কথা বলিয়া মহাতপা মহাদেব তপস্যা করিবার জন্য ক্রুদ্ধ অবস্থাতে ও বিষণ্ণচিত্তে মুঞ্জবান্‌পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে গমন করিলেন' ॥২৬॥

(১)…যজ্ঞবেদপ্রমাণেন—পি নি।

কল্পয়ামাসুরথ তে সাধনানি হবীংষি চ।
ভাগার্হা দেবতাশ্চৈব যজ্ঞিয়ং দ্রব্যমেব চ ॥২॥
তা বৈ রুদ্রমজানন্ত্যো যাথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থাণোর্ভাগং নরাধিপ ! ॥৩॥
সোঽকল্প্যমানে ভাগে তু কৃত্তিবাসা মখেঽমরৈঃ।
ততঃ সাধনমন্বিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সসর্জ্জ হ ॥৪॥
লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পঞ্চভূতময়ো যজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চৈব পঞ্চমঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দেবযুগে দেবসৃষ্টিকালে, সমকল্পয়ন্ পর্য্যালোচয়ন্। যষ্টুং যাগং কর্ত্তুম্ ॥১॥

কল্পেতি। সাধনানি স্রুক্স্রুবাদীনি। দ্রব্যং ফলপুষ্পাদি ॥২॥

তা ইতি। অজানন্ত্যঃ তাসাং জন্মতঃ পূর্ব্বমেব রুদ্রস্য মুঞ্জবৎপর্ব্বতগমনাৎ, যাথাতথ্যেন স্বরূপেণ চ ॥৩॥

স ইতি। কৃত্তিবাসা শিবঃ। সাধনমপ্রিয়জনদমনকারণমস্ত্রাদিকম্ অন্বিচ্ছন্ কর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। ঈশ্বরতিরোধানানন্তরং দেবযুগে কৃতযুগে বিনাপীশ্বরারাধনং প্রজাঃ স্বাভাবিকৈরেব শমদমাদিভিঃ কৃতকৃত্যা অভূবন্, অতীতে তু দেবযুগে নিরীশ্বরাস্তাঃ কেবলেন কর্ম্মণৈব ফলসিদ্ধিমিচ্ছন্ত্যো যজ্ঞমকল্পয়ন্ ॥১—২॥ রুদ্রম্ ঈশ্বরং যজ্ঞস্য ফলদাতারম্ ॥৩॥ "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিল্লোঁকে যজতি জুহোতি দদাতি তপস্তপ্যতে-

---

ভগবান্ বলিলেন—'তাহার পর দেবসৃষ্টির সময় অতীত হইলে, দেবতারা সম্মিলিত হইয়া যথাবিধানে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়া, বেদপ্রমাণানুসারে যজ্ঞবিষয়ে সমালোচনা করিলেন ॥১॥

তৎপরে যজ্ঞের উপকরণ হবি, কোন্ দেবতা কোন্ অংশ পাইবেন তাহা এবং যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য দেবতারা নির্ব্বাচন করিলেন ॥২॥

রাজা ! অনেক দেবতা রুদ্রকে একেবারেই জানিতেন না এবং বহু দেবতা রুদ্রের স্বরূপ অবগত ছিলেন না ; সুতরাং তাঁহারা যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ নির্ব্বাচন করিলেন না ॥৩॥

দেবতারা আপনাদের যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ কল্পনা না করিলে, মহাদেব তাঁহাদিগকে শাসন করিবার ইচ্ছায়, প্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন ॥৪॥

---

(৫)…পঞ্চভূতনৃযজ্ঞশ্চ জজ্ঞে সর্ব্বমিদং জগৎ—পি নি।

লোকযজ্ঞৈর্নৃযজ্ঞৈশ্চ কপর্দ্দী বিদধে ধনুঃ।
ধনুঃ সৃষ্টমভূত্তস্য পঞ্চকিষ্কুপ্রমাণতঃ ॥৬॥
বষট্‌কারোঽভবজ্জ্যা তু ধনুষস্তস্য ভারত!।
যজ্ঞাঙ্গানি চ চত্বারি তস্য সন্নহনেঽভবন্ ॥৭॥
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কার্ম্মুকম্।
আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকেতি। লোকযজ্ঞো লোকেষু তদুপকারাদিনা স্বসাধুত্বপ্রখ্যাপনম্, ক্রিয়াযজ্ঞঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপঃ, গৃহযজ্ঞঃ "সপত্নীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইতি বিধেরগ্নিহোত্রাদিঃ, পঞ্চভূতময়ো দেহঃ, তদ্‌যজ্ঞো হবিষ্যান্নভোজনাদিঃ, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥৫॥

লোকেতি। কপর্দ্দী শিবঃ। পঞ্চকিষ্কুপ্রমাণতঃ পঞ্চহস্তপ্রমাণেন ॥৬॥

বষড়িতি। জ্যা গুণঃ। চত্বারি স্নান-দান-হোম-জপরূপাণি। তস্য শিবস্য, সন্নহনে সজ্জায়াম্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ইন্দ্রবদেবাস্য তত্ত্ববতী"তি শ্রুতেরীশ্বরারাধনহীনো যজ্ঞোঽস্তবানিত্যেতদ্দর্শয়তি আখ্যায়িকা-মুখেনৈব সোঽকল্পমানে ইত্যাদিনা। সাধনং যজ্ঞনাশকম্ ॥৪॥ লোকযজ্ঞো লোকেষণা। শর্ব্বো মাং সাধুমেব জানাত্বিতি বাসনারূপঃ ক্রিয়াযজ্ঞঃ। গর্ভাধানাদিসংস্কাররূপঃ গৃহযজ্ঞঃ। পত্নীসাধ্যাগ্নিহোত্রাদিঃ পঞ্চভূতনৃযজ্ঞঃ পঞ্চভূতানাং গুণৈঃ শব্দাদিভির্যা নৃণাং প্রীতিস্তদ্রূপঃ। বিষয়জং সুখমিত্যর্থঃ। এতৈরেব চতুর্ভির্যজ্ঞৈঃ সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টম্ ॥৫॥ তত্র মধ্যময়োঃ শাস্ত্রোক্তয়োর্যজ্ঞয়োর্নাশার্থং প্রথমচরমযজ্ঞাভ্যামীশ্বরো ধনুঃ কৃতবান্। কিষ্কুর্হস্তঃ। পঞ্চহস্তং পঞ্চবিষয়প্রমাণং লোকবাসনা দেহবাসনা চ শব্দাদিবিষয়পঞ্চকাৎ পরতো নাস্তীত্যর্থঃ ॥৬॥ বষট্‌কারসংজ্ঞেন গৃহযজ্ঞেন তে উভে বাসনে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচং গচ্ছত ইতি স তস্য বাসনাদ্বয়রূপস্য ধনুষো জ্যাস্থানীয়ঃ, যানি তু যজ্ঞাঙ্গানি চত্বারি অর্থিত্বং সমর্থত্বং বিদ্বত্বং শাস্ত্রেণাপর্য্যুদস্তত্বঞ্চ তানি তস্য ধনুষঃ লোকদেহবাসনারূপস্য সন্নহনে দার্ঢ্যায়াভবন্ ॥৭॥

লোকের উপকার করার নাম—লোকযজ্ঞ, নিত্যকার্য্য করার নাম—ক্রিয়াযজ্ঞ, পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকার্য্য করার নাম—সনাতনগৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতময় দেহের তৃপ্তিসাধন করার নাম—পঞ্চভূতময়যজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম—নৃযজ্ঞ। এই নৃযজ্ঞই যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চম ॥৫॥

মহাদেব লোকযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞদ্বারা ধনু নির্ম্মাণ করিলেন; তাঁহার সেই ধনু পঞ্চহস্ত পরিমাণে নির্ম্মিত হইল ॥৬॥

ভরতনন্দন! বষট্‌কার সেই ধনুর গুণ হইল এবং স্নান, দান, হোম ও জপ এই চারিটী যজ্ঞাঙ্গ তাঁহার যুদ্ধসজ্জার দ্রব্য হইল ॥৭॥

---

(৬)…ষষ্টিকিষ্কুপ্রমাণতঃ—নি।

তমাত্তকার্ম্মুকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্ ।
বিব্যথে পৃথিবী দেবী পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥৯॥
ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জজ্বাল চৈধিতঃ ।
ব্যভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥১০॥
ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ শ্রীমুক্তমণ্ডলঃ ।
তিমিরেণাকুলং সর্ব্বমাকাশং চাভবদ্‌বৃতম্ ।
অভিভূতাস্ততো দেবা বিষয়ান্ন প্রজজ্ঞিরে ॥১১॥
ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্ত্রেসিরে তদা ।
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা ।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা সপাবকঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সমীজিরে যজ্ঞং চক্রুঃ ॥৮॥

তমিতি। আত্তকার্ম্মুকং ধৃতচাপম্, অব্যয়ম্ ঈশ্বরত্বাদনশ্বরম্ ॥৯॥

নেতি। এধিতো বায়ুচালনেন বর্দ্ধিতোঽপি। সংবিগ্নমুদ্বিগ্নম্ ॥১০॥

নেতি। শ্রিয়া শোভয়া মুক্তং ব্যক্তং মণ্ডলং যস্য সঃ। বিষয়ান্ পদার্থান্। ষট্‌পাদঃ ॥১১॥

নেতি। প্রত্যভাৎ প্রাকাশত। পত্রিণা শরেণ। পাবকেনাগ্নিনা সহেতি সঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

যতঃ যজ্ঞাঙ্গানি লোকেষণাদৌ বিনিযুক্তানি মৃঢৈস্ততো হেতোর্মহাদেবঃ ক্রুদ্ধো যজ্ঞং

তাহার পর দেবতারা যেস্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, মহাদেব সেই ধনু লইয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥৮॥

ব্রহ্মচারী ও অবিনশ্বর মহাদেবকে ধনু ধারণ করিয়া আগত দেখিয়া, পৃথিবীদেবী ব্যথিত হইলেন এবং পর্ব্বতগুলিও কাঁপিতে লাগিল ॥৯॥

বায়ু বহিত হইতে লাগিল না, বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি জ্বলিতে থাকিল না এবং নক্ষত্রগণও উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥১০॥

সূর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শোভাশূন্য হইয়া গেল এবং সমগ্র আকাশমণ্ডলই অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল ; সেই অবস্থায় দেবতারা ভয়ে অভিভূত হইয়া বস্তুগুলি চিনিতে পারিলেন না ॥১১॥

ক্রমে সে যজ্ঞ আর প্রকাশ পাইল না এবং দেবতারাও ভীত হইয়া পড়িলেন ; পরে মহাদেব একটা ভীষণ বাণদ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ; তখন সেই যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া অগ্নির সহিত পলায়ন করিতে লাগিল ॥১২॥

---

(১০)...নাগ্নির্জজ্বাল বৈধিতঃ —বা নি।

স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত।
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠির! নভস্তলে ॥১৩॥
অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ সুরান্।
নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥১৪॥
ত্র্যম্বকঃ সবিতুর্বাহূ ভগস্য নয়নে তথা।
পূষ্ণশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা ব্যশাতয়ৎ।
প্রাদ্রবন্ত ততো দেবা যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তেনৈব মৃগাত্মকেন। অন্বীয়মান অনুগম্যমানঃ ॥১৩॥

অপেতি। সংজ্ঞা চৈতন্যম্, সুরান্ প্রতি ন অভাৎ ন প্রাকাশত ভয়েন মূর্চ্ছাগমাৎ ॥১৪॥

ত্র্যম্বক ইতি। ত্র্যম্বকঃ শিবঃ। ধনুষঃ কোট্যা অগ্রদেশেন, ব্যশাতয়ৎ ব্যনাশয়ৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

অধানেত্যাদি স্পষ্টার্থম্ ॥৮—১১॥ রৌদ্রেণাহঙ্কারেণ দর্পেণ বাহমেব যজ্বা দাতা বিজ্ঞাতেত্যেবংরূপেণ যজ্ঞো যজ্ঞাৎ পূর্ব্বম্ অপক্রান্তং মুখ্যাদ্ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে"ত্যাদিশাস্ত্রোক্তাদাত্মবিবিদিষাখ্যাৎ ফলাৎ ভ্রষ্টঃ ॥১২॥ কিঞ্চিৎ কালং ফলং ভুঞ্জানো দিবি যজমানরূপেণ ব্যরাজত, তথাপি তেন কালাত্মনা রুদ্রেণান্বীয়মানঃ সন্ ততোঽপ্যপক্রান্তঃ স্বর্গাৎ চ্যুতোঽভূদিত্যর্থঃ ॥১৩॥ অপক্রান্তে যজ্ঞে যজ্ঞকালে ভুক্তে সতি ব্রীহ্যাদৌ গর্ভবাসাদৌ চ জাতে যজ্ঞপতৌ সুরান্ ইন্দ্রিয়াণি সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ মূঢ়ান্যভূবন্। হেয়োপাদেয়বিবেকশূন্যান্যভূবন্নিত্যর্থঃ ॥১৪॥ ত্র্যম্বক ইতি। ত্রীণি শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি অম্বকানি গমকানি যস্য স পরমেশ্বরঃ। সবিতুর্যজ্ঞপ্রসোতুর্দেহস্য বাহূ কর্ম্মকরণহেতু, তথা ভগস্য নেত্রে মনসঃ সঙ্কল্পৌ অহমিদং করিষ্যেঽহমিদং ন করিষ্য ইত্যেবংরূপৌ বিহিতপ্রতিষিদ্ধরূপৌ, পূষ্ণো দশনান্ বাগিন্দ্রিয়স্থানানি মন্ত্রাংশ্চেত্যর্থঃ। এতানি সর্ব্বাণি ধনুষ্কোট্যা পূর্ব্বোক্তয়া লোকে-

---

মহারাজ! সেই যজ্ঞ মৃগরূপেই যাইয়া আকাশে (মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে) প্রকাশ পাইতে লাগিল; আর মহাদেব আকাশেও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

যজ্ঞ সেস্থান হইতে অপসৃত হইলে, ভয়ে দেবগণের চৈতন্য আর প্রকাশ পাইল না এবং তাঁহাদের চৈতন্য লোপ পাইলে, তাঁহারা আর কিছুই জানিতে পারিলেন না ॥১৪॥

ক্রমে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রদ্বারা সূর্য্যের বাহুযুগল, ভগের নয়নদ্বয়

---

(১৩)···রূপেণ দিবিস্থো বৈ ব্যরাজত—বা নি। (১৫)···ব্যপাতয়ৎ—পি।

কেচিত্তত্রৈব ঘূর্ণন্তো গতাসব ইবাভবন্।
স তু বিদ্রাব্য তৎ সর্ব্বং শিতিকণ্ঠোঽবহস্য চ।
অবষ্টভ্য ধনুষ্কোটিং রুরোধ বিবুধাংস্ততঃ ॥১৬॥
ততো বাগমরৈরুক্তা জ্যাং তস্য ধনুষোঽচ্ছিনৎ।
অথ তৎ সহসা রাজন্! ছিন্নজ্যং ব্যস্ফুরদ্ধনুঃ ॥১৭॥
ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্রেষ্ঠমুপাগমন্।
শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥১৮॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাশয়ে।
স জলং পাবকো ভূত্বা শোষয়ত্যনিশং প্রভো! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কেচিদিতি। গতাসবো নির্গতপ্রাণাঃ। বিদ্রাব্য নিপীড্য। অবষ্টভ্য আশ্রিত্য। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥

তত ইতি। ছিন্না জ্যা গুণো যস্য তৎ। ব্যস্ফুরৎ প্রাকাশত ॥১৭॥

তত ইতি। দেবশ্রেষ্ঠং শিবম্। প্রসাদমনুগ্রহম্, প্রভুঃ শক্তিমান্ ঈশ্বরঃ ॥১৮॥

তত ইতি। প্রসন্নোঽভবৎ। স কোপঃ, পাবকো বড়বানলঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

যণয়া দেহেষণয়া বাশাতয়ং ॥১৫॥ এবং যজ্ঞে নষ্টেঽপি ধনুষ্কোটিমপি পুণ্যাভাবাৎ পূর্ব্বোক্তাং রুরোধ, ততো লোকদেহয়োরপি রঞ্জনং কুণ্ঠিতমভূদিত্যর্থঃ ॥১৬॥ ততোঽমরৈরুক্তা প্রাক্ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে"তি পূর্ব্বোক্তা দেববাণী, জ্যাং শ্রৌতযজ্ঞরূপাং ধনুষঃ পূর্ব্বোক্তবাসনাদ্বয়াত্মকাম্ অচ্ছিনৎ দূরীচকার, নিষ্কামম্ ঈশ্বরপ্রীত্যর্থং যজ্ঞে কারিতবতীত্যর্থঃ ॥১৭॥ বিধনুষং কাম্যকর্ম্মহীনং দেবমাত্মানং দেবা ইন্দ্রিয়াণ্যুপাগমন্ চিত্তশুদ্ধ্যাতি-

---

এবং পূষার দন্তগুলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে দেবতারা ও যজ্ঞাঙ্গসকল পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

কতকগুলি দেবতা সেই স্থানেই ঘুরিতে থাকিয়া যেন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িলেন; তাহার পর মহাদেব সেই সকলকে পীড়িত করিয়া উপহাসপূর্ব্বক ধনুর অগ্রদেশদ্বারা দেবগণকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥১৬॥

রাজা! তৎপরে দেবগণের বাক্যে মহাদেবের ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া গেল; ক্রমে সেই গুণশূন্য ধনুখানাই প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা যজ্ঞের সহিত যাইয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন; তখন প্রভু মহাদেব তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

---

(১৭)···বিস্ফুরদ্ধনু···বা নি। (১৯)···প্রাপ্ত কোপং—পি বা নি।

ভগস্য নয়নে চৈব বাহূ চ সবিতুস্তথা।
প্রাদাৎ পূষ্ণশ্চ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাংশ্চ পাণ্ডব! ॥২০॥
ততঃ সুস্থমিদং সর্ব্বং বভূব পুনরেব হি।
সর্ব্বাণি চ হবীংষ্যস্য দেবা ভাগমকল্পয়ন্ ॥২১॥
তস্মিন্ ক্রুদ্ধেঽভবৎ সর্ব্বমসুস্থং ভুবনং প্রভো!।
প্রসন্নে চ পুনঃ সুস্থং জগদ্ভবতি ভারত! ॥২২॥
ততস্তে নিহতাঃ সর্ব্বে তব পুত্রা মহারথাঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ পাঞ্চালাঃ সপদানুগাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ভগস্যেতি। প্রাদাৎ মহাদেব এব, দশনান্ দন্তান্ ২০॥

তত ইতি। সর্ব্বাণি হবীংষি সর্ব্বেষামেব হবিষাং তস্য কিয়ন্তমংশমিত্যর্থঃ ॥২১॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ মহাদেবে। অধ্যাহর্ত্তব্যঃ স্বশব্দসম্বন্ধাৎ ভবতীতি বর্ত্তমানা ॥২২॥

তত ইতি। ততো দ্রৌণিং প্রতি মহাদেবপ্রসাদাদেব। সপদানুগা অনুচরসহিতাঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শয়াদাস্ববশ্যান্যভূবন্, ততশ্চ ঈশ্বরৈস্তৈঃ শরণীকৃতঃ প্রসন্নোঽভূৎ ॥১৮॥ কোপং রজস্তমোরূপম্, জলাশয়ে মূঢ়চিত্তে ॥১৯॥ ততঃ সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—ভগস্যেতি। পূর্ব্ববদর্থঃ ॥২০॥

রাজা! তাহার পর মহাদেব নিজের ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হইলেন; কালক্রমে সেই ক্রোধই বাড়বানল হইয়া সর্ব্বদাই সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া আসিতেছে ॥১৯॥

পাণ্ডুনন্দন! ক্রমে মহাদেব ভগের নয়নদ্বয়, সূর্য্যের বাহুযুগল, পূষার দন্তসকল এবং যজ্ঞসমূহকে দান করিলেন ॥২০॥

তাহার পর এই সমগ্র জগৎ পুনরায় সুস্থ হইল এবং দেবতারা সমস্ত হবিরই কিছু কিছু অংশ মহাদেবের ভাগ বলিয়া নিরূপণ করিলেন ॥২১॥

ভরতনন্দন রাজা! সেই মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে এই সমগ্র জগৎ অসুস্থ হইয়াছিল; আবার তিনি প্রসন্ন হইলে সমগ্র জগৎ সুস্থ হইয়া গিয়াছিল ॥২২॥

সুতরাং মহারাজ! অশ্বত্থামার প্রতি মহাদেবের অনুগ্রহ হওয়াতেই আপনার মহারথ পুত্রেরা, অন্য বহুতর বীর এবং অনুচরগণের সহিত পাঞ্চালেরা নিহত হইয়াছেন ॥২৩॥

---

(২২)…সর্ব্বমস্বস্থং…। স্বস্থং প্রসন্নেঽস্মিন্ চ বীর্য্যবান্ ..পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ সো। (২৩)…পাঞ্চালস্ত পদানুগাঃ— পি বা নি।

ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং ন চ তদ্দ্রৌণিনা কৃতম্ ।
মহাদেবপ্রসাদঃ স কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-পর্ব্বণি ঐষীকে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তঞ্চেদং সৌপ্তিকপর্ব্ব ॥০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। প্রসাদঃ প্রসাদকৃতম্। অনন্তরং পরকর্ত্তব্যম্, কার্য্যং মৃতানামৌর্দ্ধদৈহিকম্। এতেন ভাবি স্ত্রীপর্ব্বসূচিতম্ ॥২৪॥

পঞ্চর্ত্তুর্বাস্বিন্দুমিতে শকাব্দে রাধে চ ষড়্বিংশদিনেঽত্র সৌরে ।
টীকাসকৌ সৌপ্তিকপর্ব্বনিষ্ঠা বঙ্গানুবাদাদিযুতা সমাপ্তা ॥১॥
কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানূনশিয়াভিধানঃ ।
তত্রত্য-গঙ্গাধরশর্ম্মসূনুঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥
চিরমূনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।
ননু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তঞ্চেদং সৌপ্তিকপর্ব্ব ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্ব্বাণি হবীংষি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ঈশ্বরার্পিতান্যেবাকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥২১—২৩॥ ফলিতমাহ—ন তদিতি। ঈশ্বরস্য বশে সর্ব্বমিতি জ্ঞাত্বা শোকং মা কার্ষীরিতি ভাবঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি শ্রীমৎপদ-বাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধুরীণবংশাবতংসগোবিন্দসূরিসূনুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতে ভারতভাবদীপে সৌপ্তিকপর্ব্বার্থপ্রকাশে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

সে সকল বৃত্তান্ত আর মনে করিবেন না। তাহা অশ্বত্থামা করে নাই; কিন্তু অশ্বত্থামার প্রতি শিবের অনুগ্রহই তাহা করিয়াছে। (সে যাহা হউক), এখন পরকর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করুন' ॥২৪॥

সৌপ্তিকপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥